২০০৩

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ☐ ২৪ তম সংখ্যা

৩০ জুন, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

দাওয়াতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন!

আমাদের তবলীগী বছরের ১১ মাস শেষ হতে চলছে। আমরা আমাদের বয়াতের টার্গেটের অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি। এর অর্থ দাঁড়ায় আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করছি না বা করি নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর প্রিয় কাজগুলোর মাঝে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজটি ছিল অন্যতম। তাঁর পবিত্র আত্মাকে আমরা যদি শান্তি দিতে চাই তাহলে আমাদের দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজকে বেগবান ও ফলপ্রসূ রাখার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগুতে হবে।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ সেকথা আহমদী জামাতকে বুঝাতে হবে না। তবুও মানুষ প্রকৃতগতভাবে দুর্বল বিধায় তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলাও কুরআন করীমে বলেছেন- **ফাযাক্কির ইন্নাফায়াতিয্ যিক্‌রা তানফাউল্লিল মু'মিনীন** অর্থাৎ বার বার স্মরণ করাও নিশ্চয় এতে মু'মিনদের জন্যে উপকার রয়েছে। হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন সফল দাঈইলাল্লাহ্। তাঁর (সঃ) অনুসরণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলীফাগণ দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। জামাতের এক বৃহদাংশ এ বিরাট কাজে সদা আত্মনিয়োজিত। কিন্তু একথাও অভিজ্ঞতা-প্রসূত যে, সমাজের আপামর জনসাধারণ যদি একত্রে মিলে কোন কাজে ব্রতী না হয় তাহলে তা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। সেজন্যে আমাদের জামাতের যে অংশ এখনও দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে নিয়োজিত হয় নি তাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই।

বাংলাদেশের তের কোটি লোককে আল্লাহ্‌মুখী করার দায়িত্ব আমাদের মত ক্ষুদ্র একটি জামাতের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হয়েছে। আমরা যদিও দুর্বল, যদিও রিক্তহস্ত আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ও সমর্থন আমাদের সাথে থাকলে আমরা অবশ্যই এ দায়িত্ব পালনে সফলতা লাভ করবো, ইনশাআল্লাহ্। দুনিয়াতে বার বার এ অসাধ্য সাধন করিয়ে দেখিয়েছে মু'মিন সমাজ। আল্লাহ্‌তাআলাও একথা কুরআন করীমের সূরা বাকারাতে রেকর্ড করে রেখেছেন- 'কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিরাট বিরাট দলের ওপরে বিজয়ী হয়েছে'।

আমরা অনিবার্য কারণে বা অহেতুক অনেক সময় নষ্ট করে এসেছি। হাতে মাত্র কম সময় রয়েছে। এ সময়কে সঠিক ও সদ্ব্যবহার করে আসুন আমরা দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং স্বল্প সময়ে আমাদের নির্ধারিত টার্গেট পুরো করতে সচেষ্ট হই। যারা একাজ করতে অক্ষম তাদের কাছে অনুরোধ তারা ঘরে বসে কায়মনোবাক্যে দোয়ায় ব্রতী হন যাতে আমরা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে অসাধ্য সাধনে সক্ষম হই এবং খেলাফতের কাছ থেকে দোয়ার সৌভাগ্য লাভ করি।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ২৪তম সংখ্যা

১৬ আষাঢ় ১৪১০ বঙ্গাব্দ ২৯ রবিউস সানি ১৪২৪ হিঃ কাঃ

৩০ ইহসান ১৩৮২ হিঃ শাঃ ৩০ জুন ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

মসজিদের আদাব

'মসজিদ' শব্দের অর্থ সিজদার স্থান যেখানে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদা করা হয়। এটা আল্লাহ্‌র ঘর বা বায়তুল্লাহ্‌ও বটে। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এখানে মানুষ ইবাদত বা উপাসনা করে থাকে। দুনিয়ার সবচে' প্রাচীন মসজিদ হলো কা'বা ঘর বা মসজিদুল হারাম। নবী করীম (সঃ) প্রথম যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা 'কুবা' মসজিদ নামে খ্যাত। মদীনার মসজিদ - মসজিদে নব্‌বী নামে খ্যাত।

হুযূর (সঃ) বলেছেন, আমার এ মসজিদ আখেরী মসজিদ যেভাবে আমার নবুওয়ত আখেরী নবুওয়ত (মুসলিম)। প্রসঙ্গতঃ আখেরী মসজিদের পরে বিগত দেড় হাজার বছরে সারা বিশ্বে অগণিত সুন্দর সুন্দর ও বিশাল মসজিদ নির্মিত হলেও মসজিদে নব্‌বী-এর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে নি তেমনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর পরে তাঁর গোলামীর কল্যাণে সূরা নিসার ৭০ আয়াত অনুযায়ী কেউ উম্মতী নবী হলে হুযূর (সঃ)-এর নবুওয়তের শ্রেষ্ঠত্বে যে কোন ব্যত্যয় সংঘটিত হবে না তা-ও নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মসজিদে অবস্থানরত মু'মিনদের তুলনা পানির মাঝে মাছের ন্যায়। মাছ যেমন পানিতে থাকলে জীবন্ত থাকে তেমনি মু'মিন মসজিদে থাকলে তার ঈমান তাজা থাকে। তাই মু'মিনদের মন সর্বদা মসজিদের সাথে ঝুলে থাকা উচিত। মু'মিন যেখানেই থাকুন না কেন, যে পথেই বিবরণ করুন না কেন মসজিদ তার কিবলা বা জীবনের লক্ষ্যস্থল। মসজিদের প্রতিই যেন তার লক্ষ্য থাকে। সময় পেলেই যেন আমরা মসজিদমুখী হই। এতে আমাদের জড় দেহ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দেহ নিরাপদ ও স্বস্তি লাভ করবে।

সারা বিশ্বের মসজিদের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদ ছিল সমস্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল। এখন মসীহ্ (আঃ)-এর যুগেও আহমদী মুসলিম জামাতের সমস্ত কর্মকান্ড মসজিদ-ভিত্তিক। সুতরাং মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মসজিদের হেফাযতের কাজ গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন পণ করে হলেও মু'মিনের পক্ষে এটা করা সমীচীন। মসজিদকে প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসা আবশ্যক।

মসজিদের আদাবের প্রথম কথা হলো মসজিদকে আবাদ রাখা। মসজিদ যেন বিরান না থাকে। পাঞ্জেগানা নামাযে মসজিদ যেন ভরপুর থাকে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকেরা যাতে সর্বদা ওয়াক্তিয়া নামাযে এবং জুমুআর নামাযে উপস্থিত থাকে সেজন্যে সকলের একান্ত চেষ্টা ও সহযোগিতা থাকা আবশ্যক। মসজিদের আদাবের আর একটি বিশেষ দিক হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। নিজেদের বাড়ী ঘর থেকেও মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার কথা বলা হয়েছে। মসজিদকে সাজানোর কথা বলা হয় নি। অবশ্য শেষ যুগে মসজিদ সাজানো থাকবে কিন্তু হেদায়াত থাকবে না বলে নবী করীম (সঃ) থেকে জানা যায়। আল্লাহ্ মু'মিনদের তাকওয়ার সৌন্দর্যে সেজে তবে মসজিদে যেতে বলেছেন (সূরা আ'রাফ ঃ ৩২)।

মানুষের মন যদি শিরকমুক্ত হয় এবং সকলের মাঝে তৌহীদের মূল্যায়ন যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এ কথা ধরে নেয়া যেতে পারে, মসজিদ থাকবে বাহ্যিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও এবং অভ্যন্তরীণভাবে শিরক ও বিদাত মুক্তও। মসজিদের পরিবেশ যেন মন-কাড়া হয় সেদিকে সবার লক্ষ্য রাখা উচিত।

মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে ভালভাবে ওযূ-গোসল করে পবিত্র হতে হবে। যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে চায় তাদের সকলের জন্য মসজিদ উন্মুক্ত। এতে যে বাধা দেয় সে আল্লাহ্‌র নিকট যালেম (২ঃ১১৫)। মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং বের হবার সময় নিম্নোক্ত দোয়াগুলো যথাক্রমে পাঠ করতে হয়; (১) **আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্‌লি আবওয়াবা রহমাতিকা** - হে আল্লাহ্! আমার জন্যে তোমার কৃপার দরজাগুলো খুলে দাও (২) **আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্‌লি আবওয়াবা ফাযলিকা**- হে আল্লাহ্! আমার জন্যে তোমার ফযলের (অর্থাৎ পার্থিব কল্যাণসমূহ) দরজাগুলো খুলে দাও। 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলে মসজিদে প্রবেশ করে সামনের কাতারে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই বসে যিক্‌রে ইলাহী করতে হয়, প্রয়োজনে সুন্নত বা নফল নামায পড়ে ফরয নামাযের অপেক্ষা করতে হয়। কোন কোন সময় আমীর / ইমামের জন্যে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হলেও তা ইবাদতের মাঝে শামেল হবে। এ সময় যিকরে ইলাহীতে নিরত থাকতে হয়। মসজিদে কোন প্রকার শোর গোল বা পার্থিব কথা-বার্তা বলা উচিত নয়। মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার কথা স্মরণ করে মসজিদের ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখা জরুরী। মসজিদের বিভিন্ন স্থানে গোল হয়ে বসে আলাপ-আলোচনায় মত্ত থাকা মসজিদের আদবের খেলাফ। আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা দুনিয়ার সব বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্ এক মহান শাহেনশাহের দরবারে উপস্থিত। এমন কোন কথা বা কাজ করা উচিত নয় যা সেই মহান শাহেনশাহের নিকট অপসন্দনীয় ও বিরক্তিকর বা তাঁর মর্যাদার পক্ষে হানীকর। আমরা কি এমন কাজ করবো যাতে আমাদের দোয়া - হে আল্লাহ্ তোমার কৃপার দরজাগুলো আমার জন্যে খুলে দাও-মসজিদের আদাব রক্ষা না করে নিজেরাই সেগুলো বন্ধ করে দিই?

- নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আরাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ ভাল কথা বলা উচিত	ঃ অনুবাদ - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী - হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মৌঃ মোহাম্মদ আজিমউদ্দীন	৪
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'খবীর' সিফত-এর ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-১১
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১২
ঐশী বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	১৩-১৪
মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৪-১৬
সমগ্র বিশ্বের ওপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীনের আশীষ ও কল্যাণ মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী' (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৭-১৮
মোনাজাতে রসূল (সঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৯
জামাতে আহমদীয়তের সাংগঠনিক ব্যবস্থা	ঃ মাওলানা মাহমুদ আহমদ	২০-২৩
মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'	ঃ জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২৪-২৫
ছোটদের পাতা ঃ এস কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৬-২৭
ওয়াযকুরু মাওতাকুম বিল খায়ের - স্মরণীয়দের একজন	ঃ জনাব মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী	২৭-২৮
স্মৃতি কণা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৯
কুদরতে সানিয়ার পঞ্চম বিকাশ	ঃ অনুবাদ - মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের	২৯
কবিতা ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) স্মরণে	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	৩০
প্রিয় বিদায়ী হুযূর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর স্মরণে	ঃ আমাতুল মজিদ মণি	৩০
এম.টি.এ নাও ঘরে ঘরে	ঃ মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী	৩০
সংবাদ	ঃ	৩১
পাক্ষিক আহমদী'র গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে	ঃ	৩২

প্রচ্ছদ ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস্ (আইঃ) [হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর কোট পরিহিত অবস্থায়]।

মানবমন্ডলীর হেদায়াতের জন্যে দোয়া

• "হে খোদাওন্দ করীম! সকল জাতির কর্মক্ষম অন্তরগুলোকে হেদায়াত দাও যেন তোমার রসূলে মকবুল শ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তোমার পরিপূর্ণ পবিত্র বাণী কুরআন শরীফের ওপরে ঈমান আনে এবং তাঁর আদেশানুযায়ী চলে। এসব কল্যাণ ও সৌভাগ্য এবং প্রকৃত আনন্দ যেন আপ্লুত হয়ে যায় যে, যা সত্যিকারের মুসলমানের উভয় দুনিয়াতে লাভ হয় আর এ চিরস্থায়ী মুক্তি ও জীবন দিয়ে এমনভাবে প্লাবিত হয় যে, কেবল মৃত্যুর পরে লাভ হতে পারে। বরং সত্যিকারের নিষ্ঠাবান এ দুনিয়াতেই এটা পেয়ে থাকে, বিশেষভাবে ইংরেজ জাতি, যারা এখন পর্যন্ত এ সভ্যতার সূর্য থেকে তেমন কোন আলো লাভ করে নি এর যার কৃষ্টি-সভ্যতা ও দয়ালু সরকার আমাদেরকে তাদের অনুগ্রহ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে এ বিষয়ের জন্যে অন্তরের আবেগ দান করেছে যে, আমরা তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণের জন্যে আন্তরিক উদ্দীপনার সাথে মঙ্গল ও নিরাপত্তা চাই যেন তাদের শুভ্র উজ্জ্বল মুখ

কালামুল ইমাম

যেভাবে ইহকালে সুন্দর তেমনই পরকালেও জ্যোতির্ময় হয়"।

"আমরা আল্লাহ্তাআলার নিকট তাদের ইহকাল ও পরকালে তাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রত্যাশা করি। হে আল্লাহ্! তাদেরকে হেদায়াত দাও। এবং তোমার বিশেষ আত্মার মাধ্যমে তাদের সমর্থন যোগাও। তোমার ধর্মের বেশির ভাগ তাদেরকে দাও এবং তোমার শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা তাদেরকে তোমার দিকে আকর্ষণ করে নাও যেন তারা তোমার কিতাব ও তোমার রসূল (সঃ)-এর ওপরে ঈমান আনে আর আল্লাহ্র ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করে, আমীন।"

সারা বিশ্বে তৌহীদ (একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া

• "হে সর্বশক্তিমান খোদা! হে নিজ বান্দাদের পথ প্রদর্শক! যেভাবে তুমি এ যুগে নতুন নতুন শিল্প প্রকাশের ও উৎপাদনের যুগ নির্ধারণ করেছো ঠিক তেমনি কুরআন করীমের সত্যতা ও তত্ত্ব-জ্ঞান এ অমনোযোগী জাতিগুলোর নিকট প্রকাশ করো–আর এখন এ যুগকে নিজের পক্ষে ও নিজের কিতাবের পক্ষে এবং নিজের তৌহীদের পক্ষে আকর্ষণ করে নাও। কুফরী ও শিরক অনেক বেড়ে গেছে আর ইসলাম কমে গেছে। এখন হে করীম-দয়াময়! পূর্ব ও পশ্চিমে তৌহীদের বায়ু বইয়ে দাও এবং আকাশে আকাশে আকর্ষণের একটি নিদর্শন প্রকাশ করো, হে রহীম-কৃপাকারী! তোমার কৃপার আমরা বড়ই মুখাপেক্ষী। হে হাদী-পথ-প্রদর্শক! তোমার হেদায়াতের আমাদের বড়ই প্রয়োজন। কল্যাণময় সেই দিন যাতে তোমার জ্যোতিঃ বিকশিত হয়। কল্যাণময় সেই সময় যখন তোমার বিজয়ের ডংকা বাজে - তাওয়াক্কালনা 'আলায়কা ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিকা ওয়া আনতা 'আলীউল 'আযীম (অর্থাৎ আমরা তোমার ওপরে ভরসা করেছি এবং তুমি ছাড়া আর কারও কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই আর তুমি অতি উচ্চ ও মহান-সংকলক) আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২১৩-২১৪, টীকার পাদটীকা, রূহানী খাযায়েন ৫ম খন্ড)। (চলবে)

উপস্থাপন ও অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

কুরআন মাজীদ

সূরা আল্ আ'রাফ - ৭

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا
أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৪। এবং যখন তুমি তাদের নিকট কোন (তাজা) নিদর্শন না আন তখন তারা বলে, 'তুমি কেন এর উদ্ভাবন করে আনলে না?' তুমি বল, 'আমি শুধু এর অনুগমন করি যা আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার প্রতি ওহী করা হয়; এগুলো মু'মিন জাতির জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সমাগত সমুজ্জ্বল প্রমাণ, হেদায়াত এবং রহমত।'

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫। এবং যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনযোগ দিয়ে শোন১০৯০ ও নীরব থাক যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٦﴾

২০৬। আর তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে সভয়ে আর অনুচ্চস্বরে সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ করো, এবং তুমি কখনও উদাসীন হয়ো না।

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٧﴾ السجدة

২০৭। নিশ্চয় যারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদত করতে অহংকার করে না, আর তারা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তাঁকেই সিজদা করে১০৯১

১০৯০। কাফিরদের তাজা নিদর্শন দেখার দাবীর উত্তরে এখানে তাদেরকে মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ এ প্রচুর নিদর্শন এবং দলিল-প্রমাণাদি ধারণ করে।

১০৯১। 'আসা ল' শব্দ (আসিল এর বহু বচন) এর অর্থ সন্ধ্যা। এতে দৈনিক চার ওয়াক্ত অর্থাৎ যুহর, আসর, মাগরিব ও 'ইশা নামাযের ইঙ্গিত হতে পারে; পক্ষান্তরে; 'বিলগুদুয়ে' ফযর নামাযের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। এ আয়াত কুরআন শরীফের মাঝে প্রথম সিজদার আয়াত।

হাদীস শরীফ

ভাল কথা বলা উচিত

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣﴾

অর্থ ঃ "... এবং তোমরা পুণ্য কাজে এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর (সূরা আল্ মায়েদা ঃ ৩ আয়াতাংশ)

হাদীস ঃ

আন ইবনে মাসউদিন (রাঃ) ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা লা ইউবাল্লেগুলি আহাদুম মিন আসহাবী আন আহাদিন শাইআন ফাইন্নি উহিব্বু আন আখরুযা ইলায়কুম ওয়া আনা সালিমুস্ সাদরে (আবূ দাউদ)

অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা না করে। কেননা, আমি চাই যখন আমি তোমাদের কাছে আসবো তখন যেন পরিষ্কার মন নিয়ে আসতে পারি (আবূ দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে নেক কাজের প্রতিযোগিতার কথা বলে এবং পাপ ও বিদ্রোহমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না বলে নিষেধাজ্ঞা জানায়, এ পৃথিবীতে মু'মিনদের মাঝেই এ গুণাবলী দেখা যায়। আসলে নেক কাজে প্রতিযোগিতা থাকলে মানুষ মন্দ কর্ম হতে দূরে থাকে। নেক কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ না থাকলে মানুষ পাপে লিপ্ত হতে বাধ্য।

আঁ হযরত (সঃ) আমাদেরকে সাহাবাগণের মাধ্যমে এ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তাঁর নিকট কেউ যেন অন্য কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করে। ফলে আমার (সঃ) সান্নিধ্যে এলে তাদের মাঝে পরিবর্তন হবে এবং তাঁর (সঃ) দোয়া তাদের ভাগ্য বদলে দেবে। বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) জানাচ্ছেন, কারো বিপক্ষে কথা শুনার ফলে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয় আর এ কারণে সহানুভূতি ও দয়া -মায়া কমে যায়। তাই রহমাতুল্লিল আলামীন নবী-নেতা বাদশাহ্‌দের বাদশাহ সবাইকে সমভাবে দেখতে চেয়েছেন ও নিজের প্রিয় মনে করতে চেয়েছেন ও সবার প্রতি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কেননা, তাঁর (সঃ) সন্তুষ্টিতেই খোদার সন্তুষ্টি ছিল।

আজকের যুগেও এ শিক্ষার প্রয়োজন অধিক। আমরা আল্লাহ্‌র জামাতের সদস্য ও আমরা ঐশী-ব্যবস্থাপনার অধীনে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব, আমরা আমাদের ভাই বোনদের দোষ-ত্রুটি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে না পৌছে নিজেরা তা দূর করতে চেষ্টা করি ও দোয়া করি। এর পরেও যদি ব্যর্থ হই তবেই সংশোধনের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট অভিযোগ করা উচিত।

আমাদের সমাজে অনেকের মাঝে এ পাপটি বিদ্যমান যে, যাকে পসন্দ নয় অথবা কর্মকর্তাদের স্নেহভাজন হবার লক্ষ্যে অথবা দুর্বলদের কাবু করার জন্য অন্যদের দোষ-ত্রুটি খুটিয়ে খুটিয়ে বলতে শুরু করি। যেখানেই সুযোগ হয় অন্যের দোষ বলে বেড়াতে থাকি। এটি বড় পাপের জন্মদাতা অর্থাৎ গীবতের। আবার অনেকেই আছেন যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি জানার জন্য অধীর হয়ে থাকেন। যাতে তাদের হেস্ত-নেস্ত করা যায়। আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর হাদীস এক্ষেত্রে আমাদের জন্য পাথেয়। আমাদের সকলের উচিত আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)-এর আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে ও আমাদের সকলকে এর তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(১২তম কিস্তি)

ব্যক্তিগত প্রেমই মুক্তির মূল। এতেই খোদার মিলন হয়। প্রেমিক প্রিয়তম হতে চিরকাল বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। পরমেশ্বর স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ। সুতরাং তাঁর প্রেমেই মোক্ষ জ্যোতিঃ সৃষ্টি হয়। মানব-স্বভাবে নিহিত প্রেম ঐশ্বরীক প্রেমকে প্রথমতঃ আকর্ষণ করে। ঐশ্বরীক ব্যক্তিগত প্রেম এরূপে আকর্ষিত মানব ব্যক্তিগত প্রেমকে এক অলৌকিক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস প্রদান করে। উভয় প্রেমের সম্মিলনে ফানা (নির্বাণ লাভ) হয়। অতঃপর এ ফানা হতে বাকা (স্থায়িত্ব) বা অনন্ত জীবনের জ্যোতিঃ সৃষ্টি হয়। উভয়বিধ প্রেমের মিলনের অবশ্য ফল 'ফানা' বা বিলীন। যে অস্তিত্ব মাটির স্তরের মতন খোদা ও আত্ম-মিলনের মাঝখানে আবরণরূপে দাঁড়িয়ে থাকত, এতেই তা ধূলিকণার ন্যায় ফানা হয়ে উড়ে যায় এবং আত্মা খোদার প্রেমে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়। যেমন বজ্রপাতকালে আকাশস্থিত বিদ্যুতের আকর্ষণে শরীরের সকল বিদ্যুৎ বের হওয়ায় মানব দেহের বিনাশ হয় তেমনই ঐশ্বরীক প্রেমের প্রবল আকর্ষণে আত্মার সমুদয় প্রেম পূর্ণ বিকশিত হওয়াতে মানবাত্মারও বিনাশ হয়। উক্ত উভয়বিধ প্রেমাগ্নি মিলনপ্রসূত মৃত্যু ব্যতীত ঈশ্বরান্বেষণে পরিভ্রমণ কার্য (সূলুক) পরিসমাপ্তি হয় না। এ ফানাতেই ঈশ্বরান্বেষণে পরিভ্রমণকারীর (সালেকের) ভ্রমণ শেষ হয়। এটাই মানবীয় চেষ্টার শেষ সীমা। মানুষ আপন যত্ন ও পরিশ্রমে শুধু এ মরণ পর্যন্তই অগ্রসর হতে পারে। এ ফানাই পরিশ্রমের পরিণতি ও শেষ ফল। এর পত্র খোদাতাআলা শুধু তাঁর আপন দান ও কৃপা-গুণবশত মানুষকে 'বাকা' বা অনন্ত জীবন প্রদান করেন। এ 'বাকা' শুধু তাঁরই আপন দান, কোন মানুষেরই কর্মফল নয়। এরই উল্লেখ করে কুরআনে উক্ত হয়েছে **'সিরাত্বল্লাযীনা আনআমতা আলায়হিম'** এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, ব্যক্তি এ উচ্চপদ লাভ করেছে সে শুধু দানস্বরূপই লাভ করেছে, এটা কোন পুণ্য কর্মের ফল ও

পুরস্কার নয়। এটাই ঈশ্বর-প্রেমের শেষ পরিণাম। সমস্ত জীবন এতেই লাভ হয়। মরণের হাত হতে এটাই মুক্তি লাভ হয়। খোদাতাআলা ব্যতীত কারও অনন্ত জীবনের অধিকার নেই। শুধু তিনিই আপন ক্ষমতায় চিরজীবী। তবে যিনি পরপ্রেম মুক্ত হয়ে আপন ব্যক্তিগত প্রেম বলে 'ফানা' অর্জন করেন, তিনি খোদার অনন্ত জীবনের অংশ ছায়াস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এমন মানবকে মুক্ত বলা সঙ্গত নয়। কেননা, সে পরমেশ্বরে বিলীন হয়েছে ও তাঁর মিলন লাভে সজীব হয়েছে। যারা খোদার সান্নিধ্য অর্জনে অসমর্থ হয়েছে, খোদা হতে সুদূরে অবস্থান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাই মৃত ও জীবন হীন।*

** টীকা ঃ মানুষ তার স্বাভাবিক দুর্বলতাবশতঃ অসীম অনন্ত সম্পদ ও জীবন লাভের উপযোগী পুণ্য অর্জন করতে সক্ষম নয়। অসীম অনন্ত জীবন ব্যতীত প্রকৃত মুক্তি হয় না। যখন মানুষ উপাসনা ও জপতপে তার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করতঃ পূর্ণ পরিশ্রম করে, তখন রহমান রহীম খোদা (পরমদাতা ও পরমকরুণাময় পরমেশ্বর) এ দুর্বল মানবের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তাকে সহায়তা করেন এবং বিনা মূল্যে খোদা দর্শন ও খোদা মিলনে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। অনন্ত কাল হতে তিনি সাধুগণকে এরূপে পুরস্কৃত করেছেন, এখনও করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন।*

অতএব ঐশ্বরীক ব্যক্তিগত প্রেম ও ঈশ্বর মিলন লাভ করবার পূর্বেই আত্মাগণ অনাদি চিরস্থায়ী নিত্য জীবনের অধিকারী বলে যারা বিশ্বাস করে তারা কাফির, বেদীন ও মুশরিক (অবিশ্বাসী, বিধর্মী, বহু ঈশ্বরবাদী)। বস্তুতঃ খোদাতাআলা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। শুধু একমাত্র তিনিই প্রকৃত সত্য অস্তিত্বের অধিকারী। তবে তাঁরই ছায়ায় বাস করে তাঁরই প্রেমে মোহিত থেকে মিলনকারীগণের আত্মা প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হয়। তাঁর মিলন ব্যতীত এমন জীবন লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এজন্যেই খোদাতাআলা কুরআন শরীফে কাফিরদেরকে 'মৃত' আখ্যা প্রদান করেছেন ও দোযখীদের (নারকীগণের) সম্বন্ধে বলেছেন - **ইন্নাহু মাইয়্যাতি রব্বাহু মুজরিমান ফাইন্নালাহু জাহান্নাম লায়্যামুতু ফীহা ওয়ালা ইয়াহ্‌ইয়া**। যে ব্যক্তি অপরাধী অবস্থায় তার স্রষ্টা রক্ষক ও প্রতিপালক প্রভুর সমীপে গমন করবে, তারই জন্য জাহান্নাম। সে তথায় মরিবেও না বাঁচিবেও না। অর্থাৎ সে খোদার ইবাদতের জন্য (ঐশ্বরীক পূর্ণগুণাবলীর জ্যোতিসমূহ আপন স্বভাবে প্রতিফলিত করবার জন্য) সৃষ্ট হয়েছে, তার অস্তিত্বের আবশ্যকতা আছে। অতএব সে মরতে পারে না। তাকে জীবিতও বলা যায় না। কেননা, ঈশ্বর মিলনই প্রকৃত জীবন, প্রকৃত জীবনই প্রকৃত মুক্তি। কিন্তু তা ঈশ্বর প্রেম ও মহাসম্মানিত খোদাতাআলার মিলন লাভ ব্যতীত কিছুতেই লাভ করা যায় না। যদি আর্য সমাজ ও পরজাতীয় লোকেরা প্রকৃত জীবনের দার্শনিক তত্ত্ব অবগত হ'ত, তবে কখনও আত্মাগণকে স্বয়ম্ভু অনাদি অনন্ত স্বীয়শক্তি বলে সজীব ও প্রকৃত জীবন (মুক্তি) লাভে অসমর্থ বলে দাবী করত না। ফলতঃ মুক্তিজ্ঞান স্বর্গীয় জ্ঞান, স্বর্গ হতেই অবতীর্ণ। স্বর্গের লোকেরাই এর মূলতত্ত্ব অবগত। বিষয় মাত্র সংসারীগণের সমীপে ও সত্য বিকশিত হয় না। (চলবে)

অনুবাদ - **মোঃ আজিম উদ্দীন**

চলিত করণ ও সম্পাদনা - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

আল্লাহ্‌র 'খাবীর' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ২৩ মে, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা হূদের প্রথম ও ২য় আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দিয়েছেন ঃ

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝

অর্থাৎ আলিফ লাম রা। এটা এ রকম কিতাব যার আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করা হয়েছে। অতপর সেগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে পরম প্রজ্ঞাময় (আল্লাহ্) সর্বজ্ঞ-এর তরফ থেকে (সূরা হূদ ঃ ২)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

এ কিতাবের আয়াতসমূহ বড় হিকমতপূর্ণ (গভীর-তত্ত্বপূর্ণ) এবং এর মাঝে যা বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই (মানুষকে) পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে এবং পুণ্যের পথে অগ্রসর করতে পারে। মানুষকে তার গোপন পাপ সম্পর্কে অবগত করে তাকে এর উপর নীচ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।

এ পবিত্র কালাম (বাণী / কিতাব)-এর মাঝে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। আর না কোন অপ্রয়োজনীয় কথা আছে। সমস্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা, অবাঞ্ছিত, অযথা ও বেহুদা আলাপ না করে কেবল জরুরী শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এদিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিবরণও এসে গেছে। (মূল বাণীর পরে) শাখা-প্রশাখাকে বাদ রাখা হয় নি। বরং প্রয়োজনমত মূল বিষয়ের সাথে এর আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় দিকগুলোকেও উল্লেখ করা হয়েছে।

"মিন্‌লাদুন হাকীমীন খবীর" বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এ কিতাবের উৎসও অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং এ কিতাবের সকল কথার উপর আস্থা বা বিশ্বাস রাখা যায়। হাকীম তিনি যিনি যথাসময়ে যথাযথভাবে সঠিক কাজটি করেন। এ সিফত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কিতাবের প্রেরণকারীর উদ্দেশ্য শুধু এই

নয় যে, তিনি এর দ্বারা ইয্‌যাত লাভ করেন বরং মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, মানব জাতির মঙ্গল হোক।

সুতরাং এর মাঝে এমন শিক্ষা দেয়া হয় নি যা বাহ্যিকভাবে তো সুন্দর কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক থেকে মন্দ। বরং এর প্রত্যেকটি শিক্ষা যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা-ই বর্ণিত হয়েছে। মানুষ এথেকে লাভবান হোক বা একে খারাপ মনে করুক।

বাহ্যিকভাবে সুন্দর কিন্তু ভিতরে মন্দ শিক্ষার উদাহরণ ইঞ্জীলের শিক্ষা থেকে দেয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, কেউ যদি তোমার এক গালে থাপ্পর মারে তাহলে তুমি তোমার অপর গালটিও এগিয়ে দাও। এর বিপরীত বাহ্যিকভাবে মন্দ কিন্তু ভিতরে সুন্দর শিক্ষার উদাহরণস্বরূপ কুরআন শরীফের একটি শিক্ষার কথা বলতে হয়, "যে সমস্ত জাতি অন্যায়ভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করতে চায় তাদের সাথে কঠোরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া, প্রশংসীত হওয়া সে শিক্ষা উপরোক্ত শিক্ষার মত হবে। যে শিক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে সংস্কার করা সে শিক্ষা মানুষ খুশী করার চিন্তা না করে যা মঙ্গলজনক তা বলে দেবে।'

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) আরো লিখেছেন,

"খাবীর সিফতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত অবস্থাকে জানেন। এবং ভিতরের খবর জানেন। এ সিফতের অধিকারী অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারে না আর অপরাধের শাস্তিকে অবহেলা করতে পারে না।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন ঃ

আনাল্লাহো আরা, আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, প্রতীমা পূজার সমর্থকরা আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যা করছে তা আমরা দেখছি। এর অর্থ এই যে, তাদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে আমরা অবগত আছি এবং তদনুসারে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ সূরার মাঝে আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরোধীদের অপকর্মের বর্ণনা আছে। **মিন্‌লাদুন হাকিমিন খবীর** অর্থাৎ এ কিতাব হাকীম এবং খবীর এর তরফ থেকে নাযেল হয়েছে। সাধারণ হাকীমদের সামনে সাধারণ মানুষের কিছু বলার ক্ষমতা থাকে না। সেখানে এমন মহান হাকীমের পক্ষ থেকে এই কিতাব এমন হাকীম যিনি সর্বজ্ঞ ও সমস্ত বিষয়ে অবগত আছেন।

এখানে আল্লাহ্ কেবল একথা বলেন নি যে, বর্তমানে যা হচ্ছে তা তিনি দেখেন। বরং অতীতের খবরও দিয়েছেন যে, সে যুগের নবীর অস্বীকারের ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আগামীতে যা কিছু হবে, মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও মুসলমানরা সেযুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দীর সাথে যা করবে তা-ও তিনি অবগত আছেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, সূরা হূদ আমাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে। আলোচ্য আয়াত হুদের প্রথম আয়াত। আঁ হযরত (সঃ)-এর মনে পূর্ববর্তীদের, যারা নিজেদের নবীকে অস্বীকারের ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের ধ্বংসের কারণে কষ্ট ছিল। নিজ উম্মতের জন্যও আঁ হযরত (সঃ)-এর মনে কষ্ট ছিল কারণ নিজ উম্মতের সংশোধনের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ছিল। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) লিখেছেন,

"আজ সেই দায়িত্ব আঁ হযরত (সঃ)-এর উত্তরাধিকারীদের কাঁধে এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসরণকারীদের উপরে ন্যস্ত হয়েছে। সেই দায়িত্বের ওজন ও ব্যাপকতার কথা চিন্তা করলে হৃদয় কেঁপে উঠে।"

আরো বলেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, সূরা হূদ ও এ জাতীয় কয়েকটি সূরা আমাকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছে।' কারণ তিনি দেখছিলেন যে, কেবল তাঁর যুগেই নয় বরং তাঁর (সঃ) হাতে তওবাকারীরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে। এ সমস্ত মানুষের তরবিয়তের দায়িত্ব তিনি কীভাবে পালন করতে পারবেন? এ চিন্তা তাঁকে (সঃ) বৃদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর এ তাক্ওয়া আল্লাহ্তাআলার এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের এ দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন এবং ওয়াদা করেছেন, 'আমি সর্বদা তোমার উম্মতের মাঝে এমন মানুষ সৃষ্টি করতে থাকব যারা তোমার [আঁ হযরত (সঃ)-এর] পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমার প্রিয়ভাজন হতে থাকবে এবং তোমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মতের সংস্কারের কাজ করতে থাকবে।'

তারপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ

আঁ হযরত (সঃ)-এর পুণ্যকর্মের সাথে তুলনা করে আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা কী করেছি? আমাদের উপরও আঁ হযরত (সঃ)-এর মত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যে, আমরা নিজেদের নাফস্ এর সংশোধনের সাথে সাথে অন্য মু'মিনদের সংশোধনের চিন্তা করতে হবে। একটু চিন্তা করেও অনুধাবন করা সম্ভব যে, একটি সুস্থ সম্পূর্ণ সবল নেযাম (ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ নেযামে খিলাফত) ব্যতীত এ আদেশ পালন করা সম্ভব নয়। একজন মু'মিন তাঁর পাশের মু'মিনকে তো নসীহত করতে পারে। কিন্তু সারা পৃথিবীর মু'মিনদেরকে কোন সুষ্ঠু নেযাম ছাড়া কি করে নসীহত করা সম্ভব? হ্যাঁ! একটি সুষ্ঠু সবল নেযামের মাধ্যমে মানুষ নিজ গৃহে বসেও পৃথিবীর সকলের খবর রাখতে পারে। কারণ যখন সে নেযামের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য-সমর্থন করে তা সে টাকা-পয়সার চাঁদা দিয়ে হোক, সময় ব্যয় করে হোক, কলমের দ্বারা খেদমত করে হোক, অথবা মৌখিক সেবা দিয়ে হোক, অথবা মেধা ব্যয় করে হোক। কারণ এভাবে সে নিজেও নেযামের অংশ হয়ে যায়। এখন এ নেযামের দ্বারা যেখানেই কোন কাজ হোক না কেন সে তাতে অংশগ্রহণকারী হয়ে যায়।

আজ পৃথিবীতে আহমদী জামাত এমনই এক জামাত যা একটি নেযামের অন্তর্ভুক্ত আছে। দেখুন, এ জামাত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে। .... পাঞ্জাবের কোন গ্রামের এক কৃষক, অথবা আফগানিস্তানের কোন কোণায় বসবাসকারী আফগান, যে ভূগোলের কোন জ্ঞান রাখে না, কিন্তু সে যখন তার উপার্জনের এক অংশ জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা বা বায়তুল মালে আদায় করে তখন সে কেবল নিজ দায়িত্ব পালন করে না বরং সে এভাবে ইউরোপ, আমেরিকা, সুমাত্রা, জাভা, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে যে তবলীগের কাজ হচ্ছে তাতে সে অংশ গ্রহণকারী হয়ে যায়। এভাবে সে এ আদেশ পালনের মাঝে একভাবে শামিল হয়ে যায়।

সুতরাং আমরা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের নামে পরিচিতিপ্রাপ্ত জামাত, তারপর সবচেয়ে বড় আঁ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে ভালবাসার দাবীদার জামাত, এ জামাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করার মাঝ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এটা কেবল তাদের দাবীই নয় বরং বাস্তবে তারা প্রমাণও করে দিয়েছে, আমরা এ জামাতের মাঝে প্রবেশ করেছি যাদের উপর আল্লাহ্ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে, আমরা আগামীতেও পৃথিবীর মানুষের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করে যাব। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের জন্য এটা ফরয, আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে আমাদের যে ভালবাসা, এ ভালবাসাকে আমরা সত্য প্রমাণ করে দেখব এবং মুসলিম উম্মাহ্কে বিশেষ করে, কারণ এরা আঁ হযরত (সঃ)-এর উম্মত বলে পরিচিত; অন্যান্য জাতির মানুষকে সাধারণভাবে, আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষার পতাকার নীচে এনে একত্র করতে হবে। তারপর এর সাথে সাথে সবচেয়ে বেশি নিজেদের সংশোধন করতে হবে। এদিকে অনেক বেশি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে। কারণ উত্তম চরিত্র উত্তম নমুনা সবচেয়ে বড় তবলীগ। আল্লাহ্ করুন, আমাদের অবস্থান যেন সেই দলের মাঝে হয় যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর পেরেশানী, তাঁর উম্মতের সংশোধনের পেরেশানী দেখে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এরা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরা আমার নৈকট্য লাভ করবে।

এবার খবীর সিফত সম্পর্কিত আরো কতিপয় আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۝

অর্থাৎ নূহের পরে, আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি। এবং তোমার প্রভু তাঁর বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে উত্তমরূপে খবর রাখার জন্য এবং নজর রাখার জন্য যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৮)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন,

"এ ধরনের উদাহরণ পৃথিবীর গোড়া থেকেই তোমরা দেখবে। নূহ (আঃ) থেকে এ পর্যন্ত নবীগণ আগমন করেছেন। প্রত্যেক যুগে এমনই হয়ে এসেছে। তোমার প্রভু সবিশেষ খবর রাখেন এবং নজর রাখেন বলে, বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্তাআলা বান্দাদের অন্যায় পথে চলতে দেখে কি করে চুপ থাকতে পারেন? এ আয়াতাংশটি থেকে জানা যায় যে, কিছু কিছু নির্বোধ লোক উপরের কোন কোন আয়াতের এ রকম অর্থও করেছে, "আল্লাহ্ বড় বড় মানুষকে আদেশ দিয়ে থাকেন যে, পাপকর্মে লিপ্ত হও।" কারণ এখানে বলা হয়েছে, 'বড় বড় লোকেরা পূর্বেই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়, এটা না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে পাপী বানিয়ে দেন।'

وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝

অর্থাৎ এবং আমরা তোমার নিকট এ কিতাব থেকে যা ওহী করেছি তা নিশ্চিত সত্য এবং এর পূর্বেকার কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। (সূরা ফাতির ঃ ৩২)

ইন্নাল্লাহা লাখবীরুম বাসীর সম্পর্কে ইমাম রাজি লিখেছেন, 'আল্লাহ্র এ বক্তব্যের দু'টি দিক আছে।

(১) প্রকৃত সত্য এই যে, এটি সত্য কথা, কারণ এতো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী হয়েছে। আল্লাহ্ খবীর অর্থ তিনি সমস্ত গোপন কথা জানেন, এবং বাসীর অর্থ বাহ্যিক কথাগুলোকেও জানেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র ওহীর মাঝে বাহ্যিক ভাবেও কোন মিথ্যা কথা নেই, গোপন দিক থেকেও কোন মিথ্যা কথা নাই।

(২) এর মাঝে হয়ত মক্কার মুশরিকদের একটি আপত্তিরও জবাব দেয়া হয়েছে যে, এ কিতাব এদেশের কোন বিরাট ব্যক্তির উপর কেন নাযেল হয় নি? বলা হয়েছে যে, তিনি সকলের ভেতরের ও বাইরের খবর জানেন। অতএব, তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে নির্বাচন করেছেন- কারণ তাঁর দৃষ্টিতে আঁ হযরত (সঃ)-ই সবচেয়ে যোগ্যতা রাখতেন।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝

অর্থাৎ এবং আল্লাহ্ যদি নিজ বান্দাদের জন্য রিয্‌ককে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করে দিতেন, তাহলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহ করত, কিন্তু তিনি যা কিছু চান পরিমাণ অনুযায়ী নাযেল করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত পর্যবেক্ষক (সূরা শূরা ঃ ২৮)।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্‌র যেসব কথা বলেছেন, তার মাঝে এ কথাও বলেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "যে কেউ আমার কোন ওলীর (বন্ধুর) অসম্মান করেছে সে এমনই যেমন আমাকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ করেছে। অথচ আমি আমার আওলীয়ায়ে-কেরামের সাহায্যের জন্য খুব দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমার বন্ধুদের পক্ষে এত দ্রুত আমি ক্রুদ্ধ হই যেমন কোন উত্তেজিত বাঘ রাগান্বিত হয় এবং আমি কখনও কোন কাজ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হই না। হ্যাঁ এমন মু'মিনের রূহ্ কবয করতে আমার দ্বিধা হয় যে এখন মরতে চায় না। যদিও আমি তার এরূপ মনোভাবকে পসন্দ করি না। কিন্তু এছাড়া কোন পথ থাকে না। আমার কোন মু'মিন বান্দার উপর আমি অন্য কোন চাপ সৃষ্টি করি না কেবল আমার পক্ষ থেকে যা ফরয করা হয়েছে তা ছাড়া আমার মু'মিন বান্দা বেশি বেশি নফল নামাযের মাধ্যমে আমার নিকটতর হতে থাকে। এমনইভাবে এক সময় আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালবাসতে শুরু করি তখন আমি তার কান, চোখ, জিহ্বা, হাত এবং তার সাহায্যকারী হয়ে যাই।

অতএব সে যখন আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দেই। সে যদি আমার কাছে কোন দোয়া করে আমি তার দোয়া কবুল করি।"

আমার কতক বান্দা আমার ইবাদতের দরজা জানতে চায়। আমি জানি যে, আমি যদি তাকে সেই দরজা বলে দেই, তাহলে সে হোঁচট খাবে এবং সে বিভ্রান্ত হবে।

আমার কতক মু'মিন বান্দা এমনও আছে যে, ধন-দৌলত তাদেরকে সঠিক পথে চালাতে পারে। আমি যদি তাদেরকে দরিদ্র করে দেই তাহলে দারিদ্র তাদেরকে বিপথগামী করে দিবে।

আমার কতক বান্দা আছে যে, দারিদ্রই তাদেরকে সৎপথে চালাতে থাকে। যদি আমি তাদেরকে ধন-দৌলত দান করি তাহলে সে দৌলত তাদেরকে ফেৎনার মধ্যে ফেলে দিবে। আমি আমার বান্দাদের অন্তরের অবস্থাকে জেনে তদুনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আমি নিশ্চয় আলীম ও খবীর।" এ বর্ণনার পরে হযরত আনাস (রাঃ) এ বলে দোয়া করেছেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার মু'মিন বান্দাদের একজন যার জন্য স্বচ্ছলতাই সহনীয়, সুতরাং তুমি আমাকে নিজ রহমতে স্বচ্ছলতাই দিও দারিদ্র দান করিও না।"

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

অর্থাৎ হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতিতে এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সেই অধিক সম্মানিত যে মুত্তাকী, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সর্ববিদিত (সূরা হুজুরাত ঃ ১৪)

আল্লামা রাজি এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন-

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা জানেন, তোমাদের বংশ পরিচয় জানেন, তোমাদের গোপন বিষয়াদিও জানেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নয়। সুতরাং তোমরা তাকওয়াহ্ অবলম্বন কর, তাকওয়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাক যেমন আল্লাহ্ তোমাদেরকে বড় করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে বেশি বড়, বেশি সম্মানিত সে-ই যে বেশি তাকওয়াশীল। যার মাঝে পুণ্যকর্ম বেশি সে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী। তোমাদের চোখের সামনে অযথা বড়াই এবং আমিত্বের চর্চা বেশি হচ্ছে না? তাহলে তোমরা কি এ নেয়ামতের মূল্যায়ন করেছ? কি মূল্যায়ন করেছ? পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধকে দেখে এখন তো অন্য জাতির লোকেরাও ইসলামের এ শিক্ষাকে নিজেদের মাঝে রূপায়ন করছে। ইতোপূর্বে হিন্দু বা এ জাতীয় লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদেরকে নিজেদের ধর্মে শামেল করতে পসন্দ করত না। এ থেকে বিরত থাকত। কিন্তু এখন তারা অন্যদের পরিশুদ্ধি করে শামেল করে নিচ্ছে। যদিও প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব খাঁটী অন্তঃকরণে এখনও হয় না। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করে দেখ। হযরত যায়েদের মত ব্যক্তির বিয়ে কত বড় পরিবারের মেয়ের সাথে দিয়েছিলেন। ইসলাম পবিত্র ঃ ইসলাম জাতীয় ভোদাভেদকে তুলে দিয়েছে, যেমন এ সারা পৃথিবীতে তৌহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে তেমনই সর্বক্ষেত্রে ঐক্যের আত্মা ঢেলে দিয়েছে এবং তাকওয়ার উপর মান নির্ণয়ের মানদন্ড কায়েম করেছে। জাতিভিত্তিক বৈষম্য যা মানবতার তথা সকল মানুষের প্রতি ভালভাসার বিপরীত হতে পারত এবং পরস্পরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষের কারণ হতে পারত সেসব বিষয়কে সরিয়ে দিয়েছে। বিজাতির নিম্ন শ্রেণীর মানুষ যে ইসলাম কবুল করবে তাকে শেখ বলা হবে, সত্যের এ নিদর্শন সত্যের এ নমুনা যা ইসলাম কায়েম করেছিল- তা কেবল তাকওয়াই ছিল।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ আয়াতের তফসীর করে বলেছেন, "সম্মানিত এবং মর্যাদার অধিকারী জাগতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে হতে পারে না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বড় সে যে মুত্তাকী। (আলোচ্য আয়াত)

ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আত্‌ক্বাকুম

অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে সে-ই অধিক সম্মানিত যে মুত্তাকী, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সর্ব বিদিত"। আমরা যে বিভিন্ন গোত্রীয় ভেদাভেদ দেখি এতো কোন মর্যাদার কারণ নয়। আল্লাহ্‌তাআলা কেবল পরিচয়ের জন্য গোত্র বা জাতের ভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন। আজ কাল তো চার পুরুষের পূর্বে কী ছিল তা জানাই যায় না। মুত্তাকীর এটা কাজ নয় যে, সে জাতি বা গোষ্ঠীর পার্থক্য নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে গোত্রীয় বা গোষ্ঠীর পরিচয় কোন সনদ নয় বরং প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার কারণ তাকওয়াহ্।

হযরত (আঃ) আরো বলেছেন,

দীনি (ধর্মীয়) গরীব ভাইদেরকে কখনও তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। ধন, মাল অথবা খানদানী (বংশীয়) বুযুর্গীর ভিত্তিতে অযথা গর্ববোধ করে অন্যদেরকে ছোট ও অগ্রাহ্য কর না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সম্মানের অধিকারী হ'ল, মুত্তাকী। যেমন তিনি বলেছেন **ইন্না আকারামাকুম ইন্দাল্লাহে আতক্বাকুম**।"

আল্লাহ্‌র ফযলে জামাতের বড় অংশ উক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তারপরও মাঝে মাঝে কোন কোন ঘটনা এমন এসে যায় (যা সঠিক নয়)। আমাদের শিক্ষাকে খুব ভাল করে বুঝে নেয়া উচিত। এখনও এমন চিঠিপত্র এসে যায় যার মাঝে উল্লেখ থাকে যে, 'বিয়ের পরে আমাদের দরিদ্রতার প্রতি কটাক্ষ করা হয়। এসব কথা এমন যা বিয়ের পূর্বেই দেখে নেয়া উচিত, বিবেচনা করে নেয়া উচিত। বিয়ের পূর্বে তারা বংশ পরিচয় এবং দরিদ্রতার খবর নেয় নি? বিয়ের পরে এ ধরনের আচরণ খুব অন্যায়। বিয়ের পরে কেন এমন কথা উঠবে? আল্লাহ্‌র ভয় থাকা উচিত। আল্লাহ্ সকলকে তাকওয়ার উপরে দাঁড় করিয়ে দিন।

কুরআন শরীফে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে। যেমন বলা হয়েছে,

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

"এবং যখল দশ মাসের গর্ভবতী উট্‌নীগুলো বেকার পরিত্যক্ত হবে" (সূরা তাকভীর ঃ ৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীর করে লিখেছেন, "কুরআন ও হাদীস উভয় স্থানেই বলা হয়েছে, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্‌র যুগে উট বেকার হয়ে পড়বে। অর্থাৎ এর বদলে অন্য কোন যানবাহন সৃষ্টি হবে। যেমন হাদীসে আছে ঃ উট পরিত্যক্ত হবে, এর উপরে বসে সফর করা হবে না (মুসলিম)। কুরআনে আছে, **ওয়া ইযাল ইশারো উত্তিলাত**, উটনী পরিত্যক্ত হবে। শিয়া সম্প্রদায়ের কিতাবেও এ হাদীস আছে। কিন্তু আজ কেউ কি এ নিদর্শনের প্রতি নজর দিয়েছে? খুব শীঘ্রই এ ভবিষ্যদ্বাণীর এক চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা হবে স্বয়ং মক্কা ও মদীনার মাঝ খানে। যখন সেখানে উটের দীর্ঘ সারির স্থানে রেলগাড়ী দেখা যাবে। তেরশ' বছরের যানবাহনের জগতে বিরাট বিপ্লব সাধিত হবে। তখন সেসব যাত্রী ও মুসাফিরদের সামনে উপরোক্ত আয়াতও হাদীস **ওয়া ইযাল ইশারো উত্তিলাত** এবং **ওয়ালা ইউতরাকান্নাল কোলাসো ফালা ইউস্‌য়া আলায়হা** পড়ে শোনানো হবে তখন তো তারা মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, এটি আজকের যুগের জন্য একটি নিদর্শন ছিল। একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী ছিল এবং আজ পূর্ণতা লাভ করেছে।"

আলোচ্য হাদীস এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য পেশ করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "আমিই সেই ব্যক্তি যার যুগে এদেশে রেলগাড়ী চালু হয়েছে, উট বেকার হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে মক্কা মদীনার পথে রেলগাড়ী চলবে এবং সেখানে উট পরিত্যক্ত হবে। তেরশ' বছর ধরে মক্কা ও মদীনার মাঝে উটের পিঠে বসে বরকতময় সফর করা হোত। এবার মুসলিম শরীফের এ হাদীস সত্যে পরিণত হবে- **লা ইউতরাকান্নাল কোলাসো ফালা ইউস্‌আ আলায়হা** অর্থঃ উটনীদের অবশ্যই পরিত্যাগ করা হবে, এর উপর বসে আর কেউ সফর করবে না। মসীহ্ (আঃ)-এর যুগে এ নিদর্শন প্রকাশ পাবে।

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

তারপর কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঃ

"এবং কিতাব প্রকাশ করা হবে" (সূরা তাকভীর ঃ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে (বর্তমান যুগ) শেষ যুগ সম্পর্কে আরো ভবিষ্যদ্বাণী আছে। যেমন **ওয়া ইযাস্‌সুহুফুহাষ নাফয়ে নুশিরাত** শেষ যুগে বহু সংখ্যক বই-পুস্তক প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ ইতোপূর্বে কখনও এত সংখ্যক বই ছাপা ও প্রকাশ হয় নি। এখানে ওসব যন্ত্রপাতির প্রতি ইঙ্গিত যদ্বারা আজকাল বই-পুস্তক ছাপানো হয়। তারপর রেল গাড়ীর মাধ্যমে হাজার হাজার দূর-দূরান্তে তা পাঠানো হয়।"

অতীতকালে গাছের ছাল, চামড়া ইত্যাদির ওপর লেখা হোত। আঁ হযরত (সঃ)-এর যুগেও এমনও ছিল। ৭৭০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম চীন দেশে ছাপার যন্ত্রে ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। ছাপার ও প্রেসের মুদ্রণের জগতে উন্নতি হতে থাকল। আজ তো অনেক কিছু হয়েছে। কম্পিউটার ব্যবহার করে মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ হচ্ছে। আজকাল ই-মেইল ইত্যাদিও চলছে। এসব কিছু আলোচ্য কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

অর্থাৎ এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর, গাধা যেন তোমরা আরোহণ করতে পার, এবং শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণরূপে (ব্যবহার করতে পার) এবং তিনি আরো এমন অনেক কিছু সৃষ্টি করবেন তোমরা (এখন) জান না (সূরা নাহল ঃ ৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্তুর সৃষ্টির কথা বলার পরে এ অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, এমন আরো যানবাহন সৃষ্টি করবেন- সে সম্বন্ধে এখন তোমরা কোন জ্ঞান রাখ না।

আজকের যুগে আবিষ্কৃত নতুন নতুন যান-বাহন সম্পর্কে এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের যান-বাহন, বিভিন্ন প্রকারের জ্বালানী বা ইন্ধন দ্বারা সেগুলো চলে, সৌর শক্তি দ্বারা পরিচালিত বাহনও আছে।

উন্নত জাতিসমূহের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ۝
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ۝

অনুবাদ ঃ তুমি কি দেখ নি তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের সাথে কী ব্যবহার করেছিলেন? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন নি? এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন,

যারা [তাদের মৃত দেহগুলোকে ভক্ষণ করছিল] কঙ্কর ধরনের শক্ত পাথরের উপর আঘাত করে করে।

অতপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত খড়কুটা সদৃশ করে দিলেন (সূরা ফীল)

এ আয়াতসমূহের তফসীরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)বলেছেন ঃ

"বড় বড় উন্নত জাতিসমূহের উন্নতির শেষ সীমা এখানে গিয়ে শেষ হবে যে, সমস্ত বড় বড় মহাশক্তি ইসলামকে ধ্বংস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও স্বচেষ্ট হবে। কুরআন শরীফ অতীতের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বলেছে, "ইতোপূর্বে বড় বড় জাতির লোকেরা মক্কা শরীফ কা'বা শরীফকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল। তারা ছিল আসহাবুল ফীল বা হাতীওয়ালা। কিন্তু তারা বড় বড় হাতীতে বসে মক্কা শহরের উপর আক্রমণের পূর্বেই তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে (আবাবিল) পাখীরা যারা সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের গর্তে বসবাস করে, এমন কংকর (পাথরের নুড়ি) বর্ষণ করেছিল যাতে বসন্ত রোগের জীবাণু ছিল। ফলে তাদের সেনাবাহিনীর সকলে ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ল এবং তারা মৃত দেহের ঢেরে পরিণত হয়ে গেল যেমন খেয়ে ফেলা ভুঁসির টাল, খড় কুটার ঢের, মৃতদেহ্ যারা খায় এমন পাখীরা এসে এদের লাশ খাচ্ছিল, খাওয়ার সময় তারা সেই মৃতদেহের মাংসকে জোরে জোরে পাথরের উপর আঘাত করছিল।

সুতরাং আগামীতে কোন জাতি যদি শক্তির বলে উম্মত্ত হয়ে ইসলাম বা মক্কার উপর আক্রমণের উদ্যোগ নেয় তবে তাদেরকেও এভাবেই ধ্বংস করে দেয়া হবে।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝

নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হোল এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হোল (সূরা কমর ঃ ২)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ

আঁ হযরত (সঃ) মক্কায় ছিলেন তখনও, তিনি ওহী পেলেন, উপরোক্ত আয়াত তাঁর প্রতি নাযেল হোল, ইসলামের উন্নতির দিন নিকটে এসে গেছে। আরবের শাসন-ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। চাঁদ আরবের জন্য একটি নিদর্শন ছিল। কেউ যদি স্বপ্নে চাঁদ দেখতো তার অর্থ এই হোত যে, তাকে আরবের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। অতএব চাঁদ বিদীর্ণ বা খন্ডিত হওয়ার অর্থ এই যে, আরবের শাসন-ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা যুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে অন্যদেশে গিয়ে আশ্রয় খুঁজছিলেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর গলা চিপে ধরা হোত, কা'বা প্রাঙ্গণে হুযূর (সঃ)-এর গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করা হোত। কা'বা গৃহ প্রাঙ্গণে নামায পড়ার অনুমতি ছিল না। সমস্ত মক্কায় আঁ হযরত (সঃ)-এর শত্রুতার চরম অবস্থা বিরাজ করছিল তখন আঁ হযরত (সঃ) মক্কাবাসীকে জানালেন, আরবের শাসন-ক্ষমতা ধ্বংসের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ করে দিয়েছিলেন। ইসলামের বিজয়ের সময় এসে গেছে। তারপর দেখ মাত্র কয়েক বছর পরে কি এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করল। কিদরের সমস্ত শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়া হোল, ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা হোল। চাঁদ ফেটে গেল। কিয়ামত হয়ে গেল এবং এক (নব যুগের সূচনা) নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করা হোল।

আঁ হযরত (সঃ) অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যা যথাসময়ে পূর্ণ হয়েছে, হাদীসে এমন অনেক রেওয়ায়াতের উল্লেখ আছে। যেমন ঃ হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্তাআলার থেকে খবর পেয়ে হযরত জাফর ও হযরত যায়েদের মৃত্যুর খবর এভাবে দিয়েছিলেন যে, তাঁর (সঃ) চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। যেদিন হুযূর (সঃ) এ দু'জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিলেন ঠিক সে দিনই তারা উভয়ে মূতা যুদ্ধের ময়দানে ইনতিকাল করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন যুদ্ধময়দান থেকে যথারীতি রিপোর্ট আসল তখন দেখা গেল যে, আঁ হযরত (সঃ) যা করেছিলেন তা-ই হয়েছিল।

আঁ হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কেরামের আর্থিক উন্নতির খবরও দিয়েছিলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন আঁ হযরত (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে গালিচা আছে (কার্পেট)? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! কার্পেট কোথা থেকে আসবে? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, শীঘ্রই কার্পেট তোমাদের কাছে আসবে। হযরত জাবের বর্ণনা করেছেন, কিছুকাল পর আমাদের গৃহে কার্পেট আসল। কোন কোন সময় আমি স্ত্রীকে বলতাম, আমার রাস্তা থেকে কার্পেট সরাও। স্ত্রী উত্তর দিতেন, কেন আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন যে, তোমাদের ঘরে কার্পেট থাকবে। তখন আমি আর কার্পেট সরাতে বলতাম না।"

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি মেয়লা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'আমি দেখেছি যে, কাল বর্ণের বকরীর পাল আমার আনুগত্য করছে এবং তার পেছনে মাটির রং এর বকরীর পাল। একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আরব আপনার অনুসরণ করবে তার পেছনে অ-আরব তাদের অনুসরণ করবে? আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, ফিরিশ্তারা এরূপ তা'বীর (স্বপ্নের অর্থ) করেছেন।"

মুসলমানদের উপর অন্য জাতির আক্রমণের খবরও আঁ হযরত (সঃ) দিয়েছিলেন। আব্দুর রহমান, বাশার ইবনে জাবের, আব্দুস সালাম, ছোবান থেকে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, নিশ্চয় অপরাপর জাতির লোকেরা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে যেমন খাবার জন্য যারা আসে তারা খাদ্যের বাসনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্ রসূল! আমাদের স্বল্প সংখ্যার কারণে এমন হবে? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, না, সেদিন তোমাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা এমন হবে যেমন নদীর পানির উপর ময়লা আবর্জনার ফেনা হয়। শত্রুদের অন্তর থেকে আল্লাহ্ তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন। এবং তোমাদের অন্তরে, দুর্বলতা সৃষ্টি করবেন। একজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! সেই দুর্বলতা কেমন দুর্বলতা হবে? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, পার্থিব জীবনের ভালবাসা ও মৃত্যুর ভয়।"

আজকাল আমরা যা দেখছি।

শেষ যুগে বাণিজ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নিকটে হবে, যখন বিশেষ বিশেষ লোকদেরকে সালাম

করা হবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য এতটা উন্নত করবে যে, স্ত্রী স্বামীর ব্যবসায়িক কাজে সাহায্য করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সাঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! জান্নাত যদি আকাশ ও পাতাল সমান ব্যাপক হয় তাহলে জাহান্নাম কোথায় হবে? আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, দেখ নি যখন রাত আসে তখন দিন কোথায় চলে যায়? সে বলল, আল্লাহ্তাআলা ভাল জানেন। আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, এমনই আল্লাহ্ যা করতে চান তা-ই করেন।"

সে যুগে হয়ত এসব কথা বুঝতে পারে নি মানুষ। কিন্তু আজকাল বিভিন্ন দিক বা Dimentions এর সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়েছে, আজ মানুষ বুঝতে পারে এসব বিষয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কেও আল্লাহ্তাআলা অনেক ভবিষ্যতের খবর দিয়েছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ সেগুলো বলেছেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আমার আন্তরিক বন্ধু মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের এক পুত্র সন্তান মারা গেল। সেই পুত্র সন্তানের মৃত্যুতে কোন কোন নির্বোধ খুব আনন্দ প্রকাশ করল। আমার মনে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব সম্পর্কে খেয়াল হোল যে, তিনি নিঃসন্তান থাকবেন? আমি তার জন্য খুব দোয়া করলাম। দোয়ার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে খবর পেলাম যে, দোয়ার ফলে একটি পুত্র সন্তান মৌলভী সাহেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করবে। আমার দোয়ার ফলে সেই পুত্র সন্তান তার ঘরে জন্মগ্রহণ করবে। এর চিহ্নস্বরূপ বলা হোল যে, সন্তানের শরীরে অনেক ফোড়া উঠবে। সেই ছেলের জন্ম হোল যার নাম আব্দুল হাই রাখা হোল। তার শরীরে অসাধারণভাবে অনেক ফোড়া উঠল। যেগুলোর দাগ তার শরীরে এখনও রয়েছে। সেই ছেলের শরীরে ফোড়া হবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছিল।

সা'দুল্লাহ্ লুধিয়ানভীর মৃত্যুর খবর সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"অন্যান্য নিদর্শনাবলীর মাঝে সা'দুল্লাহ্ লুধিয়ানভীর মৃত্যুও একটি নিদর্শন যা ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হয়েছে। এর বিবরণ এই যে, যখন সা'দুল্লাহ্ লুধিয়ানভী গালি-গালাজ করতে করতে সীমালঙ্ঘন করে চল্লো। সে গদ্য ও পদ্য আকারে এত বেশি গালি-গালাজ করে ফেলল যে, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন নবীকে এত বেশি গালি কেউ দিয়েছে কিনা যেমন সে আমাকে দিয়েছে। কেউ যদি তার গালি গালাজ ভরা কাগজ পড়েছে সে জানে যে, সে আমার ব্যর্থতা দেখার জন্য কতটা উদগ্রীব ছিল। আমার বিরোধিতায় কতটা তার অন্তর নাপাক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় সমানে রেখে আমি তার বিরুদ্ধে দোয়া করেছিলাম যে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় ব্যর্থ হয়ে ও অপমানিত হয়ে মারা যায়।

আল্লাহ্তাআলা এমনই করেছেন, জানুয়ারী ১৯০৭ইং এর প্রথম সপ্তাহে নিওমোনিয়া ও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক ঘন্টার মাঝে এ জগৎ ত্যাগ করে যায়। আমার এ ভবিষ্যদ্বাণী যার মাঝে লিখেছিলাম, আমার জীবদ্দশায় আমার চোখের সামনে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়ে মারা যাবে। আমার বই আঞ্জামে আথম-এ আরবী নযম আকারে ছাপানো আছে। সেখানে আরবী নযম এ লিখেছিলাম, "তুই তোর অপবিত্রতার কারণে আমাকে বহু কষ্ট দিয়েছিস। আমি সত্য হব না যদি তুই অপমানিত হয়ে মরে না যাস। তুই কেবল একা অপমানিত হবি না। আল্লাহ্ তোর অনুগতদেরও অপমান করবেন এবং আমাকে সম্মান দিবেন এবং মানুষেরা আমার পতাকাতলে এসে যাবে। হে আমার খোদা! আমার ও সা'দুল্লাহ্র মাঝে তোমার সিদ্ধান্ত প্রকাশ কর" অর্থাৎ যে মিথ্যাবাদী তাকে সত্যবাদীর চোখের সামনে মৃত্যু দাও। হে আলীম (মহাজ্ঞানী) ও খবীর খোদা! তুমি আমার হৃদয়ের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত আছ। আমার ভেতরের লুক্কায়িত বিষয়গুলোকেও দেখছ? হে আমার খোদা আমি তোমার রহমতের দুয়ার দোয়া প্রার্থনাকারীদের জন্য উন্মুক্ত দেখছি। অতএব, হে খোদা! আমি সা'দুল্লাহ্র জন্য দোয়া করেছি তুমি আমার এ দোয়া কবুল কর এবং প্রত্যাখ্যান করো না।

অর্থাৎ আমার জীবদ্দশায় তাকে অপমান কর মৃত্যু দাও।"

কাংড়ার ভূমিকম্পের খবর

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আমি ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যা আল্ হাকাম ও আল্ বদরে ছেপে ছিল সে সময় যে, একটি বড় ভূমিকম্প আসবে। পাঞ্জাবে কোন কোন অংশে বড় ধ্বংস নেমে আসবে। ভবিষ্যদ্বাণীর আসল (ঐশী বাণী) বাক্য এ "ভূমিকম্পের ধাক্কা, আফাতিদ্ দিয়ারো মাহিল্লোহা ওয়া মকামোহা" এ ভবিষ্যদ্বাণী ৪ এপ্রিল, ১৯০৫ইং তারিখে পূর্ণ হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কাংড়ায় ভায়াবহ ভূমিকম্প এসেছিল। হিন্দুদের বিখ্যাত মন্দির মাটির নীচে বসে গেছে। বহু ঘর-বাড়ী, বিল্ডিং, ইংরেজ সেনাবাহিনীর সেনানিবাস ধ্বংস হয়েছে।" বলা হয়েছে প্রায় কুড়ি হাজার লোক মারা গেছে।" আল্লাহ্র বড় রহমত যে, কোন আহমদী মারা যায় নি। কাংড়ার এ ভূমিকম্প সম্পর্কে হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) নিজ কিতাব যিকরে হাবীবে বলেছেন, "৪ এপ্রিল, ১৯০৫ তারিখে পাঞ্জাবে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়ে গেল, কাংড়ার পাহাড়ে বেশ কিছু সংখ্যক জনবসতিপূর্ণ গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। হিন্দুদের দেবী জোয়ালামুখির লাট নিভে গেছে, বিল্ডিং ধ্বংস হয়ে গেছে। সে দিন সকাল ৬.০০ মিঃ বাজে কাদিয়ানে জোরালো ভূমিকম্প হয়েছে। আল্লাহ্র ফযল ছিল, লাহোর, অমৃতসরে যেমন অনেক বাড়ী ভেঙ্গে পড়েছে, বিভিন্ন স্থানে অনেকে মারা গেছে, অনেক মানুষ আহত হয়েছে। কিন্তু কাদিয়ানে এমন কোন ক্ষতি হয় নি। আমি সে সময় অসুস্থ ছিলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমার চিকিৎসা করছিলেন। প্রতিদিন হযরত সাহেব আমার জন্য ঔষধ আনাতেন, নিজ হাতে একটি বড়ি বানিয়ে পাঠাতেন। আমি তখনও হযরত সাহেবের বাড়ীর অংশ গোল কামরায় অবস্থান করছিলাম। ১৮৯১ইং সনে প্রথমবার যখন কাদিয়ান এসেছিলাম তখনও সেই কামরায় অবস্থান করেছিলাম।

ভূমিকম্পের বড় ধাক্কার পরও কয়েক ঘন্টা পর পর ছোট ছোট ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছিল-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন, বাসাবাড়ী ছেড়ে দিয়ে বাইরে বাগানে গিয়ে তাঁবু করে সেখানে অবস্থান নেয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ লোকেরা বাগানে ছোট ছোট কুটির বা তাঁবু বানালেন ও লাগালেন। কয়েক মাস সে বাগানে অবস্থান করেছিলেন সবাই।

সে দিনগুলোতে একজন জাপানী প্রফেসর উমুরী যিনি ভূমিকম্প বিষয়ক পন্ডিত ও

গবেষক ছিলেন, হিন্দুস্থানে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলেন। তিনি গবেষণা করে বলেছিলেন যে, আগামী অনেক বছর পর্যন্ত ভূমিকম্প আসবে না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বসন্তকালে আবার ভূমিকম্প আসবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পরের বছর বসন্তকালে আবারও ভূমিকম্প হয়েছিল"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর ইলহাম হয়েছিল, "ভুঁচাল আয়া আওর শিদ্দত সে আয়া " যমীন ত্যাহ্ ও বালা কারদি গেয়ী" ভূমিকম্প এসেছিল এবং বড় প্রচন্ড ভূমিকম্প এসেছিল, ভূপৃষ্ঠকে উলট্-পালট করে দেয়া হয়েছিল।"

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"সেদিন আকাশ থেকে প্রকাশ্য সুস্পষ্ট ধূঁয়া উঠতে দেখা যাবে। সেদিন ভূপৃষ্ঠ হলদে রং এর হয়ে যাবে তথা বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। এরপরের ইলহাম ঃ "তোমার বিরোধীরা তোমার বিরুদ্ধে অবমাননা করবে এবং আমি তোমাকে ইয্যত সম্মান দান করব। এবং তোমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করব। তারা দৃঢ় ইচ্ছা করবে যে, তোমার কাজ অসফল থেকে যাক। কিন্তু আল্লাহ্ চান না যে, তোমাকে পরিত্যাগ করুন যতক্ষণ তোমার কাজ সম্পাদিত না হয়। আমি রহমান, সকল কাজে তোমার সহযোগিতা করব। এবং প্রত্যেক বিষয়ে তোমাকে বরকত দেব।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"স্মরণ থাকে যে, উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে এ আযাবকে আল্লাহ্ বারবার (যালযালা) ভূমিকম্প বলে উল্লেখ করেছেন। সে আযাব (যালযালা) ভূমিকম্পই বলে কথিত হলেও বাহ্যিক শব্দও ভূমিকম্পই উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র সুন্নতের মাঝে রূপক শব্দের ব্যবহারও হয়ে থাকে। অতএব, একথাও বলা যায় যে, সে আযাব ভূমিকম্পই হবে, অথবা বড় যুদ্ধ বা এমন কোন অস্বাভাবিক আযাবও হতে পারে যা ভূমিকম্পেরই মত হবে।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

স্মরণ রাখ, আল্লাহ্তাআলা সাধারণভাবে আমাকে ভূমিকম্পের খবর দিয়েছেন। নিশ্চয় জানবে, আল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমেরিকায় ভূমিকম্প এসেছে, ইউরোপেও এসেছে, এমনই এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও আসবে। কোন কোন ভূমিকম্প কিয়ামত সদৃশ হবে। এত বেশি মৃত্যু ঘটবে যেমন রক্তের নদী বয়ে যাবে। সে মৃত্যু এমন হবে যে, পশু-পাখীও তা থেকে রেহাই পাবে না। ভূপৃষ্ঠে এত ভয়াবহ ধ্বংস নেমে আসবে। পৃথিবীতে যেদিন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আজ পর্যন্ত এমন ধ্বংস কখনও আসে নি। অধিকাংশ স্থান উলট-পালট হয়ে যাবে এমন মনে হবে যে, এখানে কখনও জনবসতি ছিল না।

এছাড়াও আরো বহু প্রকার মহাবিপদ আকাশে ও পৃথিবীতে ভয়ংকর আকারে দেখা দিবে। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি বুঝবে যে, এ কোন সাধারণ ঘটনা নয়- কোন দর্শনশাস্ত্রের কিতাবে এর উল্লেখ থাকবে না। তখন মানুষের মাঝে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হবে। অনেকে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং অনেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন দিন নিকটে, বরং আমি তো দেখছি সে তো আমাদের দ্বার প্রান্তে। পৃথিবী একটি কিয়ামতের দৃশ্য দেখবে। কেবল ভূমিকম্পের আকারে নয় বরং আরো ভয়ংকর বিপদাবলী প্রকাশ পাবে, কিছু আকাশ থেকে কিছু ভূপৃষ্ঠ থেকে।

এমন অবস্থা এজন্য হবে যে, মানব জাতি নিজ প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দিয়ে সমস্ত শক্তি ও প্রচেষ্টা দিয়ে ইহজীবনের প্রতি মনোনিবেশ করেছে।

আমি চেষ্টা করেছি যেন আল্লাহ্তাআলার নিরাপদ আশ্রয়ের মাঝে সবাইকে একত্র করি। কিন্তু ঐশী ভবিতব্য পূর্ণ হবারই কথা ছিল। আমি সত্য সত্যই বলছি, এ দেশের সময়ও ঘনিয়ে আসছে। নূহ-এর যুগের দৃশ্য তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে, লূত -এর দেশের ঘটনা তোমরা নিজ চোখে ঘটতে দেখবে। কিন্তু আল্লাহ্র, গযব খুব ধীর গতিতে আসে। তওবা কর যেন তোমাদের উপর করুণা বর্ষন হয়। আল্লাহ্কে যে পরিত্যাগ করে সে তো কীট-পতঙ্গ, মানুষ নয়। যে তাঁকে ভয় করে না সে তো মৃত, জীবিত নয়" (হাকীকাতুল ওহী)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"হে শ্রোতাবৃন্দ! তোমরা স্মরণ রাখ, এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী কেবল যদি সাধারণ আকারে প্রকাশ পায় তবে ধরে নিবে যে, আমি আল্লাহ্র তরফ থেকে নই। কিন্তু যদি দেখ যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে পূর্ণতা লাভ করে যে, পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। এবং এর ভয়াবহতা প্রচন্ডতা মানুষকে পাগল-প্রায় বানিয়ে দেয়। অধিকাংশ স্থানে দালান-সমূহ ও অনেক মানুষের প্রাণ নাশ হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্কে ভয় কর যিনি আমার জন্য এসব করে দেখিয়েছেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইলহাম "আমাকে আল্লাহ্ জাল্লা শানু'হু এ সুসংবাদও দিয়েছেন, তিনি কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি, রাজা, বাদশাহ্কেও আমার জামাতে শামিল করবেন। যেমন তিনি বলেছেন, "আমি তোমাকে বরকতের উপর বরকত দিব, এমন কি বাদশাহ্রাও তোমার পোশাক থেকে বরকত খুঁজবে।"

আমরা এমন দৃশ্য কিছুটা দেখেছি, আগামীতেও দেখব, ইনশাআল্লাহ্। ১৮৮৩ইং সনের একটি ইলহাম ঃ "তারপর বলেছেন, "ইন্না আনযালনাহু কারিবাম মিনাল কাদিয়ানে, ওয়া বিল হাক্কে আনযালনাহু ওয়াবিল হাক্কে নাযালা। সাদাকাল্লাহো ওয়া রসূলাহু ওয়া কানা আমরুল্লাহে মাফ্উলা।"

অর্থ ঃ আমরা এসব আশ্চর্য্য নিদর্শনাবলীকে এবং এ ইলহাম, মা'রেফত ও সত্যকে কাদিয়ানের নিকটে নাযেল করেছি এবং একান্ত প্রয়োজন মত নাযেল করেছি এবং সে প্রয়োজন মতই অবতীর্ণ হয়েছে। খোদাও তাঁর রসূল যে খবর দিয়েছিলেন তা সময়মত পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ যা কিছু চেয়েছিলেন তা অবশ্যই হবার ছিল।"

আর একটি ইলহাম ঃ "আল্লাহ্জাল্লা শানুহু আমাকে খবর দিয়েছেন, (আরবী থেকে অনুবাদ) "তোমার প্রতি আরবের সালেহ্ (পুণ্যবান) ব্যক্তিরা এবং সিরিয়ার আবদাল (আধ্যাত্মিক মর্যাদাবান ব্যক্তিরা) বা দুরূদ প্রেরণ করবে। যমীন ও আসমান তোমার উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করে। আল্লাহ্ নিজ আরশ থেকে তোমার প্রশংসা করেন" (ধারণকৃত ক্যাসেট থেকে অনুবাদ)

অনুবাদ - মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(৪র্থ কিস্তি)

এ অন্ধকার যুগের 'আলো' আমি-ই। যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ ও অনুবর্তিতা করে, তাকে সে সব গর্ত ও গিরি-গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হবে যা অন্ধকারে বিচরণকারীদের জন্য শয়তান তৈরী করেছে। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি শান্তি, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পৃথিবী জুড়ে মানুষকে সত্য ও প্রকৃত খোদার দিকে পথপ্রদর্শন করি এবং তাদের মাঝে ইসলামের নৈতিক অবস্থাবলীর পুনর্বাসন করি। তিনি আমাকে সত্যান্বেষীদের স্বস্তি লাভের জন্যে স্বর্গীয় নিদর্শনাবলীও দান করেছেন ও আমার সমর্থনে তাঁর বিস্ময়কর কর্মকান্ড দেখিয়েছেন এবং অদৃশ্যের বার্তা ও ভবিষ্যতকালের রহস্যাবলী আমার নিকট উন্মোচিত করেছেন। খোদাতাআলার পবিত্র গ্রন্থাবলী অনুযায়ী (আল্লাহ্-প্রেরিত) সত্যবাদীকে সনাক্ত (নির্ণয়) করার প্রকৃত মানদন্ড এটাই। আর তিনি আমাকে পবিত্র সূক্ষ্ম-তত্ত্ব ও জ্ঞান দান করেছেন। এ কারণে সেই সকল মানবাত্মা আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে যারা সত্যকে চায় না এবং যারা অন্ধকারকে পসন্দ করে। কিন্তু আমি চাই যেন যথাসাধ্য মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করি। অতএব এ যুগে খ্রীষ্টানদের প্রতি সবচেয়ে বড় সহানুভূতি হচ্ছে সেই সত্য খোদার দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যিনি জন্ম, মৃত্যু ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি সকল প্রকার ত্রুটির উর্ধ্বে এবং সর্বময় পবিত্র সেই খোদা যিনি সূচনা - কালীন পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল বস্তু ও সত্তাকে গোলকাকারে সৃষ্টি করে তাঁর প্রাকৃতিক - বিধানে এ নির্দেশনা এঁকে দিয়েছেন যে, গোলাকাকারের ন্যায় তাঁর সত্তায় একত্ব ও দিক্‌বিহীন সমাকৃতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই একক বস্তুগুলোর কোন একটিকেও ত্রিভুজ বা ত্রিকোণ বিশিষ্টরূপে সৃষ্টি করা হয় নি। সেজন্যই প্রারম্ভিকভাবে খোদাতাআলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যেমন- পৃথিবী, নভমন্ডল, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি ও মৌলিক পদার্থ সবই গোলাকার। তাদের গোলকাকার -বিশিষ্ট প্রকৃতি তৌহীদের দিকেই নির্দেশ দিচ্ছে। অতএব খ্রীষ্টানদের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি ও প্রকৃত ভালবাসা তাদেরকে সেই খোদাতাআলার দিকে পথ-প্রদর্শন করার চেয়ে বেশি আর কিছু হতে পারে না- যাঁর হাতে সৃষ্ট সকল বস্তু তাঁকে ত্রিত্ববাদ মুক্ত ও এর উর্ধ্বে সাব্যস্ত করছে।

আর মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে বড় সহানুভূতি হচ্ছে, তাদের নৈতিক অবস্থার সংশোধন ও পূনর্বাসন করা এবং একজন রক্তপাতকারী মসীহ্ ও মাহ্দী সম্পর্কে তাদের অন্তরে জমানো অলীক আশাকে নির্মূল করা। কেননা তা ইসলামী শিক্ষামালার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি এই মাত্র লিখে এসেছি, রক্তপাতকারী মাহ্দী এসে তলোয়ারের জোরে ইসলামকে বিস্তার দেবেন- বর্তমানকালের এক শ্রেণীর উলামার এসব আকীদা বিশ্বাস কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী। এগুলো কেবল প্রবৃত্তিমূলক কামনা -বাসনা মাত্র। একজন সদ্‌চেতা ও সত্য-পরায়ণ মুসলমানের পক্ষে এ সকল ধ্যান-ধারণা থেকে বিরত হওয়ার জন্য কেবল এটুকুই যথেষ্ট, সে যেন কুরআনের হেদায়াত ও নির্দেশাবলীকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এবং একটু স্থির বুদ্ধি খাটিয়ে ভেবে দেখে। কোনো ব্যক্তিকে ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য হত্যার হুমকি দেয়া খোদাতাআলার পবিত্র কালামের কত বিরোধী। মোটকথা, কেবল এ একটি যুক্তি-প্রমাণই ওরূপ আকীদা-বিশ্বাসকে খন্ডন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার (গভীর) সহানুভূতির তাড়নায় মনস্থ করেছি, উল্লেখিত আকীদা-বিশ্বাসের খন্ডনে ঐতিহাসিক ঘটনা, তত্ত্ব-তথ্য ইত্যাদি থেকেও সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করবো। সুতরাং আমি এ পুস্তকে প্রমাণ করবো, হযরত মসীহ্ (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যান নি ও আকাশেও যান নি, আর কখনও এ আশাও করা উচিত নয় যে, তিনি আবার পৃথিবীতে আকাশ থেকে নেমে আসবেন। বরং তিনি একশ' বিশ বছর বয়সে শ্রীনগর কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন। শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর রয়েছে।

সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে গবেষণার এ বিষয়টিকে আমি দশটি অধ্যায় ও একটি উপসংহারে বিভক্ত করেছি ঃ (১) এ বিষয়ে ইঞ্জিলের সাক্ষ্য-প্রমাণ, (২) কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীসের সাক্ষ্য প্রমাণ, (৩) চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থাদির সাক্ষ্য - প্রমাণ, (৪) ইতিহাসের প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সাক্ষ্য-প্রমাণ, (৫) বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিতসূচক সাক্ষ্য-প্রমাণ, (৬) যুক্তিগত সাক্ষ্য-প্রমাণ, (৭) আমার প্রতি সদ্য অবতীর্ণ ঐশীবাণী (ওহী-ইলহাম) লব্ধ সাক্ষ্য-প্রমাণ - এ হলো আটটি অধ্যায়। (৮) নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে খ্রীষ্টধর্মের সাথে ইসলামের শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনা ও ইসলাম ধর্মের সত্যতার যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরা হবে। (৯) দশম অধ্যায়ে সেই সকল বিষয়ের কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হবে যেজন্য আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে আদিষ্ট করেছেন এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আমার প্রেরিত ও মসীহ্ মাওউদ হবার কী প্রমাণ তা বর্ণনা করা হবে। সবশেষে এ পুস্তকের উপসংহার থাকবে, যাতে কিছু জরুরী হেদায়াত ও নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা হবে।

পাঠক সমীপে প্রত্যাশা, তাঁরা যেন এ পুস্তক-খানা গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। অহেতুক কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিবেশিত এ সকল সত্যকে অবজ্ঞা ভরে দূরে ঠেলে না দেন। স্মরণ রাখবেন, এ কোন ভাসা-ভাসা গবেষণা নয়, বরং এ পুস্তকে উপস্থাপিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ অত্যন্ত গভীর তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ। আমি দোয়া করি, যেন আল্লাহ্‌তাআলা এ কাজে আমাদের সহায়ক হন এবং তাঁর বিশেষ 'ইলহাম' ও 'ইল্‌কা দ্বারা সত্যের পরিপূর্ণ জ্যোতিঃ আমাদেরকে দান করেন। কেননা সঠিক জ্ঞান ও সুস্পষ্ট মা'রেফত (ঐশী সূক্ষ্মতত্ত্ব) ও কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তাঁর দেয়া সুযোগ ও সামর্থ্যের মাধ্যমেই মানবহৃদয়ের পথ-প্রদর্শন করা হয়। আমীন, সুম্মা আমীন।

বিনীত - **মির্যা গোলাম আহমদ**
কাদিয়ান, ২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৯ইং

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ২ ঃ অধ্যায় ঃ ৫

যরথুস্ত্রীয় মতবাদ

পারস্য জাতরি ইতিহাসে ধর্মীয় দর্শনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত রচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তার মাঝে যরথুস্ত্রীয় মতবাদ (Zoroastrianism) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ মতবাদ অনুযায়ী সত্য এবং ন্যায় যেরূপ শাশ্বত, তেমনি মিথ্যা এবং অন্যায়ও চিরন্তন। উভয়ের জন্য রয়েছে আলাদা ঈশ্বর (Separate gods), এবং উভয়ের আলাদা ব্যবস্থাপনাও রয়েছে। ভাল বা আলোর ঈশ্বর যিনি, তার নাম 'আহুরা মায্দা, আর অন্ধকারের ঈশ্বরের নাম হলো 'আহরামান' (Ahraman), আর স্বাধীনভাবে উভয়ে তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ দুই ঈশ্বরের দ্বন্দ্ব অবিরাম এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এ বিশ্ব জগতের যাবতীয় কর্মকান্ড এগিয়ে চলেছে। গাছ-কাটার করাতের (See-saw) মত এ চলমান অবস্থা সতত দিক পরিবর্তন করছে, কেননা, কখনো আলোর ঈশ্বর বিজয়ী হচ্ছে, কখনো বা বিজিত। আর পৃথিবীতে যত ধরনের অকল্যাণ যেমন, দুঃখ, বেদনা, হাহাকার, অজ্ঞতা এবং যন্ত্রণা ভোগ তখনই নেমে আসে, যখন অন্ধকারের দেবতা 'আহরামান' বিজয়ী হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়।

এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে যরুয়েষ্টার বা যরথুস্ত্র (Zoroaster) ছিলেন পারস্যের একজন মহান নবী, যার কার্যকাল ছিল আনুমানিক ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্ব শতকে। তার নামের বানান এবং উচ্চারণে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, যেমনি তার শিক্ষা নিয়েও রয়েছে যথেষ্ট মতভেদ। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন দ্বিত্ববাদী (Dualist), আবার কেউ কেউ তাকে দৃঢ়ভাবে একত্ববাদী (Monotheist) হিসাবেও উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে যরথুস্ত্র যে শিক্ষা প্রচার করে ছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই যে মানুষ তার ভাল-মন্দ চিন্তা করা, বা এর প্রয়োগের ব্যাপারে স্বাধীন, আর ভাল-মন্দ দুটো শক্তিই এক সাথে তার মাঝে বিরাজমান (Force of good and evil coexist)। ভাল মন্দ বা সত্য অসত্যের চিন্তা ও কাজ (Good or

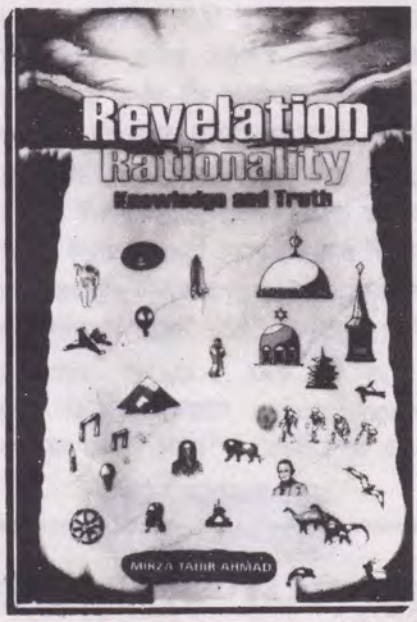

bad intentions and deeds) এ ভিত্তিতেই মানুষকে বিচার করা হবে (Man would ultimately be judged)। মহান যরথুস্ত্র (আঃ) এ শিক্ষা ও দিয়েছিলেন যে, আলোর ঈশ্বর কর্তৃকই এ বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করা হয়েছে (The Universe was created by the god of light) এবং এই বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই যে চূড়ান্ত সাফল্য লাভকারী তারাই হবে যারা সর্বদা ভাল বা ন্যায়ের শক্তি হিসাবে কাজ করে (The forces of good will ultimately prevail) চলছে।

অতএব এ মতবাদের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা থেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, পরবর্তীতে অন্ধকারের ঈশ্বররূপে যে অস্তিত্বের উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলতঃ প্রাচীন ধর্মসমূহে (যেমন, ঈহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম ও ইসলাম) বর্ণিত 'শয়তান' বা দিয়াবলের (Devil) অনুরূপ ভাষ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে হয়, ইতিহাসের এক পর্বে যরথুস্ত্রের অনুসারীরা ভাল মন্দজনিত ব্যাখ্যাকে ভুলভাবে গ্রহণ করেছে, আলো এবং অন্ধকারের স্বতন্ত্র দুই ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাধ্যমে দ্বিত্ববাদ ধারণার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শুরুতে এটা ছিল শব্দ প্রয়োগের বিভিন্নতা মাত্র (a matter of different terminology)। সময়ের বিবর্তনে একটা আলাদা কাঠামো প্রাপ্ত হয়ে এই বিকৃত চেতনাই আলোর ঈশ্বরের সমান্তরালে অন্ধকারের ঈশ্বরকে দাঁড় করিয়েছে, যা তাদের মূল শিক্ষাতে ছিল না। এই প্রাথমিক বিভ্রান্তি থেকে তাদের পরবর্তী ভুল জন্ম নিয়েছে, অর্থাৎ আলোর ঈশ্বরের মত অন্ধকারের ঈশ্বর ও এক শাশ্বত বা চিরন্তন অস্তিত্ব - এ বিশ্বাস ভিত্তিপ্রাপ্ত হয়েছে।

এটা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা কষ্টকর যে, ইতিহাসের কোন সময়ে যরথুস্ত্রীয় মতবাদে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু একটি বিষয়ে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, মহামতি সাইরাস (৫৯০ থেকে ৫২৯ খ্রীষ্টপূর্ব) পর্যন্ত এ মতবাদে কোন দ্বিত্ববাদের সৃষ্টি হয় নি। মহামতি বুদ্ধের এক মহান শিষ্য ছিলেন যেমন সম্রাট অশোক, তেমনি মনিষী যরথুস্ত্রের এক আলোকপ্রাপ্ত শিষ্য ছিলেন সম্রাট সাইরাস। বুদ্ধধর্মের একেশ্বরবাদী শিক্ষাকে যেভাবে সম্রাট অশোক উঁচু করে দাঁড় করিয়েছিলেন, এর চেয়েও গভীর আন্তরিকতা সহকারে যরথুস্ত্রের একেশ্বরবাদী শিক্ষাকে বিকশিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সম্রাট সাইরাস।

এই বিবেচনায় সম্রাট সাইরাসের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যরথুস্ত্রীয় মতবাদের পর্যালোচনা করা অনেকটা সম্রাট অশোকের চোখে বৌদ্ধ ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যার মতই বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে আমরা মনে করি। পুরাতন নিয়ম (Old Testament) এর ইশাইয়া পুস্তকে (Isaiah 45 :1-5) বর্ণিত ঈশ্বর সম্পর্কিত যে, ধারণা মহমতি সাইরাসের পরিচয়ে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসরাইলের ঈশ্বরই (God of Israel) ছিলেন তার একমাত্র উপাস্য, যিনি তাকে তার নাম ধরে ডেকেছেন, তাকে তার পসন্দের ব্যক্তি হিসাবে শক্তি সাহস যুগিয়েছেন অথচ যাকে তিনি চেনেন না। তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

Thus says the Lord to His anointed,

To Cyrus, whose right hand I have held,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

That you may Know that I, the Lord

who call you by your name,

Am the God of Israel.

I have named you, though you have not Known Me.
I am the Lord, and there is no, other;
There is no God besides Me.

বস্তুতঃ প্রাচীন পারস্য ইতিহাসে সাইরাসকে একজন ধৈর্যশীল এবং আদর্শ শাসক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনায় বেবিলন শহরে বন্দী ইহুদীদের মুক্তিদাতা হিসাবেও তার প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনন্য সব গুণাবলী ও মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসাবেই এ যাবত কালের ইতিহাস সম্রাট সাইরাসকে স্মরণ করেছে। তিনি এক বিশাল সম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, যার সমমানের কোন রাজত্ব এর আগে বা পরে অন্য কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের দ্বারা ও প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় নি। তাছাড়া সম্রাট সাইরাসই বোধহয় বিরল সৌভাগ্যবানদের অন্যতম যার সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিকই বিরূপ সমালোচনা বা কটু মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। ব্যক্তি বা সম্রাট যে দিক থেকেই দেখা হোক্ না কেন, তার চরিত্রে কেউ কলংক লেপন করতে পারে নি। তাই একজন আদর্শ শাসকের মডেল হিসাবেই তাকে আমরা পরিদৃশ্যমান হতে দেখতে পাই। যুদ্ধের সময় যিনি ছিলেন দৃঢ়, আর বিজয়ে মহানুভব (In ways he was bold, in conquest magnaminous)। আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি তার অনড় আস্থা ও বিশ্বাস সম্ভবত মহামতি যরথুস্ত্র থেকেই তার মাঝে প্রবাহিত হয়ে থাকবে (Must have sprung from Zoroaster himself)।

যরথুস্ত্রের শিক্ষা সম্পর্কিত এতক্ষণের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এ মতবাদ অনেকটা ইহুদীবাদ (Judaism) এবং ইসলামের কাছাকাছি। তাই তাত্ত্বিক দিক থেকে এর ভাল-মন্দের ধারণা, আলো-অন্ধকারের বোধ ইহুদীধর্ম ও ইসলাম থেকে ভিন্নতর কিছু হওয়ার কথা নয়। অতএব, যরথুস্ত্রীয় মতবাদ অনুযায়ী 'আহ্‌রামান' মূলত শয়তানেরই আরেকটি নাম, এবং এর বেশি কিছু নয় ('Ahraman' is very likely therefore, another name for Satan and no more)। (চলবে)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

মুলাকাৎ

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(২৮-০১-০৩ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেন মাওলানা ফিরোজ আলম)

প্রশ্ন নং ১ ঃ কুরআন মাজীদের সূরা আল্ মু'মিনূন-এর ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে- আমরা তোমাদের ওপরে ৭টি পথ সৃষ্টি করেছি। আমার প্রশ্ন হলো- এ সাতটি পথ বলতে কী বুঝায়।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ ৭টি পথ বলতে আকাশের যে রাস্তা রয়েছে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। সেই রাস্তা নক্ষত্রের মাধ্যমে বা ছায়া পথের মাধ্যমে তৈরী হয়। বা গ্যালাক্সীর মাধ্যমেও এগুলো প্রস্তুত হয়েছে। এ রাস্তা সম্পর্কে কুরআনে অন্যান্য স্থানেও রয়েছে। যেমন ওয়াস্‌সামায়ে যাতিল বুরূজ- সেই আকাশের কসম খাচ্ছি যে আকাশে অগণিত পথ রয়েছে। এতে কুরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। কুরআন করীমে যখন কসম খায় তখন তাতে ভবিষ্যদ্বাণী থাকে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বা ভবিষ্যতে মানুষের কাছে এ ধরনের বিষয় ধরা ড়বে। এখানে পথ সম্বন্ধে যে কসম খাওয়া চ্ছ এর অর্থ হলো ভবিষ্যতে এ ধরনের রাস্তা পথ আবিষ্কার হবে। আজকে যখন বিমান ড় তখন আপনি দেখেন পেছনে এটি ভাবে একটি রাস্তা সৃষ্টি করে যায়। এ পথের কথা এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ ধরনের রাস্তা মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে বা মানুষ চিহ্নিত করবে। এগুলো কুরআন করীমের সত্যতার বাণী বহন করে।

কৌতুক ঃ বাংলাদেশে সাধারণতঃ বেদেরা নদীর চরে থাকে। এ রকম একটি বেদে বহরে এক মৌলভী সাহেব গেছেন রমযান সম্পর্কে ওয়াজ করতে। তিনি বল্লেন, রমযান মাস আসলে রোযা রাখতে হবে। না পারত থাকতেই হবে এবং সদকা দিতে হবে। বেদেরা তো বুঝে না। মৌলভী সাহেব তাদেরকে নদীর পাড়ে নিয়ে গেলেন বল্লেন এদিক থেকে চাঁদ ওঠলে তখন রমযান শুরু হবে। মৌলভী সাহেব চলে গেছেন কিন্তু লোকজন সভা করলো। বললো, এটাকে ঠেকানো দরকার। সারাদিন না খেয়ে থাকা এবং পরে পয়সাও দেয়া এটাতো খুবই মুসকিলের কথা। চাঁদ ওঠার দিন সবাই পাহারা দিল চাঁদ যেন না ওঠতে পারে, রমযান যেন না আসতে পারে। ঠেকাতে হবে। সন্ধ্যে বেলা দেখে যে একটি মহিষ আসছে- সেটাকে ওরা মেরে ফেল্ল। সাথে একটা বাচ্চা ছিল সেটাকেও মেরে ফেল্ল। রমযান আসছে সবাই খাওয়া দাওয়া করছে। মৌলভী সাহেব বল্লেন, খাওয়া-দাওয়া করছ কেন? তারা বল্ল, রমযান তো আসতে দেই নি। সেটাতো মেরে

ফেলেছি। মাওলানা বল্লেন, নাউযুবিল্লাহ্, তারা বল্ল, সেটাও মেরে দিয়েছি ঃ

প্রশ্ন নং ২ ঃ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর বাল্যকালে হযরত হেকিম নূরুদ্দীন সাহেব তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনার বাবা তো অনেক স্বপ্ন দেখেন। আপনি কোন স্বপ্ন দেখেন কি? উত্তরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, অনেক স্বপ্নই তো দেখি কিন্তু একটি স্বপ্ন প্রতিদিন দেখি যে, আমি এক বিরাট সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছি। হুযূর আপনার শৈশবের কোন স্বপ্নের কথা স্মরণ আছে কি যেটিতে আপনার খিলাফতের ইঙ্গিত ছিল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ খিলাফতের ব্যাপারে তো দেখিনি। তবে স্বপ্ন অনেক দেখেছি শৈশবে। বাল্যকালের সবচে' যে প্রিয় স্বপ্নটি ছিল তা হলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের ঘরের বারান্দায় আর আমি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যে পানি নিয়ে এসেছি এবং পানি ঢেলে তাঁকে (আঃ) ওযূ করিয়েছি। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বলতেন, তোমার জন্যে জামাতের দুয়ার খুলে গেছে। এরপর আমি তাকিয়ে দেখলাম অনেক বড় একটি গেট। মনে হলো যেন সেটা জান্নাতের দরজা। বাল্যকাল এ স্বপ্নটি দেখেছি।

একবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে সব নবীদের দেখেছি। মসজিদ মোবারকে রাবওয়ায় আমি বসা ছিলাম। কাদিয়ানের দিকে মুখ করে যেভাবে ইমাম মুত্তাকিদের দিকে মুখ করে বসেন সেভাবে বসা ছিলাম। সেখানে সব নবীরা বসা ছিলেন। এমন মনে হচ্ছিলো যে, নবীদের কেউ সেখান থেকে বাদ পড়ে নি। এটি একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য। আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেখেছি। তখন তো আমি বুঝতে পারি নি এ স্বপ্নের তা'বীর কী? কিন্তু পরবর্তীতে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহাম স্মরণে পড়ল তখন বিষয়টি বুঝতে পারলাম জারিউল্লাহ্ কি হুলালিল আম্বিয়া অর্থাৎ নবীদের পোষাকে তিনি আল্লাহ্‌র পাহলোয়ান বা সিংহ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। তাঁর মাঝে যে সকল নবীর বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছিল এটি আসলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা ছিল।

কৌতুক ঃ একবার এক ব্যক্তি দেখেন যে তার সাথে আর এক ব্যক্তি আছেন যিনি এক বেলায় ২০টি করে রুটি খান। তিনি দেখে খুব অবাক হয়েছেন। তখন তার বন্ধুকে গিয়ে বলছেন। তুই কি জানিস যে, সেই ব্যক্তি ২০টি করে রুটি খায়। সেই বন্ধু বলছে, এটা সম্ভবই নয়, ২০টি করে রুটি এক বেলা কি করে খায়? আমাদের ৩/৪ জনের খেতেই অসুবিধা হয়। সে কি করে এতটি খায়। তারা ২ জন বাজী ধরলো। তাকে সকাল ১০টায় ডাকি আর ২০টি রুটি থাকবে। দেখি সে খেতে পারে কিনা। খেতে পারলে তুমি জিতবে আর না খেতে পারলে আমি জিতবো। সে তো কোন ভয় পাচ্ছে না। তাকে বলা হলো, অমুক দিন অমুক স্থানে আস। তোমাকে ২০টি রুটি দেয়া হবে। তুমি খেয়ে দেখাবে। আর আমার বন্ধু আমাকে পুরস্কার দিবে না হলে আমাকে এত টাকা পুরস্কার দিতে হবে।

তারা দশটার সময় অপেক্ষা করছে। সেই লোক তো আর আসে না। প্রথম লোক ভাবছে সে ভয় পাচ্ছে কেন। সে তো ২০টি রুটি খেতেই পারে। তারপর দেখা গেল ১১টার দিকে সে আস্তে আস্তে আসছে। কী ব্যাপার। যাই হোক তাকে ২০টি রুটি দেয়া হলো। খেতে গিয়ে সে ৫/৬টি খাওয়ার পর আর খেতেই পারলো না। তাকে বল্লো, তুমি তো প্রতি দিনই খাচ্ছ। সে বল্লো, না আর খেতে পারছি না। যাহোক সে চলে গেল। আর প্রথম ব্যক্তি হেরে গেলো। ২য় ব্যক্তিকে সে টাকা দিয়ে পরে বিকাল বেলা তার সাথে দেখা করতে গেল। বল্লো, প্রতি দিন আপনি ২০টি করে রুটি খান। আর আজকে কী হলো, কেন খেতে পারলেন না? সে বল্লো, আমি এজন্যেই দেরী করে গেছি। সকাল থেকে আমি ৪/৫ বার প্রাকটিস্ করেছি ২০টি করে রুটি খেয়ে, তখন তো কোন অসুবিধা হয় নি।

হুযূর (রাহেঃ) ২০টি রুটির আর একটি কৌতুক বলেন, এক ব্যক্তি ছিল। সে তার ভাতিজার বাড়ীতে বেড়াতে গেল। সে জানতো যে, চাচা অনেক খেতে পারে। সে চাচাকে সামনে রেখে বল্লো, আমি আপনার জন্যে অনেক রুটি পাক করছি। ২০টি রুটি আপনার জন্যে পাক করবো। সে বল্লো, না না ২০টি রুটির দরকার নেই ১৯টি পাক করো। সে পাকালো ১৯টি রুটি আর চাচা তা খেয়ে ফেল্লো। পরে বল্লো, তুমি এখন আমার জন্যে একটি রুটি টুকরো টুকরো করে বানিয়ে দাও। সে সেটাও খেয়ে বল্লো, আমার এত ভাল লেগেছে যে, তুমি যদি আরো ৮/১০টি আমাকে বানিয়ে দাও তাহলে ভাল হয়।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ ছোট শিশু ঘুমালে হাসে বা কখনও বিরক্ত হয়। বলা হয়, সে-ও স্বপ্ন দেখে। এসব স্বপ্ন কি শিশুর আধ্যাত্মিক অগ্রগতির ওপরে কোন প্রভাব ফেলে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আমার তো জানা নেই। শিশুরা দু'ধরনের স্বপ্ন দেখে থাকে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর বা অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত। কখনও সে স্বপ্নে দেখে তার মা তাকে আদর করছেন বা দুধ খাওয়াচ্ছেন। এ ধরনের ঘটনা যখন সে স্বপ্নে দেখে তখন সে হাসে আবার যখন বিপদের স্বপ্ন দেখে যেমন সে পড়ে যাচ্ছে তখন সে কাঁদে বা রাগ করে। আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

কৌতুক ঃ দুই বন্ধু বাজী ধরলো, যে নারকেল গাছে উঠতে পারবে তাকে একশ' টাকা দেয়া হবে। নারকেল গাছে উঠা খুব কঠিন ব্যাপার। একজন মাথায় উঠে গেলেও সে হঠাৎ সেখান থেকে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার পর সে বল্লো, আমাকে ১০০ টাকা দাও। অপর বন্ধু বল্লো, তুমি তো পুরোপুরি ওঠতে পার নি আর নামোও নি। সে বল্লো, আমি তো এভাবেই নামি।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এক পংক্তিতে বলেছেন, তোমরা হয়ত আমাকে উন্মাদ ভাববে। কিন্তু তোমরা নিশ্চিত যেনো যে আমি ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি। এর আসল তাৎপর্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ ইসলাম ও আহমদীয়তের তিনি বিজয়ের সুসংবাদ পাচ্ছেন। এতে যদি কেউ পাগল বলেন তো বলতে পারেন।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ কাঁঠালের এমন কি বিশেষত্ব আছে যা অন্য কোন গাছে নেই। কেউ বল্লেন, কাঁঠলের সব কিছু কাজে লাগে মোল্লা সাহেব ঠিক বলেন, কাঁঠাল কান্ড থেকে হয়। অন্য কোন ফল এভাবে হয় না।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের একটি প্রমাণ এ ফল এত ভারী হয় যে, গাছের শাখাতে ধরলে শাখা ভেঙ্গে পড়ে যেতো। নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। আমি যখন বাংলাদেশে গেলাম। কাঁঠাল খাওয়া জানতাম না। গোটা হাত আমার আঁঠাযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পরে জানলাম যে, খাওয়ার আগে হাতে বা ঠোঁটে তৈল লাগিয়ে নিতে হয়। কাঁঠাল পেকে গেলে কান্ড থেকে পড়ে। এ অবস্থায় কারও আঘাত লাগবে না শুধু মাথাটা আঁঠালো হয়ে যাবে।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ হুযূর আপনি কি মনে করেন যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে আমাদের তবলীগী কর্মকান্ড ব্যাহত হয়েছে।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ তবলীগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে এ ঘটনার পরে সারা বিশ্বের সকল মুসলমানের সাথে

মোখালেফাত আরম্ভ হয়ে যায়। এর পর সুফল ফলতে আরম্ভ করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহাম রয়েছে। **বাদ গেয়ারা ইনশাআল্লাহ্**। ইনশাআল্লাহ্ থেকে বুঝা যায় যে, এর পর শুভ লক্ষনাদি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করবে। জামাত তা প্রত্যক্ষ করবে।

কৌতুক ঃ এক জাতির লোক বাংলাদেশে আসার পর কাঁঠালের গন্ধে খুবই আকৃষ্ট হয়। এত সুন্দুর গন্ধ। এতো খাওয়াই দরকার। সে তো খাবার পদ্ধতি জানে না। সে একটা কাঁঠাল কিনে খাওয়া আরম্ভ করছে। খাওয়ার পর তার দাড়ী গোঁফে আঁটা গেলে গেছে। রাস্তায় বের হওয়ার পরে সবার সাথেই তার লাগালাগি হয়। পর এক দুষ্ট ছেলে তাকে এক বুদ্ধি দেয়। তুমি গিয়ে ছাই মেখে আস। সে দাড়ী আর মুখে ছাই মেখে নিল। যখন সব জট পাকিয়ে গেলো, সে আর এক জনের বুদ্ধি অনুযায়ী দাড়ী ও গোঁফ ফেলে দিলো। বেচারা কি করবে। দাড়ী গোঁফ নেই। এরপরে সে যখন দাড়ী গোঁফ বিহীন কোন লোককে দেখে সে মনে করলো, যে সে-ও হয়ত কাঁঠাল খেয়েছে। তাই সে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে, ভাই আপনিও কি কাঁঠাল খেয়েছেন?

নিজের অভিজ্ঞতার কথা শুনাচ্ছি। কাঁঠালের সাথে সম্পর্কযুক্ত কুসংস্কারও আছে। আপনি যান-বাহনে কাঁঠাল রাখবেন তো যান বাহন নষ্ট হয়ে যাবে। একবার এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। মেযমান বল্লেন, আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার কাঁঠাল খুব ভাল। নিয়ে আসবেন। আসার সময় একটি কাঁঠাল কিনে দিয়েছেন। প্রথমবার যে রিকসায় উঠেছি সে রিকসা খারাপ হয়ে গেল। হৈ হুল্লা আরম্ভ করলো। আমরা পয়সা দিয়ে তাকে থামালাম। রিকসা থেকে নেমে ট্রেনে চাপলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন নষ্ট হল। তখন সবাই আমাকে দোষারোপ করলো, আহমদীরা সাথে না থাকলে সেদিন হয়ত মারই পড়তো। যাই হোক সেদিন আমরা বেঁচে গেলাম। আসার পথে যে রিকসা চড়লাম সেটাও খারাপ হ'ল। অনেক দেরীতে ও অনেক কষ্টে বাসায় ফিরলাম। আমার ভাই মির্যা জাফর আহমদ সাহেব দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে পুরো ঘটনাই তাকে জানালাম।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ সূরা আনফালের ৪২ নং আয়াতে আল্লাহ্তাআলা বলছেন- "এবং জেনে রাখ যে, তোমরা (যুদ্ধে) যা কিছু গনিমতের মাল পাও এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র জন্য আর এ রসূলের জন্য এবং (রসূলের) আত্মীয়-স্বজনের এবং এতীম মিসকিন ও মুসাফিরগণের জন্য" প্রশ্ন হচ্ছে রসূল, আল্লাহ্ এবং অন্যান্যদের মাঝে $^1/_5$ ভাগ কি হারে বন্টন হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ তো রসূলে করীম (সঃ) সিদ্ধান্ত করবেন। যখন গণিমত আসবে তখন এর এক পঞ্চমাংস আর (সঃ) হাতে উঠিয়ে দিতে হবে তার তিনি তা প্রয়োজনানুসারে বন্টন করবেন।

কৌতুক ঃ একটি লোক কয়লা ব্লাক করতে গিয়ে ধরা পড়লো। পুলিশ যখন তাকে ধরে নিয়ে এসেছে সাথে সাথে রাস্তায় একটা মাতাল পড়ে ছিলো তাকেও ধরে নিয়ে আসলো থানায়। পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কয়লা ব্লাক করেছো কেন? সে বল্লো, স্যার আমি তো কয়লা ব্লাক করি নি। কয়লা তো জন্ম সূত্রেই ব্লাক। তারপরে মাতল দেখলো পুলিশ অফিসার হাসছে। সে এ সুযোগে বল্লো, স্যার আমাকে কেন ধরে নিয়ে এসেছেন। পুলিশ বল্লা, মদ খাওয়ার জন্যে তোমাকে ধরে নিয়ে আসছে। সে বল্লো, বাঃ তাহলে শুরু করা যাক!

হুযূর একটি কৌতুক বলেন ঃ এমন এক মারাসী ছিলো যাকে 'দাদা' বলে ডাকা হতো। সে নামায পড়তে যেতো। কিন্তু মসজিদে গিয়ে দেখতো এক চৌধুরী ছিলেন যিনি নামাযে কখনও আসতেন না। বলেন, অনেক মানুষ নামাযে আসে কিন্তু তুমি কেন আস না? চৌধুরী সাহেব বলেন, দাদা জ্বী ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযূ করা আমার জন্যে কষ্টদায়ক। দাদাজ্বী বল্লো, ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযূ করতে কষ্ট হলে তুমি তায়াম্মম করে নিও। তিনি বল্লেন, ঠিক আছে তায়াম্মম করে আমি নামায পড়তে আসবো। তবে তাতে কী লাভ হবে। দাদজ্বী বল্লো, তাতে তোমার মুখমন্ডলে নূর সৃষ্টি হবে। চৌধুরী সাহেব রাত্রে ওঠে তায়াম্মম করতে গেছেন। কিছু পান নি। একটি কড়াই উল্টো রাখা ছিলো। তাতে দু'হাত মেরে তায়াম্মম করে নামাযে আসলেন। সারা মুখ কাল হয়ে গেছে। তাকে দেখে মারাসী শুধু হাসে। তিনি বল্লেন, দাদাজ্বী তুমি হাসছ কেন? আমার চেহারায় কি নূর হয় নি। সে বল্ল, নূর তো হয়েছে, তবে তা দেখতে কালো মেঘের মত!

প্রশ্ন নং ৮ ঃ মোসাফাহার প্রচলন কখন থেকে শুরু হয়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হুযূর (সঃ)-এর যুগ থেকেই এ মুসাফাহার রীতি চলে এসেছে।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ সাধারণ কর্জ ও কর্জা হাসানার মাঝে পার্থক্য কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ কর্জা হাসানার সুদ হয় না। আর সাধারণ কর্জাতে সুদ দিতে হয়। আর রসূলে করীম (সঃ) যখন কর্জা হাসানা নিতেন ফেরৎ দেবার সময় অনেক বাড়িয়ে দিতেন। এমন কি একটি ঘোড়ার বদলে দু'টি ঘোড়া দিয়ে দিয়েছেন। আজকের যে মুদ্রা স্ফীতি রয়েছে তারও প্রতিকার এই যে, কারও কাছ থেকে কর্জা হাসানা নিয়ে তা ফেরৎ দেয়ার সময় বাড়িয়ে দেয়া।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ বয়াতের এ ধারা কি অব্যাহত থাকবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই, অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ অনেক সময় নামাযে অসংলগ্ন কথা মনে আসে। ইমাম সাহেব কি কোনভাবে তা জানতে পারেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ না, ইমাম জানেন না, সাথে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন তিনিও জানেন না। এটা আল্লাহ্ পর্দা পুষি করে থাকেন।

কৌতুক ঃ একজন রোগী মনোবিজ্ঞানীর কাছে গেল। ডাক্তার তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো, কী সমস্যা আপনার! রোগী বল্লো, ডাক্তার সাহেব! অনেক দিন থেকে আমার কোন কথা মনে থাকে না। স্ত্রীর নাম মনে থাকে না। আমার নাম মনে নেই, কী কাজ করি তা মনে নেই। আমাদের ছেলে-পেলেদের নাম মনে নেই। আমি কী গাড়ী চালাই তা আমার মনে নেই। তখন ডাক্তার বল্লো, এ সমস্যা আপনার কবে থেকে। সে বল্লো, কোন্ সমস্যার কথা আপনি বলছেন?

প্রশ্ন নং ১২ ঃ আফরাজ নামের অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আফরাজ অর্থ বড় করা, উঁচু করা। আফরাজ আহমদ অর্থ আহমদ যাকে উঁচু করেছেন বা বড় করেছেন।

সংকলন ও অনুবাদ - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

সমস্ত বিশ্বের উপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)-এর আশীষ ও কল্যাণ

মূল ঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(৫ম কিস্তি)

অতীতে কালের আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য রহমত

আমি যখন অনুভব করলাম, মানুষ মূলতঃ পাক ও পুণ্যময় প্রকৃতির হয় এবং মানুষের মাঝে অনেক উন্নতি ও উপরে ওঠার শক্তি নিহিত আছে ঃ এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথ সুপ্রশস্ত ও অনেক বেশি। তখন মন বলল, চল দেখি কত বড় বড় মহামানব আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। আরো দেখি কত উন্নত শ্রেণীর মানুষের নমুনা তিনি সৃষ্টি করেছেন। এ-ও দেখি যে, সেসব মহা মানব, কীভাবে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। কত উন্নতি তারা করেছেন। আমি নিজ ধ্যানে ও কল্পনার জগতে হিন্দুদের জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনারা বলেন, আপনারা অনেক পুরোনো বা সবচেয়ে পুরোনো জাতি! আপনাদের ধর্ম সবচেয়ে সনাতন। আপনাদের ধর্মেও কি বড় বড় কামেল (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল? আমি জানতে পেরে বড় খুশী হয়েছি যে, হিন্দুদের মাঝেও বড় বড় পুর্ণতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি হয়েছিল। তারা আমার সামনে বেদ গ্রন্থের ঋষীদের কথা বললেন। 'মনু' জী এর কথা বললেন, ব্যাস জী, শ্রী কৃষ্ণ জী, শ্রী রামচন্দ্র জীর কথা বললেন। এদের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কথা বললেন তারা। তাদের এসব পুণ্যাত্মা বড় বড় ব্যক্তিদের কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম। তারপর আমি তাদের বললাম, আপনাদের ছায়ার মাঝেই বুদ্ধ ধর্মীরাও আছেন, তাদেরও কিছু কথা আমাকে বলেন। তারা বললেন, বুদ্ধ দেব তো একজন পথভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তেমন কোন বিশেষ আল্লাহ্‌র প্রিয়জন ছিলেন না। আমি বললাম, তবে আর অন্য কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের কথা বলুন। তারা বললেন, একমাত্র আমাদের ধর্ম প্রাচীন ও সঠিক। আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত হেদায়াত আমাদের মহাপুরুষদের দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মহাপুরুষদের মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল ঐশী জ্ঞান দিয়েছেন। অতএব তারপর তো আর কারো নিকট ঐশীজ্ঞান বা ঐশীবাণী আসার কোন প্রয়োজন থাকে না। এবার আমি বুদ্ধদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম।

আমি বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার কথা জানতে চাইলাম। তারা বুদ্ধদেব জী সম্পর্কে এত ভাল ভাল কথা বলল যে, আমার হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। তাঁর প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মে গেল। আমি তাদের বললাম, আপনাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সত্যিই মহা পুরুষ। তিনি অন্যের জন্য নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। অন্যের জন্য আরাম চেয়েছেন নিজেকে কষ্ট দিয়ে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি মানব জাতির কল্যাণের জন্য ব্যয় করেছেন। তাঁর জীবনও ঠিক শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রী রামচন্দ্রের মতই মহান। এবং তিনি ও এদের মতই আধ্যাত্মিক আকাশের উজ্জ্বল তারকা। কেন জানি না হিন্দুরা তাঁকে পসন্দ করে না। এবং তাঁর মর্যাদা বুঝে না। তারা আমাকে বলল, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমাদের গৌতম বুদ্ধ ও শ্রী কৃষ্ণ রামচন্দ্রের মাঝে কোন সামঞ্জস্য নেই। আপনি শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র সম্পর্কে যা কিছু শুনেছেন ওসব কাহিনী আর গল্প মাত্র। হিন্দুদের মহাপুরুষরা আমাদের গৌতম বুদ্ধের বাস্তবতার সামনে কিছুই নয়। গৌতম বুদ্ধ অনেক উপরে। আমি অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, আপনাদের উভয় জাতির ও ধর্মের মহাপুরুষগণ একই প্রকার ও একই শ্রেণীর। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা আমার কথা শুনলো না।

তারপর আমি যরথুস্ত্রীয়ানদের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মাঝে কোন মহাপুরুষ এসেছিলেন কি না? তারা তাদের বুযূর্গ যরথুস্ত্রের কথা শোনালো। তাদের কথা শুনে আমি খুব উপকৃত হলাম। আমার মন প্রাণ খুশীতে ভরে গেল। কারণ এ মহাপুরুষের জীবনী, তার চরিত্রের উদাহরণ একটি উন্নত চরিত্রের নমুনা ছিল। পাপ ও মন্দের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। পুণ্য ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকার জন্য তিনি অনেক বড় চেষ্টা করেছেন। তার প্রচেষ্টার কথা শুনলে একজনের জমাট রক্তও গরম হয়ে সঞ্চালিত হতে আরম্ভ করবে। শান্ত, স্থবীর হৃদয়ও সচল হয়ে যাবে। তাদের জীবন বৃত্তান্ত শুনে অনেক উপকার হোল আমার। আমি তাদের বললাম, হযরত যরথুস্ত্র সাহেব তো হুবহু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী রামচন্দ্রের মতই মহাপুরুষ ছিলেন। বুদ্ধদেবের মতই ছিলেন। এদের সবার নমুনা বড়ই চমৎকার নমুনা যা থেকে সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু আমার আশ্চর্যের সীমা রইল না যখন দেখলাম যে, তারা আমার কথাকে খুবই খারাপ মনে করল। তারা আমার কথাতে তাদের নেতার অবমাননা মনে করল। তারা আমাকে বলল, আপনি কি জানেন না, 'হিন্দুদের সম্পর্ক তো খারাপ আত্মাসমূহের সাথেই ছিল চিরকাল। আপনি কি শোনেন নি তাদের তো সম্পর্ক 'দেব' এর সাথে, 'ইন্দ্রের' সাথে। আপনি আমাদের বই পুস্তক পড়ুন তাদের সম্পর্ক এ সমস্ত মন্দ আত্মার সাথে। আপনি কি করে তাদের বড়দের সাথে আমাদের মহান নেতার তুলনা দিলেন?'

আমার আশ্চর্য হবার বিষয়টি বার বার বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি আশ্চর্যের পরে আরো আশ্চর্য হতে থাকলাম। এরপর আমি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে জানতে চেষ্টা করলাম। এবার আমি ইহুদীদের কাছে জানতে চাইলাম তাদের বুযূর্গদের সম্পর্কে। তারা তাদের বুযূর্গানের দীর্ঘ তালিকা ও দীর্ঘ ইতিহাস পেশ করল। আদম থেকে নূহের প্লাবন এবং তাদের বিজয়ের কথা শোনাল। ইব্রাহীম ও তাঁর সাফল্যের কথা শোনাল। ইসহাক ও ইয়াকুবের, ইউসুফ, মূসা, হারুন, দাউদ, ইয়াস্‌আয়া, আযরা ও তাদের পুত্রদের, বুযুর্গদের ইতিহাসের কথা শোনাল। বিশেষ করে হযরত মূসার মত।

মহান নবীর কথা শোনাল, যার মাধ্যমে পৃথিবীতে শরীয়তে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা বলল, তাদের শরীয়তের আদেশসমূহ এত পরিপূর্ণ যে, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস না হবে, এর মাঝে কোন পরিবর্তন করা কারো দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি দেখলাম, তাদের ধর্মের যে ধারাবাহিকতা, এর মাঝে ইব্রাহীম, মূসা, দাউদ, এরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইব্রাহীমের হাত তো এ রকম যে, অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেল। মূসার ঘটনা, তার জাতির তা'লীম তরবিয়তের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর অত্যন্ত ভালবাসার সম্পর্ক শিশুর মত নির্মল ও নির্ভেজাল যে তার কথা শুনতেই থাকতে মন চাচ্ছিল। দাউদের ঐশীপ্রেম ও কম আকর্ষণীয় ছিল না। তার দেহমনের প্রতিটি কণায় আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রবেশ করেছিল। তার সুমধুর কণ্ঠস্বর গীত মনে হচ্ছিল যদ্বারা রূহ নাচতে শুরু করে। তাঁর বেদনা ভরা গীত আল্লাহ্‌র গভীর ভালবাসার পরিচায়ক তো বটেই। অধিকন্ত তাঁর গীতের মাঝে এমন এক মহান প্রিয়তম সত্তার ভালবাসার কথা আছে যিনি এখনও পৃথিবীতে আগমন করেন নি। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি যাদের ছিল তারা সেই মহান সত্তার অপেক্ষা করছিল। তারা তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি দিয়ে সেই অনাগত ভবিষ্যতের মহান পুরুষের ভালবাসা অনুভব করছিল। মূসার কথার মাঝেও সেই মহাপুরুষের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু সেখানে একজন দার্শনিকের মুখের কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু দাউদের গীতের মাঝে তার প্রতি

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(৩৭তম কিস্তি)

শিরক থেকে সুরক্ষার দোয়া

□ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা শিরক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। এটা পিঁপড়ার ক্ষুদ্র পা থেকেও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। সাহাবা (রাঃ) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)। কীভাবে রক্ষা করবো? তিনি বলেছেন, এদোয়া পড়তে থাকো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ۔ (مسند احمد مطبوعہ بیروت جلد ۴ صفحہ ۴۰۳)

(আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযুবিকা মিন আন্নুশরিকা বিকা শায়আন্নালামূহু ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুকা লিসা লা না'লামু - মুসনাদ আহমদ, বৈরুতে মুদ্রিত, ৪খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা এথেকে তোমার আশ্রয় আসছি যে, জেনে-শুনে তোমার সাথে শরীক করা হয়। আর অজ্ঞানতাবশতঃ এরূপ করা থেকে আমরা তোমার ক্ষমার প্রত্যাশী।

ঐশী ক্রোধ থেকে সুরক্ষার দোয়া

□ হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন আমর থেকে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া বর্ণিত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ،وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ،وَجَمِيْعِ سُخْطِكَ۔

(مسلم کتاب الذکر)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন যওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তাহায়্যুলি 'আফিয়াতিকা ওয়া ফুজয়াতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামী'ই সুখত্বিকা - মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি তোমার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া, তোমার দেয়া নিরাপত্তা থেকে সরে যাওয়া, তোমার আকস্মিক শাস্তি পাওয়া থেকে আর সেসব বিষয় থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি যাতে তুমি অসন্তুষ্ট হও।

আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসার একটি সম্মিলিত দোয়া

□ হযরত কা'ব (রাঃ) আহবার থেকে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ شَىْءٌ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَّبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ،ذَرَاَ ،وَبَرَاَ۔

(مؤطا امام مالک کتاب الجامع)

(আ'উযুবি ওয়াজহিল্লাহিল 'আযীমিল্লাসী লায়সা শায়উন আ'যামু মিনহু ওয়া বি কালিমাতিল্লাহি ত্তম্মাতিল্লাতি লাইউজাওযুহুন্না বাররুঁওয়ালা করিরুঁওয়া বিআসমাইল্লাহিল হুসনা মা 'আলিমতু মিনহা ওয়া মালাম আ'লাম মিন শাররি মা খলাক্বতা ওয়া যারায়ান ওয়া বারাআন - (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জাম'ই)।

অর্থ ঃ আমি নিজ মহা মর্যাদাপূর্ণ আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসছি। তাঁর মত মহা মর্যাদাপূর্ণ সত্তা আর নেই। আর সেই পূর্ণ ও পরিপূর্ণ কথার আশ্রয়ে আসছি যার চেয়ে পুণ্য ও পাপ অগ্রগামী হতে পারে না। এবং আল্লাহ্‌র সবরকম গুণ যা আমার জানা আর জানা নেই তার সবটার প্রত্যাশা করছি। সেই সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন ও বিস্তৃত করেছেন।

অপসন্দনীয় স্বভাব থেকে সুরক্ষার দোয়া

□ হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন আমর বলেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ ،وَمِنْ دُعَاءٍ لَّا يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ ،وَمِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ ،اَعُوْذُبِكَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ۔

(ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ক্বলবিল্লা ইয়াখশাউ 'ওয়া মিন দু'আইল্লা ইউসমা'উ ওয়া মিন্নাফাসিল্লা তাশবা'উ ওয়া মিন 'ইলমিল্লা ইয়ানফা'উ আ'উযুবিকা মিন হাউলাইল আরবা' - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি এমন প্রাণ থেকে যাতে ভয় নেই, এমন দোয়া থেকে যা গ্রহণ করা হয় না, এমন আত্মা থেকেও যা তৃপ্তি লাভ করে না, আর এমন জ্ঞান থেকে যা উপকার করে না তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি এ চারটি বিষয় থেকেই তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

কু-অভ্যাসসমূহ থেকে সুরক্ষার দোয়া

□ হযরত উম্মি মা'বদ (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া করতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ ،وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكَذِبِ ،وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ ،فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ۔

(مشکوۃ المصابیح باب جامع الدعاء بحوالہ الدعوات الکبیر بیہقی)

(আল্লাহুম্মা ত্বহ্‌হির ক্বলবী মিন নিফাক্বি-ওয়া 'আমালী মিনার্‌রিয়াই ওয়া লিসানী মিনাল কাযিবি- 'ওয়া-আইনী মিনাল খিয়ানাতি-ফা ইন্নাকা তা'লামু খাইনাতাল আই'উনি ওয়ামা তুখফীস্‌সুদূর - মিশকাতুল মাসাবিহ্ জামিউদ্দুআয়া)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমার অন্তর কপটতা থেকে পবিত্র করে দাও এবং আমার কাজ-কর্মকে অহংকার থেকে ও জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে আর চোখকে অবিশ্বস্ততা থেকে পবিত্র করে দাও। নিশ্চয় তুমিই চোখের অবিশ্বস্ততা ও অন্তরে লুক্কায়িত রহস্য জানো। (চলবে)

অনুবাদ- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

জামাতে আহমদীয়ার সাংগঠনিক ব্যবস্থা

"তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করবে না। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর" (আল্ মায়েদা ঃ ৩)

বর্তমান যুগে মুসলমানদের দুরবস্থা ও দুর্গতি এবং অবক্ষয় দূর করার জন্য মনীষীগণ একজন সংস্কারের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। কেউ কেউ ইমাম মাহ্‌দীর আগমনের প্রতীক্ষা করে করে দুনিয়া হ'তে পাড়ি দিয়েছেন। আবার কোন কোন চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী জাতির সংশোধনের জন্য একজন নেতা নয় বরং মুজাদ্দিদমূলক সংস্কারের কথা বলেছেন।

একদল মনে করেন, অবস্থা এখনও এ অবস্থায় পৌছেনি, যার জন্য একজন ঐশী নেতা বা ইমাম মাহ্‌দীর প্রয়োজন থাকতে পারে। তাদের মতে সম্ভবতঃ বোসনিয়াতে নিরীহ মুসলমানদের কতল ও মুসলিম সতী-সাধ্বীদের উপর একথ্য নির্যাতন; ফিলিস্তীনের নিস্পাপ আতফালদের চীৎকার, দজলা ও ফুরাতের উর্বর ভূমি ইরাকের নিরীহ শিশুদের তিলে তিলে মৃত্যু এবং সেদিনের বোমা যা আফগানিস্তানের উপর বর্ষিত হয়, এগুলো মুসলমানদের করুণ অবস্থার জন্য যথেষ্ট নয়।

অথচ কিছুদিন আগে সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের শেষ দিনগুলোতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। তিনজন আলেম বর্তমানের করুণ অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছিলেন এবং একজন আলেম সাহেব তো মুসলমানদের করুণ অবস্থার ফলে রীতিমত পরিতাপ ও প্রায় বিলাপ করেছিলেন। তার মতে পবিত্র কুরআন হতে দূরে সরে যাবার ফলে এ দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তির মাপকাঠিতে এটা সত্য। আমার মন আমাকে পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকানের ৩১ আয়াত স্মরণ করাচ্ছিল ঃ

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۝

"এবং রসূল বলবে, প্রভু হে! আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানিয়েছে"। খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "সময় আসবে যখন ইসলামের নাম ও কুরআনের আয়াত অবশিষ্ট থাকবে"। অথচ একজন ঐশী ইমাম বা ইমাম মাহ্‌দীর আগমনের কথা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন এবং আগমনের লক্ষণসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন, যা অতি সাধারণ মুসলমানদের জন্য বুঝা মোটেই অসুবিধাজনক নয়। যেমন একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখে যে দুটো গ্রহে গ্রহণ লাগা। হজ্জ বন্ধ থাকা।একটি আকাশে ও অপরটি পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। কেউ কেউ আপত্তি করেছেন। গ্রহণের হাদীসটি সহী নয় অথচ ঘটনাটি ঘটেছে। সহীহ নয় বলে জিদ করে বসে থাকা ঠিক হবে না। কারণ ঘটেছে আকাশে। এতে মানুষের হাত নেই। আবার হজ্জ বন্ধ হওয়া এমন ঐতিহাসিক ঘটনা যা অস্বীকার করা যায় না। আমার মতে এটা একটা বিরল ঘটনা যে, মুসলমানদের বিশৃঙ্খলার কারণে হজ্জ বন্ধ থাকে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) যখন সাহাবাগণকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন মুশরিকদের দ্বারা হুদায়বিয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হন। উভয় ঘটনার তুলনা করুন। একই কষ্টদায়ক ও দুঃখজনক ঘটনা! তবে ঘটছে দু'প্রকারের লোকের দ্বারা। একটি কাফিরদের দ্বারা অপরটি মুসলমানদের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার কারণ। তাই সম্ভবতঃ ১৮০৩ - ১৮০৯ পর্যন্ত কোন হজ্বের কাফেলা মরুভূমি অতিক্রম করে নি। ফলে সারা মুসলিম জগতে মহা ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল এবং কনস্টান্টিনেপোল হতে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিম গৃহে আর্তনাদের এমন তীব্র রোল উঠছিল যা বুরবন দস্যুদের দ্বারা Vatican লুণ্ঠন হবার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সমগ্র খৃষ্টান জগতে যে প্রচন্ড ক্ষোভ ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল একমাত্র এর সাথে এর হয়তো তুলনা চলে।

মুসলিম দেশগুলোর কথা চিন্তা করুন। ইরান ও ইরাকের একদশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ইরাকী, কুয়েত ও সৌদী আরবের বিবাদ ও বিসম্বাদের কারণে অমুসলমানদেরকে হেফাযতের জন্য আমন্ত্রণ এবং সাদরে গ্রহণ কি আপনাদের বিবেককে দংশন করে না? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর দোয়ার ফলে অর্জিত সম্পদের এটা কি অপব্যয় নয়? আফগানিস্তানের ধ্বংসযজ্ঞের ইন্ধন কে যুগিয়েছে? সম্ভবতঃ আপনাদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার কাবুল নিয়ে চিন্তা করছেন। আমার মত একজন নগণ্যের মনে পবিত্র কুরআনের সূরা হুযুরাতের ১০-১১ আয়াত ভেসে উঠছে!

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

"এবং যদি মু'মিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের উভয়ের মাঝে তোমরা মীমাংসা করাবে। যদি উভয়ের মাঝ থেকে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে, তা হলে তোমরা সবাই যে দল বিদ্রোহ করছে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাবৎ না এরা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে এরা যদি ফিরে আসে তহলে তাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করবে এবং সুবিচার করবে। অবশ্য আল্লাহ্ সুবিচারককে ভালবাসেন। অবশ্যই মু'মিনগণ ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।"

শ্রোতৃমন্ডলী পবিত্র কুরআনের এত মহৎ শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা কি দুঃখজনক নয়। যারা **আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলায়কুম নি' মাতি** -এর এ মহৎ শিক্ষা কার্যকরী করার জন্য একজন ঐশী নেতার দরকার নেই বলে সে জিদ করছেন তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভয় মনে রেখে একটু চিন্তা করার আহবান জানাচ্ছি।

মুসলিম শাষিত রাষ্ট্রগুলোর অর্থের প্রাচুর্যে হিসাব - নিকাষ করুন আর ফিলিস্তীনের অসহায় নর নারীর বিগত পাঁচ দশকের সংগ্রামের চিত্রগুলো হৃদয়পর্বে উপস্থাপন করুন, খোদাভীরুতা থাকলে হৃদয় বিদীর্ণ হবার উপক্রম হবে, যখন আপনি দেখবেন যে, এ নিরীহ লোকেরা অতি আধুনিক মারণাস্ত্রের মোকাবেলা করছে অতি বৈদিক যুগের পাথর দ্বারা। সাধারণ অস্ত্রের দ্বারা নিজ জান ও মালের হেফাযতে তারা অক্ষম। অথচ কোন কোন মুসলমান রাষ্ট্র সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করাকে গৌরবময় মনে করে। মুসলমানদের হিজরতও হয় কাফিরদের দেশে। কোথায় জেহাদীগণ? আহমদীগণ না হয় আপনাদের প্রচলিত জেহাদের অস্বীকারকারী আপনারা কি শ্লোগান দিয়েই কিল্লা ফাতাহ্ করবেন?

সুধীমন্ডলী! আপনারা শুনে স্তম্ভিত হবেন, একবার এক মাওলানার সাথে আলাপকালে বলেই ফেল্লেন, আমরাইতো ইমাম। তাই ইমাম মাহ্‌দীর আবার প্রয়োজন কি? আমি বল্লাম, হুযূর মজার ব্যাপার বটে। সিডনীতে দু'তিনটি ঈদ হয়। ফলে

পাক্ষিক আহমদী ♦২১

মুসলমানরা ছুটি পায় না। একটা খুশীর পর্বে আপনারা একমত হতে পারেন না। একবার নওয়াজ শরীফ লাহোরে ইফতারীতে ওলামাদের দাওয়াত করেছিলেন। খাবার টেবিলে সবাই হাসি ও খুশীর সাথে মজা লুটছিলেন। কিন্তু মাগরিবের নামায কয়েকদলে বিভক্ত হয়ে আদায় করছিলেন। এ গুলোর চিত্রই আবার সাংবাদিকগণ প্রকাশ করে ওলামাদের ক্রোধের স্বীকার হয়েছিল যে, তারা ওলামাদের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে। একবার ঢাকায় এক মাওলানার ওয়াজ শুনেছিলাম যে, এলেমতো আসমানে চলে গেছে মানুষ বে-দীন হচ্ছে। সমাজের বোঝা সবই তো আমাদের উপর। বিয়ে -শাদী, কাফন-দাফন গরু ছাগল ও হাঁস মুরগ জবাই করা মসলা ও মাসায়েল তো আমরাই সারি অথচ ভোট দিবে ভাসানীকে আর শেখ সাবকে।এটা কি কিয়ামতের নিশানা নয়? এরা এখন পবিত্র মসজিদ ছেড়ে পার্লামেন্টে যাবার শখ রাখেন। একটা ছড়া মনে পড়ল,

এক যে ছিল মজার দেশ সব রকমে ভাল

রাত্রিতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো।

সুধীমন্ডলী পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর আয়াত **ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকুবিহিম** যার অর্থ খাতামান্নাবীঈন (সঃ) **লাও কানাল ঈমানু ইনদা** সুরাইয়া দ্বারা স্বয়ং করেছেন। তদনুযায়ী ১৮৮৯ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ যুগের সংস্কারক হবার দাবী করেন। তিনি একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এর নাম রাখেন "আহমদীয়া মুসলিম জামাত"। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এ সম্প্রদায়ের নাম আহমদীয়া সম্প্রদায় রাখার কারণ- আমাদের নবীর দু'টি নাম ছিল মুহাম্মদ ও আহমদ। ভবিষ্যাদ্বাণী ছিল যে, শেষ যুগে আহমদ নামের বিকাশ ঘটবে। তাই এ সম্প্রদায়ের নাম আহমদী সম্প্রদায় রাখা সমীচীন মনে করা হয়েছে। (ইশতেহার ৪ঠা মার্চ, ১৯০০)। তিনি আরো বলেন, খোদাতাআলা চান যে, ইউরোপ বা এশিয়া তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পবিত্রচেতা লোকদিগকে তৌহীদের দিকে আকৃষ্ট করেন। এ আমার আগমনের উদ্দেশ্য। এ জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। (আল্ ওসীয়্যত)

তিনি এ ঘোষণাও দিয়েছেন, 'দেখ সেই যুগ আসছে এবং সন্নিকট যখন আল্লাহ্তাআলা এ সিলসিলাহ্কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করবে এবং দুনিয়াতে ইসলাম বলতে কেবলমাত্র এ সেলসেলাকেই বুঝাবে। এটা সেই আল্লাহ্তাআলার ভবিষ্যদ্বাণী যাঁর কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নহে (তোহফা গোলড়াবিয়া)।

পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫৬ আয়াতে ইস্তিখলাফ যার অর্থ খাতামান্নাবীঈন (আঃ) **ছুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়ত** দ্বারা করেছেন এবং নবীজীর গোলাম প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যা আল্ ওসীয়্যত বইতে লেখা আছে, তদনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯০৮ সালে। আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র বিন্দু হলো খিলাফত। খিলাফতের পরই মজলিস শূরা। এটা খলীফাতুল মসীহ্র পরামর্শ পরিষদ। শূরার প্রস্তাবগুলো সভায় বিশ্লেষণ করার পর অনুমোদনের জন্য খলীফাতুল মসীহের নিকট পেশ করা হয়। তিনি প্রস্তাব অনুমোদন ও প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাখেন। তার অনুমোদনের পর সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাস্তবায়নের জন্য সদর আঞ্জুমান, তাহরীক জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ এবং অঙ্গ সংগঠন যথা মজলিস আনসারুল্লাহ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মজলিস আতফালুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাঈল্লাহ্। জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্রবিন্দু হলো খিলাফত। জামাতে আহমদীয়ার সকল সংগঠন এবং আমীর হতে আরম্ভ করে একজন সাধারণ আহমদী খলীফার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং এটাই কর্তব্য। আমীরের উদাহরণ এ কারণেই বল্লাম যে, তিনি একটি দেশের বড় কর্মী। কারণ দায়িত্ব ব্যাপক। মজলিস শূরার প্রেসিডেন্ট খলীফাতুল মসীহ্। বর্তমানে একশতকেরও অধিক দেশেই মজলিস শূরা অনুষ্ঠিত হয়।

সুতরাং সর্বত্র গিয়ে শূরায় শামেল হওয়া তাঁর পক্ষে অবাস্তব। তাই তাঁর প্রতিনিধি শূরার কার্য পরিচালনা করেন। প্রায়শঃ তিনি ন্যাশনাল আমীরকেই তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তবে প্রতিনিধির কাজ হলো শূরা পরিচালনা করা।

অঙ্গ সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠাতা আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ। তিনি এ চারটি অঙ্গ সংগঠনের উপমা দিয়েছেন একটি ইমারতের মাধ্যমে। ইমারত যেমন ৪টি দেওয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের জামাতের ইমারতও এ ৪টি দেওয়ালের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যারা দুর্বলতা দেখাবে, তারা সহজেই চিহ্নিত হবে। সবগুলো সংগঠনের বিবরণ অসম্ভব। তবে আহমদী মহিলাদের সংগঠন লাজনা ইমাঈল্লাহ্র কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেয়া অবশ্যই কর্তব্য বলে মনে করি। মানব ইতিহাসে নারীর একটা বিশেষ স্থান আছে। যার মুসলমান হিসাবে বিশেষ করে আহমদী মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে তা বুঝতে হবে। করতে হবে উপলব্ধি। মহানবী (সঃ) যখন হেরা গুহায় তার মহান দায়িত্ব জগতের ইসলাহের পয়গাম লাভে তাঁর মহান গুরুত্বের কথায় চিন্তিত হলেন, তখন তাঁর সহায়ক হলেন তাঁর সহধর্মীণী খাদীজা (রাঃ)। তাঁকে সান্তনা এবং অভয় বাণী শুনালেন এমন কথা দ্বারা যার মাঝে চিন্তার খোরাক আছে। তিনি এ কথা বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন, তাই চিন্তার কারণ নেই। কারণ খোদাতাআলা বলেছেন। কেউ দেখে নি। তবে চ্যালেঞ্জ করেছেন এমন কথার দ্বারা, যা তখনকার সর্দারগণ করতে পারত। কত মহান ও বিজ্ঞ কথা বলেছিলেন হযরত খাদীজা।

কথায় কথা আসে। বলছিলাম লাজনার কথা। জামাতের প্রাথমিক অবস্থা তেমনই ছিল, যা সকল ঐশী সিলসিলাহ্র বেলায় হয়। আপনারা যে জলসায় আল্লাহ্র ফযলে দিব্যি আরামের সাথে খাওয়া-দাওয়া করছেন এবং পানাহারের ব্যবস্থার জন্য সেবকদের অর্থ সম্পর্কে চিন্তা হয় না এ জলসার প্রাথমিক অবস্থা এমন ছিল যে, একবার জলসায় মেহমানদের দ্বিতীয় বেলার পানাহারের দ্রব্য সামগ্রীই ছিল না। তখন আম্মাজান নুসরত জাহাঁ বেগম তাঁর অলঙ্কার এনে যুগ-ইমামের খেদমতে হাজির করেন। আর তা বিক্রয় করে মেহমানদারী করা হয়। সংগঠনগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ফযলে ওমর মুসলেহ্ মাওউদ যখন আল্ ফযল শুরু করার জন্য আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করেন, তখন তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ মাতা মাহমুদা বেগম তাঁর সকল পুঁজি দিয়ে অর্থ যোগান তারপর লাজনার সংগঠন প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হয় এবং ইউরোপের মসজিদ ফযল মসজিদ ফযল, মসজিদ মোবারক ও মসজিদ নুসরৎ জাহাঁ লাজনার তখনকার আর্থিক কুরবানীর ফল। যখন জামাতের আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না বহু ক্ষেত্রেই লাজনার আদর্শ অনুকরণীয়। তবে পাকিস্তানের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লাজনা সীরাতুন্নবীর জলসার মাধ্যমে তাবলীগের পথ সুগম করেছে। আর সেগুলো হয়েছে ক্ষুদ্র আকারে। আশা করি বাংলাদেশের লাজনাও জনাব আমীর সাহেবের পরামর্শে কিছু না কিছু উদ্যোগ নিতে সচেষ্ট হবেন।

খিলাফত জামাতে আহমদীয়ার কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেউ কেউ তৎপরতা দেখায়। দেশ-বিদেশে অনেক মহড়া দেখা যায়। বাংলাদেশের কবির ভাষায়

সারা মুসলিম দুনিয়াকে একতার জিঞ্জিরে

ফিরায়ে আনিব হাজারো সুদিন, নয়া জমানার তীরে

আলী উসমান উমরের দান নেব তুলে মোরা জেহাদী নিশান

নেব মোরা ফের আবু বকরের সত্য সে খিলাফত॥

হযরত আবুবকরের সত্য খিলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে কীরূপে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত রসূল করীম (সঃ) করেছেন। পাকিস্তানে ডাঃ এসরার আহমদ সর্বত্র খিলাফতের চর্চা করেন। সম্ভবতঃ মনে করেন এভাবে জনসমর্থনে ও গণভোটে খলীফা হবেন।

Canberra University-র ঘটনা।

সংগঠনগুলোর একটা Common Motto-আছে। আর তা হচ্ছে খিলাফতের প্রতিষ্ঠাকে খিলাফতে আহমদীয়াকে কায়েম রাখনে কি খাতের হার কুরবানী কে লিখে তৈয়ার রাহুঙ্গা-

খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, হযরত সাহেবের নিকট থাকলেই তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। কথাটা ভাল। তবে যদি নিকট থেকে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা না হয়, তখন বিলাত যাওয়াটা কেবল লন্ডন দেখার সখই পুরা হবে। তাই আমি মনে করি খলীফাতুল মসীহ্‌র উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সচেষ্ট হওয়াই খিলাফতের প্রতিষ্ঠা হবে। নতুবা বিলাত যাবার সামর্থ্য তো অনেকেরই নেই। তাই বলে কি তাদের মনে খিলাফতের প্রতি ভালবাসা নেই? খলীফা তো আমীরুল মু'মিনীন। আর ১৭৬টি জামাতের সদস্য আছে। তাই আমি মনে করি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিজ নিজ মনে, প্রাণে ও অন্তরে। প্রথমত দোয়ার দ্বারা। দোয়ার ব্যাপারেও একটা বিষয় আছে যে, আমরা যত ঈমান ও আমলে উন্নত হবো আমাদের দোয়া ততই সবল হবে। আর হযরত সাহেবই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমরা কিছু করব না এটা হয় না। মানুষ নিজের যন্ত্রণার কথা হযরত সাহেবকে অবহতি করেন অথচ উপকারের পর সুখবর দিতে কার্পণ্য করে। একবার খলীফা আওওয়ালকে এক ব্যক্তি গিয়ে বলল, আমার বিবি যন্ত্রণায় ভুগছে। হুযূর ব্যথিত হৃদয়ে সারারাত দোয়াতে রত ছিলেন। অথচ তারা দোয়ার ফলে দিব্যি ঘুমুচ্ছিলেন। খিলাফত প্রতিষ্ঠার আরেকটি দিক হলো হযরত সাহেবের কথা। বর্তমানে খলীফাতুল মসীহ্‌র কথা শুনার জন্য MTA-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে এর তুলনা নেই। এখন MTA-এর সদ্ব্যবহার করা উচিত। নতুবা খুবই জুলুম হবে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে খলীফাতুল মসীহ্ ঘরে ঘরে পৌছেছেন। এখন আমরা যদি হৃদয়ের দ্বার না খুলি তবে শুধু অন্যায় নয় বরং মহা অন্যায় হবে। ঘরে ঘরে TV-আছে। লোকদের সময় সেখানে ব্যয় হচ্ছে। এর প্রতিকারতো MTA। আর তিনি কর্মী হউন বা সাধারণ সদস্য যদি হুযূরের উপদেশ না শুনেন, তবে কার্যে বল পাবেন না। কারণ খলীফা ঢাল। তাঁর ফিছনে থেকে যুদ্ধ করলে রক্ষা হবে নতুবা তৃণ ব্যৎ উড়ে যাবে।

বাংলাদেশের একটি কাজ আমাদেরকে খুবই আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। তা হলো হযরত সাহেবের খুতবাগুলো পাক্ষিক আহমদীতে নিয়মিত প্রকাশ। পত্রিকার মান উন্নত ছাড়াও এটা বিরাট অবদান। নিঃসন্দেহে এটা মহৎ কাজ। খলীফার উপদেশাবলী তো ঔষধ আর আমরা তো রোগী। ঔষধের সকল ব্যবস্থা আছে। আর যদি আমরা এর সঠিক ব্যবহার না করি তবে নৈতিকভাবে অধঃপতিত হব। আমাদের দশা তেমনিই হবে যেমন লোকেরা ঈসা (আঃ) আকাশ হতে শুভ্র মিনারের উপর নাযেল হবার কথা বলেন, আবার মিনার হতে নামার জন্য সিঁড়ির দরকার আরো বেশি মনে করেন। আশ্চর্য লাগে, আকাশ হতে এতদূরে নামতে পারলে, জমিনে আসতে পারবেন এর অর্থ আমরা এ বুঝি যে, আকাশ হতে নাযেল আল্লাহ্‌র কাজ আর তারপর মনের দুয়ার উন্মুক্ত করা মানুষের কাজ। তাই আমাদিগকে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যেন সে অলসের দলভুক্ত না হই যারা গাছের নীচে কুল খেতে গিয়েছিল। পানাহার সাথে ছিল তুলে মুখে দিবার সামর্থ্য হয় নি। একে অপরকে দোষারূপ করছিল যে সাহায্য ও সহায়তা করে। দ্বিতীয় অলস বলল যে, লোকটি এতই অলস যে, রাতে কুকুর আমার মুখ চটেছিল অথচ সে একটু উহ্ বলল না।

তাজা পানাহার আছে আছে মহৌষধ। এখন সেবন করা আমাদের কাজ। মানুষ কোন কোন চিন্তা না করেই কথা বলে। এখন খৃষ্টানরা Media তে খুব কাজ করছে অথচ তাদের ৩০৯ বছরে ওহার অবস্থানের কথা তো পবিত্র কুরআন বলেছে। অথচ ১০৬ বছরেই আমরা Global village -এ পৌছেছি এটা আল্লাহ্ ফযলেই সম্ভব হয়েছে।

আমরা যত ভাল আহমদী হব খিলাফত আহমদীয়া হবে তত সুষ্ঠু, হবে তত সুদৃঢ়। কারণ খিলাফতের ওয়াদা আছে মু'মিনদের সাথে। নতুবা আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থাকবে। নবুওয়তের আর খিলাফতের মাঝে একটা বড় পার্থক্য এটাই যে, গোমরাহীর ফলে সংস্কারক আসেন আর তার দ্বারা যে জামাত প্রতিষ্ঠিত, তাদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। একবার হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিল, নবীজির সময়তো শৃঙ্খলা ছিল যার এখন দেখি বিশৃঙ্খলা।

এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, নবীজীর অনুসারী ছিলাম আমরা, আর আমার অনুসারী তোমরা।

এখন আমি এমন একটি বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব যা জগতের বহু মানুষই জানেন না। আমাদের কাজের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, বিদেশী সাহায্য না পেলে এত বড় বড় কাজ হয় কীভাবে। এটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া দরকার। কারো ভয়ে নয় বরং আমাদের ভাই-বোনদের জন্য। শুরুতেই আমি হযরত মসীহ্ মাওউদের (রাঃ) দু'টি উক্তি পেশ করেছি। (১) প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম মাহ্‌দী (২) কাজ হলো বিশ্বের পবিত্র চেতাগণকে একত্র করা। তাই আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, নবী-রসূলগণ যেভাবে কাজ করেছেন সেভাবেই কাজ করতে হবে। তাছাড়া উপায় নেই। তারা কোন Bank খুলেন নি। আয়ের জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান খুলেন নি। জনসেবার জন্য এগুলো অবশ্যই ভাল। তবে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় না। জামাত আফ্রিকাতে এরূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে এ সতর্কবাণীর দ্বারা যে, আফ্রিকার সেবা হবে আর এক পয়সাও কোন দেশে যাবে না। আমার মনে আছে, যখন ডাক্তারগণ প্রথমে গিয়েছিল তাদের পরিবারসহ ভাতা পেত ৬০ পাউন্ড। যাক বলছিলাম যে, যেহেতু জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহ্‌দী। যার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে ইয়াযাউল হাররব। তিনি শান্তির সাথে কাজ চালাবেন। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী মাহ্‌দী নয়। তাই মার খেয়ে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা শুনে সবর করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। আর কুরআন তো বলেছে- ওয়াতাওয়াসাও বিলহাক্কি ওয়াতাওয়াসাও বিস্‌সব্‌র

দ্বিতীয়ত ঃ আমাদের কর্মীগণ দু'রকমের (১) একটা ক্ষুদ্র (২) একটা বিরাট আমরা যারা জীবন ওয়াক্‌ফ করেছি, আমরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র। আর আমরা আহ্‌লে সুফ্‌ফা। তবে বৈরাগী নই। কারণ।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

আমাদের কর্মীদের বিরাট অংশই হলো Volunteers-দের। যারা নিয়মিত কাজ করে। অথচ জামাত হতে একটা পয়সাও নেয় না। পথ খরচ আর সময় খরচের যদি একজন দক্ষ Mathmatician- হিসাবে করেন তবে অবশ্যই তাকে একটা বিরাট সময় ব্যয় করতে হবে।

এইতো সে দিনের কথা। ইন্দোনেশিয়া সফরকালে এক সভায় হযরত সাহেব MTA-এর ভূমিকা রাখার পর প্রশ্নোত্তরকালে একজন ধূর্ত পাকিস্তানী খুবই প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন করল, ২৪ ঘন্টার প্রোগ্রাম জারী করার অর্থ কে যোগান দেয়। কারণ আহমদীরা তো সদকা যাকাতের পয়সা যায় না। উত্তরে হুযূর বললেন, আপনি সম্ভবতঃ ইন্দোনেশিয়ার জামাতের কর্মকান্ড যা MTA-এর জন্য করে তা দেখেন নি। আর যদি সময় হয়, তবে লন্ডন যাতায়াতের পথ খরচ দিব। এসে দেখবেন, আমার বড়রাই নয়, ছাত্র-ছাত্রী কীভাবে নিজের খেয়ে স্কুলে কলেজ হতে MTA-এর কাজ করার জন্য সময় খরচ করে। সেখানে একজন অষ্ট্রেলিয়ার নও মোসলেমও ছিলেন। অথচ তিনি বল্লেন, আমি আকায়েদের কথা তুলছি না। কারণ আপনি তা বলেন নি। MTA-তে যেয়ে প্রোগ্রাম হয় তা খুবই উপকারী ও ইসলামিক। Non violen News Homoeopath ক্লাস, Handicrapst, বাদ্য ছাড়া নজম। সেখানে Amin Raisও ছিলেন। তাকে তিনি সরাসরি বল্লেন, এমন TV কেন চালু করেন নি। এই তো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারা। বাংলাদেশের MTA প্রতিদিন এক ঘন্টার প্রোগ্রাম পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকে। এই এক ঘন্টা প্রোগ্রামের জন্য জামাতের ছোট ও বড় পুরুষ ও মহিলারা কত ঘন্টা খরচ করেন সে অঙ্ক কে কষবে?

আবার এমন একদল আছেন যারা ওয়াকফে শামেল নয় আবার জামাতের ওহদদারও নাম অথচ তারাও অবিরাম সেবা করছেন। তাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যিনি অন্তর্যামী তিনি হিসাব রাখেন। বিল গেটের Computer-ভুল করেন বটে, তবে খোদার Computer-কখনও ভুল করে **লা ইউগাদিরু সগীরাতান ওয়ালা কবীরাতান** আমার আবেদন যে, ক্ষুদ্র হউক বা বিরাট কোন নেকীকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না। পবিত্র কুরআন বলছে ঃ

ওয়া মাঁইয়ামান মিযকালা যাররাতান খয়রাঁইরাহ্
ওয়া মাঁইমালা মিছকালা শার্‌রাঁইরাহ্

এক কবির একটি কবিতার দু'টি লাইন হলো

ছোট ছোট বালিকণা বিন্দু বিন্দু জল
গড়ি তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।

অন্য একটি বিশেষ বিষয় হলো, বিশ্বব্যাপী কাজ চলছে তার অর্থ কে যোগান দেয়? এটা একই রহস্যজনক ব্যাপার। কারণ আফগানিস্তানের বোমা বর্ষণ হতে শুরু করে ইরাকের অস্ত্র তল্লাশীর কথাই বলুন সবইতো হচ্ছে পয়সার লড়াই। এমন মুহূর্তে নিজের পকেট হতে একদিন নয়, দুদিন নয়, এক মাস নয়, এক বছর নয় বরং আহমদীগণ আজীবনই একটা নিয়মিত অংশ ষোল ভাগের একভাগ হতে শুরু করে এক তৃতীয় অংশ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আদায় করে থাকে। আগেই বলেছি, এরাই নিজের খরচ করে জামাতের সেবা করে। একটি পরিবারের সকল সদস্য তথা পুরুষ মহিলা এবং ছোটরাও চাঁদা আদায় করে থাকে। তাই জামাতে আহমদীয়ার আর্থিক কুরবানী এবং সময়ের কুরবানীর মূল্যায়ন করতে না পারায় এবং আমাদের Financial Sacrifice এর Structure পবিত্র কুরআনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত তা না বুঝার কারণে কেউ কেউ মনে করেন, এরা সম্ভবতঃ বিদেশীদের চর। বেশির ভাগই ইংরেজের চর মনে করে। কারণ মসীহ্ মাওউদ ইংরেজদের সে কাজের প্রশংসা করেছেন যা তারা ধর্মীয় কোন্দল দূর করার জন্য করেছেন। অন্যথায় তাদের খোদার সম্পর্কে এবং কাসরে সলীব সম্পর্কে এর মহান অবদান অনেক খোদাভীরুরা স্বীকার করেছেন। মহারানীর প্রশংসা তো এদেশবাসীও করেছেন।

এখন আমি আমার কথার শেষ পর্যায়ে পৌছেছি। আমরা একটি ঐশী জামাতের ক্ষুদ্র ও অতি নগণ্য সেবক। আমাদের সকল প্রকারের কাজই মহৎ। একজন আমীর যিনি একটা জামাত ও একটা দেশীয় জামাত পরিচালনা করেন, আর যারা সায়েকের কাজ করেন সবারই দায়ীত্ব মহান। তবে আমীরের কাজ ব্যাপক। কথাটা সহজে বুঝার জন্য উদাহরণ দিচ্ছি, একজন আমীর বা প্রেসিডেন্ট সে জামাতের সকল সদস্যেরই আমীর বা প্রেসিডেন্ট। লাজনা, আনসার ও খোদ্দামের তিনি প্রেসিডেন্ট। আর লাজনার সদর খোদ্দাম ও আনসারের সদর নন। অনুরূপ অপরাপর সংগঠনগুলোর অবস্থা। তবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমাদের গন্তব্যস্থল এক। আর আমাদের কর্মপদ্ধতির ধারা অতি সুশৃঙ্খল তাই ঝগড়ার কোন কারণ নেই। সাময়িক ভুল বুঝাবুঝি অস্বাভাবিক নয়। তবে একটা দেশের নেতা আমীর তাই তিনি তা সমাধান করবেন। নতুবা খলীফাতুল মসীহ্‌র নিকট বিষয়টি উত্থাপন হবে। তারপর দু'টি পথ খোলা থাকে স্বচ্ছ মনে এর ফয়সালা গ্রহণ করা। যদি মনপূতঃ না হয় তবে তা আল্লাহ্‌র উপর ছাড়তে হবে কারণ খলীফার হাতে বয়াত করে নিযামে জামাতে দাখেল থাকতে চাইলে সেখানে একই মাঠে দু'প্রকারের খেলা চলে না। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর এ হাদীসটি একটি মহান পথ নির্দেশ করে ঃ

যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলের নয়।

আমরা সাধারণতঃ মনে করি বড়রা ছোটদের প্রতি দয়া করবে আর ছোটরা বড়দের সম্মান করবে। বড়দের বেলায় তো বুঝা গেল, তবে ছোটরা তো অবুঝ তারা কীভাবে সম্মান করবে। তাই আমি বুঝি, বড়রা Wisdom-দেখাবেন, বিজ্ঞতা দেখাবেন আর অধীনস্থগণ সসম্মানে তার সহায়ক হবেন সহায়তা করবেন। ছোটদের সহায়তার বহু প্রয়োজন হয়। সময়মত সহায়তা না হলে ব্যঘাত ঘটে। যেমন আমার পানির দরকার। নিজে গেলে ব্যঘাত ঘটবে। আপনাদের সময় নষ্ট হবে। তাই এর মূল্য আছে।

এলাহী জামাতের কাজকর্মে কোন প্রতিদান নেই। পবিত্র কুরআনে নবীদের খেদমতের কথা রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। হযরত নূহ্ (আঃ) বলেছেন,

"হে আমার জাতি এর বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ চাই না, আমার পুরস্কার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নিকট নেই।

হযরত হূদও এ ঘোষণা দিয়েছেন- সালেহ্‌ও এ কথা বলেছেন। অপরাপর নবীগণও অনুরূপ ঘোষণা দিয়েছেন, আমরা কোন প্রতিদান চাইব না। নিজের বাহাদুরী বা প্রচারও চাই না আমাদের চাওয়া ও পাওয়া হলো ঃ

প্রভুহে! এ সামান্য কুরবানী কবুল কর। কবুল হবে মুত্তাকীদের কুরবানী। হযরত আদম (আঃ)-এর দুই সন্তানের কুরবানীর উপমা কুরআনে উল্লেখ আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের নিকট হতে কবুল করেন। আমিত্ব ত্যাগ করতে হবে। অহংকার পরিহার করতে হবে। নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতার গুণ সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কবি বলেছেন,

আমার মাথা নত করে দাওহে
তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
আমারে যেন না করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমার ইচ্ছা করছে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সৈয়্যদের প্রকৃত অর্থ নবী করীম (সঃ) করেছেন বড় সেবক। **সাইয়্যেদুল কাওমে খাদিমুহুম** আজ খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এক নবজগতের সূচনা ও সাড়া পড়েছে। এ মহাপরিকল্পনা আল্লাহ্‌র তৌহীদ, তাঁর বাণী পবিত্র কুরআন এবং কুরআনের বাহক ও সাধক হযরত খাতামান্নাবিঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূত ও পবিত্র শিক্ষাকে দিকে দিকে প্রচার করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বর্তমানে ১৭৬টি দেশে এ আলো সুপ্রতিষ্ঠিত। হযরত যীশুর এ উপদেশটির পুনরাবৃত্তি করে ইতি টানছি।

মন ফিরাও স্বর্গ রাজ সন্নিকট।

- **মাওলানা মাহমুদ আহমদ**
আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, অষ্ট্রেলিয়া

মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'

(৪র্থ কিস্তি)

ফাতেমীয়া ইমামত

শিয়া সম্প্রদায়ের ৬ষ্ঠ ইমাম জাফর আস্ সাদিক ইন্তেকাল করেন মদীনায় হিঃ ১৪৮/৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর দুই পুত্র ইসমাঈল ও মূসা আল্ কাজেমী। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলকে ইমামতের উত্তরাধিকার মনোনীত করা হলেও তিনি মারা যান পিতা বেঁচে থাকতেই। কাজেই, দ্বিতীয় পুত্র মূসা আল্ কাজিমীকেই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁকে মানতে অস্বীকার করে ইমামের বহু অনুসারী। এরা ইসমাঈলকেই গণ্য করে সপ্তম ইমাম রূপে এখান থেকে উৎপত্তি ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের, এদেরকে এজন্য বলা হয় সাবিয়াহ বা সাত ইমামী। এদের মধ্যেই পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ফাতেমীয়া ইমামত, যাকে ফাতেমীয়া খিলাফত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ইসলামী ইতিহাসে।

এ ফাতেমীয়া ইমামত প্রতিষ্ঠা লাভ করে তিউনিসিয়ায় ৯০৯ খৃঃ। সুন্নী সম্প্রদায়ের আগলাবী বংশের সুলতান জিয়াদত উল্লাহ্কে পরাস্ত করার মাধ্যমে এ ইমামতের সূচনা। ইসমাঈলীয়া মিশনারী 'শিয়াহ্' (আবূ আব্দুল্লাহ্ হোসেইন)-এর সফল প্রচারণার ফলশ্রুতিতে উত্তর আফ্রিকার একটি শক্তিশালী গোত্র 'কেতামা' ইসমাঈলীয়া ভাবাদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করে। এরা 'আহলে বায়ত'-এর ইমামত-এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠে। আগলাবী সুলতানের দুর্বল প্রশাসনের সুযোগে আবূ আব্দুল্লাহ্ সারা দেশে তার লোকদের নিয়ে জোর প্রচারণা চালায় ইমাম মুহাম্মদ আল্ হাবীবের নামে। তারা এ প্রচারণাও চালাতে থাকে যে, ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের যামানা এসে গেছে, অচিরেই তিনি জাহির হবেন। এভাবেই তারা জনগণের ভাবাবেগ আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। এরই শক্তি সঞ্চয় করে জিয়াদত উল্লাহ্কে সিংহাসনচ্যুত করে এবং আল্ হাবীবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। আল্ হাবীব মারা যাওয়ার সময়ে তাঁর পুত্র উবায়েদ উল্লাহ্কে ইমামত দান করেন এবং বলেন, 'তুমিই ইমাম মাহ্দী'। উবায়েদ উল্লাহ্ আল্ মাহ্দী 'মাহদীয়া' নামক একটি সুন্দর ও সুরক্ষিত শহর নির্মাণ করেন। স্পষ্টতঃই এ ইমামত ছিল স্বঘোষিত এবং জনগণের উপরে আরোপিত। অধ্যাপক টয়েনবী বলেছেন, "... Indeed the Katama's self-declared but unauthecticated Fatimid leaders were not content with repudiating the authority of the legitimate Sunni Abbasid Caliphs at Bagdad, but pretonded to the title of Caliphs themselves" (A study of History, vol. 71, p. 13)

এ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান আবূ তামিম সা'দ আস্ মুঈজ-এর আমলে (৯৫২-৭৫) মিশর অধিকৃত হয়। আল কাহিরা (কায়রো) নির্মীত হয় ঃ 'আল্ আজহার' (বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপিত হয়। মক্কা ও মদীনা পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। আল্ সুইজ আজানের মধ্যে একটি নতুন কথা সংযোজিত করেছিলেন ঃ 'হাঈ আলাল খাইরাল আমাল'। পরবর্তীকালে অন্য এক ইমাম এটা বাতিল করেন। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে মক্কা ও মদীনায় ফাতেমীয়দের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করা হয়। পাঁচ বছর পরে ইফ্রিকার জায়রিদ শাসক আল্ মুঈজ শরফ্ উদ্ দৌলাহ্ ফাতেমীয়া খিলাফতের আনুগত্য বর্জন করেন। এবং আব্বাসীয়া খলীফা আল্ কায়েম-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

উল্লেখ যে, এ ফাতেমী ইমামতের উদ্গাতা মাঈদ বিন হোসেইন আসলে হযরত ফাতেমার (রাঃ) বংশধর ছিলেন কি না, সে নিয়ে ঘোর বিতর্ক উঠেছিল। কেউ কেউ এঁহাতক বলেছেন যে, তিনি ছিলেন এক ইহুদীর সন্তান। ইমাম সূয়ূতিও ছিলেন এ মতের সমর্থক। তবে, ইবনে খলদূন বলেছেন যে, এগুলো সব পরবর্তীকালের বানোয়াট কথা। অবশ্য এটা ঠিক যে, এ ফাতেমীয়া রাজবংশ মুসলিম মানসের আনুগত্য লাভ করেছিল আহলে বায়ত এর নামেই। এ বংশের সুলতানরা কেউই নিজেকে খলীফাতুল মুসলেমীন অথবা আমীরুল মু'মেনীন বলে ঘোষণা দেন নি। তবে, তাঁরা বড় বড় উপাধি যে ধারণ করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। এঁদের দাবী ছিল, 'এঁরা ইমাম'। শিয়ারা ইমামতকে খিলাফতের চাইতে বড় মনে করে। এমন কি, এদের অনেকে মনে করে যে, নবুওয়তের উর্ধ্বে ইমামত এর মর্যাদা। অতএব, এদের রাজত্বকে যে ইতিহাসে খিলাফত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা গতানুগতিক অর্থেই করা হয়েছে। তাই, ফাতেমীয়া খিলাফতকে 'ফাতেমীয়া ইমামত' বলাই সঙ্গত, তা তাদের সেই ইমামত-এর ধারণাটা সঠিক হোক আর উদ্ভট হোক। অধ্যাপক হিট্টিও বলেছেন, As Shi'ites, the Falimid preferred the title imam to Caliph" (History of the Arabs, p.618, fr.1).

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, "ইমামত-এর প্রশ্নে শিয়ার বড়ই আবেগ তারিত। এরা মনে করে যে, হযরত আলীই (রাঃ) হলেন 'ইমামত' (খিলাফত)-এর প্রকৃত ওয়ারিস। এ ওয়ারিশ এর বিশ্বাসটা পাক-পাঞ্জাতন'-এর গন্ডীভুক্ত, অর্থাৎ, হযরত রসূলে পাক (সঃ) হযরত আলী ফাতেমা হাসান হোসেন (রাঃ)-এর রক্ত ধারাতেই প্রবাহিত এছাড়াও, শিয়াদের মাঝে আর যে ফের্কাগুলো আছে, যেমন, বাতেনীয়া, কারামাতিয়া ইত্যাদি এরাও সবাই ইমাম মাহ্দীর জাহির হওয়ায় বিশ্বাসী। শিয়ারা হযরত আবূবকর-উমর-উসমান (রাঃ) এমন কি, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সম্পর্কেও অযথা বিদ্বেষ পোষণ করে, কটুকাটব্যও করে। অথচ, এরূপ আচরণ কুরআন করীমের শিক্ষার পরিপন্থী। কেননা, এ সর্বমান্য ও শ্রদ্ধেয় আউয়ালীন ও সাবেকীনদের উপরে খোদা তো নিজে সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট (দ্রঃ -.৯ঃ ১৩০)।

সুন্নীদের মত শিয়ারও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে, সুন্নীদের 'মাহদী' তো এখনও আবির্ভূত হন নি। কিন্তু, শিয়াদের মাহ্দী জন্মগ্রহণ করেছেন বহুকাল পূর্বেই তবে এখনও গায়ের বা অপ্রকাশিত রয়েছেন। এবং তিনি কেয়ামতের পূর্বে আখেরী যামানায় জাহির হবেন।

ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কে শিয়াদের প্রধান দু'টি ফের্কার ধারণা দু'রকম। (১) ইসনা আশারিয়া বা ১২ (বার) ইমামে বিশ্বাসীদের সপ্ত ইমাম হচ্ছেন মূসা আল্ কাযিম। এদের একাদশ ইমাম হাসান আল্ আস্কারীর মৃত্যুর (৮৭৪ খৃঃ) পর ইমামত বর্তেছে তাঁর

শিশু-পুত্র মুহাম্মদ-এর উপরে। আল্ আসকারীর মৃত্যু ঘটে তাঁর পিতার মতই বন্দী অবস্থায়। বন্দী পিতাকে খুঁজতে গিয়ে শিশু মুহাম্মদ একটি বড় গুহায় হারিয়ে যায়। 'ইসনে আশারিয়া' ফের্কার অনুসারীরা মনে এ শিশুটিই ইমাম মাহ্দী এবং যথা সময়ে জাহির হবেন। তাঁর জাহির হওয়ার জন্য এ শিয়ারা সেই গুহা মুখে গিয়ে বহু শতাব্দীকাল ধরে কাদাকাটি করতো। সম্ভবতঃ এখনও অনেকেই করে। অন্ধকার গুহায় গায়েব হয়ে পাওয়া এ ইমামকেই বলা হয় আল্ মুন্তাজার (প্রতীক্ষিত), আল্ কায়েম হুজ্জতুল্লাহ্ ইত্যাদি।

(২) 'সাবিয়াহ্ বা ৭ (সাত) ইমামে বিশ্বাসী। এদের সপ্তম ইমাম হচ্ছে ৬ষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের বড় ছেলে ইসমাঈল। কিন্তু, ইসমাঈলের ইমামত বাতিল করেন তাঁর পিতা। তথাপি, এঁকেই ইমামরূপে মান্য করতে থাকে অনেকেই। এরাই ইসমাঈলীয়া। ইনিও সপ্তম ইমাম। এ হিসাবে শিয়াদের ৭নং ইমাম দু'জন। তবে, 'সাবিয়াহদের' এ ৭নং ইমাম ইসমাঈলই প্রকৃত ইমাম মাহ্দী। তিনি মারা গেলেও এ মরা সে মরা নয়। তিনি আসলে 'মকতুম' বা গুপ্ত অবস্থায় আছেন। এবং যথাকালে জাহির হবেন। এ ইসমাঈলীয়া ফের্কার অনুসারীরাই ফাতেমীয়া ইমামত খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ, হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করেই সূরা আহ্যাব-এর আয়াতে তাৎহীরাতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ .....

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٤﴾

"... হে আহলে বায়ত (নবী পরিবার)! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের থেকে সর্বপ্রকারের কলুষতা দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান।" (৩৩ঃ৩৪)।

এবং এ 'আহ্লে বায়ত' এর পরিধি আধ্যাত্মিক অর্থে অনেক ব্যাপক। যেমন, হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ 'সালমান আমার আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত।'

আমরা এবারে পাক ভারত উপমহাদেশের দিকে দৃষ্টি ফেরাবো এবং দেখতে পাব যে, মুসলিম ভারতের ও বাংলার বড় বড় শাসক সুলতান ও বাদশাহ্গণও তাদের সমকালীন খলীফাতুল মুসলেমীন-এর কাছ থেকে তাঁদের শাসন কর্তৃত্বের জন্য স্বীকৃতি ও সমর্থন গ্রহণ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ

১. হযরত উমর (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফত-এর আমলে ভারতীয় উপকূলবর্তী এলাকায় অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু, সেগুলো নানা কারণে প্রকৃত অর্থে সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। উমাইয়া খিলাফতের শাসনামলে সিন্ধু বিজয় করেন মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খৃষ্টাব্দে। বলাই বাহুল্য, ভারতের বিজিত এলাকাসমূহ তখনই সর্বপ্রথম 'দারউল ইসলাম এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং তা শেষ উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদ বিন মারওয়ান (৭৪৪-৭৫০ খৃঃ) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

২. ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফত-এর প্রতিষ্ঠার পর খলীফাতুল মুসলেমীন আল মানসুর (৭৫৪-৭৭৫)-এর আমলে সিন্ধু আব্বাসীয়দের অধিকারে আসে। পরবর্তীকালে কান্দাহার, মুলতান এবং কাশ্মীরী এলাকা পর্যন্ত দার-উল- ইসলামের আওতাভুক্ত হয়।

৩. আমরা বলে এসেছি যে, গজনবী সুলতান বুৎ শিকব মাহমুদকে আব্বাসীয় খলীফা আল কাদির বিল্লাহ্ (৯৯১-১০৩১) ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেন এবং তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করেন। খলীফাতুল মুসলেমীন-এর স্বীকৃতি ও উপাধি প্রাপ্তির এ কল্যাণময় ঘটনাকে খুব ঘটা করে উদযাপন করেছিলেন সুলতান মাহমুদ। ...

Mahmud publicly celebrated the occasion by wearing the new Khilat (robe) and declaring his allegiancd to the successor of the Prophed of God." (Hafez Malik : Moslim Nationalism In India and Pakistan, p. 10).

সুতরাং এ কথাটা কোনমতেই ঠিক নয় যে, সুলতান মাহমুদ খলীফাকে মান্য করেন নি, এবং তিনি খলীফাকে অবজ্ঞা করেছেন, এমনকি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছেন ঃ যেমনটা বলেছেন, পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু 'he ignored and was tauntad the Khalifa' (The Discovery of India, p. 223)

৪. মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬)-এর আমলে দার-উল-ইসলাম উত্তর ভারতের সর্বত্রই বিস্তার লাভ করে বিহার ও বাংলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ঘোরী থেকে নিয়ে ১৮৫৭ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলো মুসলিম নৃপতিরা। আইনতঃ দিল্লীর সালতানাত খিলাফতের আওতাভুক্ত ছিল।' বাগদাদে আব্বাসীয়া খিলাফতের সিলসিলা সমাপ্ত হয়ে গেলেও দিল্লীতে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য বজায় ছিল। (প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ১০ সূত্র ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী ঃ The Administration of the Sultanate of Delhi, p. 19 ft.)

৫. শামসুদ্দীন আল্তামাশ দিল্লীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ১২১০ খৃষ্টাব্দে। আল্ তামাশ বাগদাদের খলীফার কাছ থেকে স্বীকৃতির সনদ লাভ করেন এবং 'খিলাত'-এ ভূষিত হন। খিলাফতের স্বীকৃতিকেই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ সম্মান বলে মনে করতেন ভারতের রাজা বাদশাহ্রা। First real sovereign of India claimed no other higher honour than that of being the lieutenant of the Caliph" (পাগুক্ত ঃ সূত্র al Jumyani, op. cit., p. 161) গজনবী ও ঘোরী সুলতানদের অনসুরণে আলতামাশ ও মুদ্রার উপরে কলেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ খোদিত করার প্রচলন রেখেছিলেন। সেই সাথে আমীরুলু মু'মিনীন-এর নামও। সূত্র ঃ (Stanley Lane Poole : The coins of the Sultans of Delhi in the British Museum (See Ifid) ঃ Sultan Iltutmish (i-e Altamas) had sought and obtained recognition and a rob of investiture from the Abbaside Khalifa Al Mustasim Billah, which arrived at Delhi in Rabiul Awal 626, February 1229." (Mohammad Mohor Ali : History of the Muslims of Bengal' p. 92

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ বর্বর মঙ্গলদের হাতে আব্বাসীয় খলীফা আল্ মুসতাসিম বিল্লাহ্ নিহত হওয়ার পরও তাঁর নাম দিল্লীর মুদ্রায় খোদিত হত। এবং তা অব্যাহত ছিল দাস বংশের শেষ সুলতান মুইজ্জ্ উদ্ দীন কায়কোবাদ (১২৮৭-১২৯০) পর্যন্ত।

ইতোমধ্যে, খলীফার জন্য নির্দিষ্ট যিল্লিল্লাহ্ পদবীটিও কোন কোন সুলতান কর্তৃক ব্যবহৃত হতে থাকে। (চলবে)

- শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

সূরা আল্‌ফাতিহা -১

[মক্কা ও মদীনায় অবতীর্ণ। বিসমিল্লাহ্ সহ ৭ আয়াত ও এক রুকূ ফাতিহা অর্থ যা দিয়ে খোলা হয়]

১নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ বি - সাথে, **ইস্‌ম** - নাম বা গুণ, **আল্লাহ্** - আল্লাহ্‌র মৌলিক নাম অর্থাৎ সমস্ত গুণের আধার।

আল্ - মা'রিফা। নির্দিষ্ট অর্থ বুঝাতে ইস্‌মে (বিশেষ্য) সিফত(বিশেষণ)-এর পূর্বে ব্যবহৃত হলে অর্থ হয় টি, টা, খানি, খানা ইত্যাদি আর যখন 'ইস্তিগরাক' অর্থে ইস্‌ম ও সিফত-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন এর সবটাই বুঝায়।

রহমান - পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী

রহীম - বার বার কৃপাকারী

অনুবাদ - আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

২নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ আল্ হামদু- সকল প্রশংসা, **লিল্লাহ্** - আল্লাহ্‌র জন্যে, **রব্ব** - প্রভু-প্রতিপালক, **আলামীন**- বিশ্বজগত।

অনুবাদ - সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

৩নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ মালিক - কর্তা, মালিক, **ইয়াওমিদ্দীন** - বিচার দিন।

অনুবাদ - পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী। বিচার দিনের মালিক।

৫নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ ইয়্যাকা - তোমারই, **না'বুদু** - আমরা ইবাদত বা উপাসনা করি।

ওয়া - এবং, ও, আর ইত্যাদি। **'ওয়াও'** হরফটি স্থান বিশেষে **ওয়াও আতিফা** অর্থাৎ এবং, ও, আর সংযোজক অব্যয় অর্থে, **ওয়াও হালিয়া** অর্থাৎ অবস্থা বুঝাতে এবং **ওয়াও কাসমিয়া** অর্থাৎ কসম খাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এস কুরআন শিখি

নাসতা'ঈন - আমরা সাহায্য চাই।

অনুবাদ - আমরা তোমারই ইবাদত ও উপাসনা করি আর তোমারই নিকট সাহায্য চাই।

৬নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ ইহ্‌দিনা - তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দাও বা চালাও, **আস্ সিরাত** - পথ, **মুস্তাক্বীম** - সরল-সুদৃঢ়।

অনুবাদ - তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও।

৭নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ আল্লাযীনা - যারা, তারা, **আনআমতা** - তুমি পুরস্কৃত করেছো, **আলায়হিম** - তাদের ওপর, তাদেরকে, **গয়ের** - ব্যতীত, ছাড়া, **আল্‌মাগদুব** - ক্রোধগ্রস্থ, **আয্‌যাল্লীন** - পথভ্রষ্ট।

অনুবাদ - তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়েছ, যারা ক্রোধগ্রস্ত হয় নি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়-নি।

(**টীকা**- সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে অনুচ্চস্বরে 'আমীন' অর্থ তা-ই যেন হয় বা তথাস্তু বলতে হয়। খুব বেশি শব্দ করে বা মনে মনে পড়া ঠিক নয়)

সূরা আল্‌বাকারাহ্ - ২

[মদীনায় অবতীর্ণ। বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭টি আয়াত ও ৪০টি রুকূ আছে। বাকারাহ্ অর্থ গাভী]

১ম আয়াতের অনুবাদ -

আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময় অযাচিত অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

২নং আয়াতের অনুবাদ -

আলিফ লাম মীম্। এগুলো হুরূফে মুকাত্তায়াত বা শব্দ-সংক্ষেপণ। প্রত্যেক ভাষায়ই এ রীতি প্রচলিত। কুরআন মজীদের ২৮টি সূরার প্রারম্ভে এ প্রতীকী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ন্যায় এর অর্থ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) করেছেন **আনা আল্লাহু** আ'লামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

৩নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ যালিকা - এ, এটা, **আল্‌কিতাব** - পরিপূর্ণ গ্রন্থ, **লা রায়বা** - নেই কোন সন্দেহ, **ফীহে** - এতে। **হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন** মুত্তাক্বী অর্থাৎ খোদা-ভীরুগণের জন্যে হেদায়াত (পথ-নির্দেশক)

অনুবাদ - এ সেই পূর্ণাঙ্গ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়াত বা পথ-প্রদর্শক।

৪নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ আল্লাযীনা - যারা, **ইউ'মিনূনা** - ঈমান (বিশ্বাস) আনে, **বিলগয়বে** - অদৃশ্যে, **ওয়া ইউক্বীমূনা** - এবং কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করে, **আস্‌সালাত** - সালাত (নামায), **ওয়া মিম্মা** - এবং তাথেকে যা, **রযক্বনাহুম** - আমরা তাদেরকে যে রিয্‌ক (জীবনোপকরণ) বা যা দিয়েছি, **ইউনফিকূন** - তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে।

অনুবাদ - যারা গায়েবের (অদৃশ্যের) প্রতি ঈমান আনে ও নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে।

৫নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ ওয়াল্লাযীনা - আর যারা, **ইউ'মিনূনা** - ঈমান আনে, **বিমা** - এর উপরে যা, **উনযিলা** - নাযেল বা অবতীর্ণ করা হয়েছে, **মিন ক্বাবলিকা** - তোমার পূর্বে, **ওয়া বিল আখিরাতি** - এবং আখিরাতে অর্থাৎ পরকালে, **হুম ইউ'ক্বিনূন** - তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

অনুবাদ - এবং যারা তার ওপর ঈমান আনে যা তোমার প্রতি নাযেল করা হয়েছে ও যা তোমার পূর্বে নাযেল করা হয়েছিল। আর আখিরাতে তারা দৃঢ়-বিশ্বাস রাখে।

৬নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ উলা-ইকা - এরাই, **'আলা** - ওপরে, **হুদাম্মির রব্বিহিম** - তাদের প্রভু-প্রতিপালকের হেদায়াতে, **ওয়া উলা-ইকা** - এবং এরা, **হুমুল মুফলিহুন** - এরাই সফলকাম।

[টীকা ঃ (') চিহ্ন দিয়ে ('আইন)-এর উচ্চারণ বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে]

অনুবাদ - এরাই এদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম।

৭নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ ইন্নাল্লাযীনা কাফারু - নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে, **সাওয়াউন 'আলায়হিম** - তাদের জন্যে সমান, **আ আনযারতাহুম** - তাদেরকে যদি তুমি সতর্ক কর, **আমলাম তুনযিরহুম** - অথবা তুমি যদি তাদেরকে সতর্ক না কর, **লা ইউ মিনূন** - তারা ঈমান আনবে না।

অনুবাদ - নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে তুমি সতর্ক করা বা সতর্ক না করা তা তাদের জন্যে সমান। তারা ঈমান আনবে না।

৮নং আয়াত

শব্দার্থ ঃ খাতামাল্লাহু - আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন, **'আলা কুলূবিহিম** - তাদের হৃদয়ে,

ওয়া 'আলা সাম'ইহিম - এবং তাদের কানে, **ওয়া 'আলা আবসারিহিম** - এবং তাদের চোখে, **গিশাওয়াতান** - পর্দা, **ওয়া লাহুম** - এবং তাদের জন্যে রয়েছে, **'আযাবুন 'আযীম** - এক মহা আযাব।

অনুবাদ - আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে ও তাদের কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে রয়েছে পর্দা এবং তাদের জন্যে রয়েছে এক মহাআযাব (অর্থাৎ শাস্তি) (*১ম রুকূ শেষ*)।

টীকা ঃ কুরআন পাঠ করার পূর্বে পাক-পবিত্র অবস্থায় মাথা ঢাকতে হয়। যখনই কুরআন পাঠ করা হয় আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী তা'আব্বুয পাঠ করা হবে (সূরা আল্ নাহল ঃ ৯৯) তা'আব্বুয হলো **আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বনির রজীম (আ'উযুবিল্লাহ্**- আমি আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি। **মিনাশ্শায়ত্বন** - শয়তান থেকে, **রজীম** - বিতাড়িত) আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি। (চলবে)

সংকলন ঃ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

উযকুরূ মওতাকুম বিল খায়রে

স্মরণীয়দের একজন

আমি তখন বেশ ছোট। ক্লাস ফোর / ফাইভের ছাত্র, শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছলিম উল্লাহ্ সাহেব তখন আমাদের গ্রাম দুর্গারামপুরে অবস্থান করেন। চাকুরী করতেন। তিনি তখন থেকে আজ অবধি যার যার কাছে পরিচিত তাদের সবার কাছেই অতি আদরের, অতি শ্রদ্ধার। আমাদের গ্রামের আহমদীদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এ গ্রামের নন আহমদীসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছেও তিনি ছিলেন অতি প্রিয় এক আপনজন। তাঁর মিষ্টি ভরা কথা, নযমের প্রাণকারা সুর, চাপদাড়ি, মুখের অকৃত্রিম হাসি আর সহজ সরল ভাষার প্রাণোচ্ছ্বাস বক্তৃতা ভালবাসে নি এমনটি কেউ ছিলেন বলে আমার জানা নেই। শারীরিক মানসিক ও কায়িক ক্ষেত্রে তখন ছিল তাঁর যৌবনকাল। শরীরে সরিষার তেল মেখে কাঁধে গামছা ঝুলিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে, ক্ষাণিকটা হেঁটে, খোলা নদীর ঘাটে, নির্মল নীল জলে সাঁতরিয়ে গোসল করাটা ছিল তাঁর এক শখ। আসা যাওয়ার পথে তিনি কাউকে দু' একটি কথা বলতেন আর আমাদেরকে হাদীস ও কুরআনের পুণ্যময় বাণী, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর অমৃত উদ্ধৃতি ও জামাতের বুযুর্গানের ত্যাগ-তিতীক্ষার বেনজীর ঘটনাবলী শুনাতেন। যার কারণে আমরা কতিপয় খাদেম তাঁর বড়ই আশেক ছিলাম। তাঁকে সময়মত খাওয়ানো, ওযূর পানি আর গোসলের জন্য তেল সরবরাহের কাজে আমরা সদা তৎপর থাকতাম। তখনই তাঁর খ্যাতনামা নযমসমূহ যেমন, কেন ওরে ইসলাম, ঈদে মিলাদুন্ নবী, 'ওরে আহমদী ভাই ইত্যাদি তিনি রচনা করেন। আর আমাদেরে ডেকে ডেকে এসব নযমের দু'/এক লাইন সুর করে শুনাতেন। সে কী স্মৃতিকথা! যা আজও স্মরণ হলে হৃদয়-মন আপ্লুত হয়ে উঠে। এসব সৃষ্টির গৌরবে কবি নিজেই অজ্ঞাতে কেঁদে ফেলতেন। তাঁর এ সৃষ্টি নযমের মায়া মোহ সুর আজও জলসার নবীন-প্রবীণ শ্রোতাদেরকে বিভোরভাবে তন্ময় করে। নযমগুলো শুনলে মনে হয় যেন আজও সত্যের সেই একনিষ্ঠ সাধক শ্রদ্ধেয় মাওলানা আমাদের অতি নিকটেই আছেন।

মূলতঃ কবির এসব দিক নিয়ে লেখা আমার আজকের উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তখনকার তাঁর একটি উদ্ধৃতি নিয়ে লেখা যা প্রায়শই আমার স্মরণে পড়ে। আর তা হলো ঃ সেদিনের এক সন্ধ্যায় শ্রদ্ধেয় মাওলানাকে বেশ ঘটা করে বললাম, খালু! (সম্পর্কে তিনি আমাদের খালু হতেন) আজ আমরা এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিয়ে খেয়ে এলাম। মাওলানা চুপচাপ। প্রতি উত্তরে তিনি কিছুই বললেন না বরং নিবিষ্টচিত্তে উদাস মনে কেবলই পান চিবোচ্ছেন। ভাবছিলাম, আমাদের কথায় তিনি প্রফুল্লচিত্তে অনেক মিছাল দিয়ে অনেক কিছু বলবেন। কিন্তু না, ব্যাপারটা হলো তার উল্টো। তিনি ঠাঁয় নীরব বসে রইলেন। পরিস্থিতি দেখে আমরা একটু অবাক হলাম। কিছু সময় পর মাওলানা বললেন, "আমি আপন মনে এতক্ষণ একটা কথা ভাবছিলাম।" আমরা বললাম, "কি কথা, একটু বলবেন কি?" তিনি বললেন, "আমি এতক্ষণ যা নিয়ে ভাবছিলাম তা হলো ঃ বিয়ের অনুষ্ঠান মালার সাথে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী এবং তার সত্যতার বিজয়ের একটা গভীর মিল রয়েছে।" আমরা একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, ব্যাপারটা কেমন? একটু বুঝিয়ে বলবেন কি? মাওলানা মুখের পানটুকু ত্বরা করে চিবিয়ে মুখে আঙ্গুল ঘষা দিয়ে সেই পান শেষ করে বললেন, তবে বলছি শোন ঃ

বিয়ে হলো অচেনা-অজানা দু'টি পক্ষের মধুর ভালবাসার এক অকৃত্রিম বন্ধন। এখন বর পক্ষ তাদের বরকে চমৎকার সাজে সাজিয়ে গহণাপত্র সহ হাড়ি ভরা মিষ্টি নিয়ে ঢাক ঢোল

পিটিয়ে কনেকে গ্রহণ করার জন্য ছুটে আসে। আর কনে পক্ষও তার সাধ্য-সাধনা মতে গেইট সাজিয়ে পাতিল বোঝাই কোরমা পোলাও রান্না করে বর বসানোর মঞ্চ সাজিয়ে বর আসার আশায় বসে থাকেন। কিন্তু যেইমাত্র বর আগমনের খবর হলো এমনিতে পাড়ার কতগুলো আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় বাঁদর ছেলেমেয়ের দল বিয়ের ব্যাপারটাকে প্রাধান্য না দিয়ে অর্থ পাওয়ার লোভে ফিতা ধরে বর আগমনের পথ রোধ করে ফটক আট্‌কিয়ে দাঁড়ায়। তারা টাকা বিনে কিছুতেই বরকে ভিতরে ঢুকতে দিবে না। অথচ বিয়ে কিন্তু হবেই। যদিও বা তারা বরকে ঢুকতে দিক্ বা না দিক। কেননা বর এবং কনে উভয় পক্ষই বিয়ে বন্ধনে রাজি। শুধুমাত্র কবুল বলাটুকুই বাকী। বিয়ে পড়াতে কাযী সাহেবও এসে হাজির।

বিবাহের এসব অনুষ্ঠানাদির সাথে ইমাম মাহ্‌দী হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী ও তাঁর বিজয়ের ব্যাপারটারও হুবহু মিল রয়েছে। যেমন এখানে বর হলো ঐশী প্রতিনিধি জামানার মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) আর বরের সাথের বরযাত্রীগণ হলেন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিয়োজিত স্বর্গের ফিরিশ্‌তাকুল এবং ঢোল-ঢাক্কর ও গহণাপত্র হলো সেই বরের পক্ষের ইলাহী নিদর্শন ও প্রাক নবী রসূলগণের দেয় ভবিষ্যদ্বাণী। আর কনে পক্ষ হলো সেসব নির্মল আত্মার আদম সন্তান যারা স্বর্গ-মর্ত্য আসার আশায় দীর্ঘদিন থেকেই ভাবছিলেন। এখানে কাযী হলো হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর প্রদেয় ভবিষ্যদ্বাণী যা দিনে দিনে বাস্তবায়িত হয়ে চলছে এবং কোরমা পোলাও হলো সেই বরের অনুসারীগণ কর্তৃক আল্লাহ্ রাস্তায় উৎসর্গীকৃত মালামাল। সবশেষে যারা বাকী রইল তারা হলো সেই ফটক অবরোধকারী অর্থলোভী দুষ্ট ছেলের দল অর্থাৎ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) যাদের কথা বলে গিয়েছেন-সেই বিরুদ্ধবাদীর দল। হাদীসে এসেছে, "সমকালীন আলেম ওলামাগণই দাবীকৃত সেই মসীহের প্রধান বিরুদ্ধাচরণকারী হবে অর্থাৎ তারাই হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর বিজয় পথের ফটক অবরোধকারীর দল। তারা তাদের ফতওয়ার দ্বারা ফুৎকার দিয়ে সেই বরকে উড়িয়ে দিবার চায়। কিন্তু ইসলামের সেই পুণ্যবর টাকার পরিবর্তে হাদীস কুরআনের অমৃতবাণী দিয়ে তাদেরকে বুঝাবার চান যে, তিনিই আয়োজিত এ বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রকৃত বর, ধর্মের প্রধান সংস্কারক। কিন্তু তারা তাতে আপোষ করবার চায় না। যেমনটি চায়না সেই দুষ্ট ছেলের দল গেইট থেকে সরে দাঁড়াতে। পরিশেষে হৈ চৈ এর মাঝে বাড়ীর দু' একজন মুরব্বী মাতব্বর এসে যেমন ছেলেমেয়েদেরকে থায়-থাপ্পর মেরে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনে, ঠিক সেই একই নিয়মে খোদা ও তাঁর প্রিয় প্রেরিত বরকে হেফাযত করার জন্য আকাশ থেকে আজব সব আযাব-গযব প্রেরণ করছেন মসীহের বিজয় পথে বাধা সৃষ্টিকারী দুষ্টের দলকে দমন করার জন্য। কিন্তু গেইটে যত বাধা-বিপত্তি কিংবা হুল্লুরই থাকুক না কেন পাত্র-পাত্রী মিলনের মাধ্যমে বিয়ে-পর্ব সম্পন্ন হওয়া যেমনিভাবে নিশ্চিত তেমনিভাবে নিশ্চিত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী ও তাঁর সত্যতার বিজয়ের। এ ব্যাপারে যত কঠিন যত বিরাট ও শক্তিশালী বিপত্তিই থাকুক না কেন স্বর্গে যে সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে তা অবশ্য অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তা কেউ রোধ করতে পারবে না। পরিণামে দ্বার পথে বাধা সৃষ্টিকারীগণ যেভাবে বিয়ের পর্ব হতে বঞ্চিত হয়ে পলায়ন করে ঠিক সেভাবেই বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হবে সেই বিদ্রোহীগণ যারা আজ মসীহ্ (আঃ)-এর কর্মের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াব-ার চায়।

মাওলানার চমৎকার চিন্তার সেই মজাদার উদাহরণটি নীরবে নিভৃতে আজও মাঝে মাঝে স্মরণে পড়ে। মনে মনে ভাবি, তাঁর সে কি পুণ্যময় চিন্তা-চেতনা, কত গভীর ভালবাসার সে ভাবনা, কত সত্য সেই কল্পনা, আজ মুহূর্তে মুহূর্তে সেই কল্পনা সত্য হয়ে চলছে। আজ হতে শতবর্ষ পূর্বে যুদ্ধ প্রিয় এ বিশ্বে যিনি যুদ্ধকে রহিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন আজ সে ঘোষণাকেই কোটি কোটি মানুষ সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে শ্লোগান উঠছে, আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই, আমরা ধ্বংস চাই না গড়তে চাই। এ আর্তনাদ যা মূলতঃ সেই সত্যেরই বহির্প্রকাশ মাত্র। হে অচেতনগণ! আসুন এ সত্যের দিকে। মানুষের সাথে খোদার মিলনানুষ্ঠান বড় ধুমধামের সাথে আজ কাদিয়ান গাঁয়ে সম্পন্ন হতে চলছে। আপনারা সেই অনুষ্ঠানের বরযাত্রী হোন। অন্যথায় আপনাদের আর্তনাদকে পৃথিবীর আর কেউ থামাতে পারবে না। আর কেউ তাকে উপশম করতে পারবে না। আমরা আকাশে ও মর্ত্যে, সাগর ও পর্বতে রবি ও শশীতে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলছি যে, স্বর্গ থেকে শান্তির এক বর এসেছেন যিনি সকল ধর্মের সকলকে একই খোদা ও একই রসূলের ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান কিন্তু জগদ্বাসী তাঁর প্রতি বড়ই উদাসীন। যার কারণে আমরা খুবই ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কারণ ঃ ... যখনই কোন দলকে উহাতে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হইবে। উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল কিন্তু আমরা (তাহাকে) মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এবং আমরা বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্ কোন কিছু নাযেল করেন নাই," তোমরা অবশ্যই এক স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত ব্যতীত নও। এবং তাহারা (আরো) বলিবে, "যদি আমরা শুনিতাম এবং অনুধাবন করিতাম তাহা হইলে আমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না" (সূরা আল্ মুল্‌ক ঃ ৯-১১)।

ইহা প্রকৃষ্ট সত্য যে, কারো ভাগ্যে এই প্রজ্জ্বলন নির্ধারণ হওয়ার মাঝেই হচ্ছে সে জীবনের ইহ ও পরকাল উভয় অধ্যায়েরই সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া। এমনজনকে কদাচ জীবিত বলা যায় না। সে জীবস্মৃত। সুতরাং "সত্য সকলেরই প্রাণের কথা, সত্য সংবাদ ঈশ্বর বিশ্বাসীদের হারানো সম্পদ যেখানেই এর সন্ধান মিলে সেখান থেকেই তা কুড়িয়ে নেয়া উচিত।" (সৌজন্যে ঃ মৌলানা আল্লামা জিল্লুর রাহমান)

তাই হে বন্ধুবর। আপনার সমীপে আমি সেই সত্যেরই সংবাদ দিয়ে গেলাম, যে সত্য মানুষকে অনিন্দ্যসুন্দরে সৌন্দর্যময় করে। আশা করি আপনি আমার এ বিনীত আহ্বানের প্রতি খেয়ালী হবেন এবং জীবনকে স্বর্গের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টা করবেন। হে রব্বে যুলমিনান! তুমি এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে সত্য গ্রহণে আকৃষ্ট করে তোল, (আমীন)

- মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

ছোট কিন্তু প্রাণবন্ত
'পড়া লেখা জানা ও না জানা'

সনটি স্মরণ নেই। শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা সপ্তাহ পালন করছে। এতে কৃষি বিভাগ থেকে আমাকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয়। সুষ্ঠুভাবে কাজ সমাধানের জন্য কয়েকটি সাব কমিটি করা হয়। আমাকে যে সাব কমিটিতে রাখা হয় এর চেয়ারম্যান করা হয় ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে। এ সময় কমিটির কাজ ছিল প্রাইমারী শিক্ষাকে কীভাবে জোরদার করা যাবে তা পেশ করা।

কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রখ্যাত নাট্যকার নূরুল মোমেন সাহেব চেয়ারম্যান সাহেবের অনুমতি নিয়ে বল্লেন- "আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পড়ালেখা জানতেন না। তাই পড়ালেখার জন্য আমাদের ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই"। একথায় সবাই চুপচাপ হয়ে গেলেন। তখন আমি চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে বল্লাম, 'আমাদের নবী (সঃ) পড়ালেখা না করেও বিশ্ববাসীকে কুরআনের মত কিতাব দিয়েছেন। এরূপ কিতাব যারা দিতে পারবেন তাদের পড়ালেখা করার জন্য আমাদের ব্যস্ত হওয়ার কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না'। তখন নূরুল মোমেন সাহেব আমার কাছে এসে বল্লেন, অনেকদিনের প্রশ্নের উত্তর পেলাম আজ। আপনাকে শুকরিয়া জানাই।

নবীগণ প্রদত্ত কিতাবাদি বুঝার জন্য পড়ালেখা জানতে হবে সেকথা বলা হয়েছে কুরআন নাযিলের প্রথম পাঁচটি আয়াতেই।

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কুদরতে সানিয়া-এর পঞ্চম বিকাশ
হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর সম্বন্ধে ঐশী নিদর্শনাবলী

জামাতে আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস (আঃ)-এর কয়েকটি ইলহাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর পবিত্র সত্তার সত্যায়নকারী।

- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, কয়েক বছর পূর্বে একবার আমি দিব্য-দর্শনে (আমার) এ ছেলে শরীফ আহমদ সম্বন্ধে বলেছিলাম, "এখন তুমি আমার স্থলে বস আর আমি যাই" (তাযকিরাহ্, ৪৮৭ পৃষ্ঠা)।
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর পবিত্র ও কল্যাণময় সত্তা **রিজালুম মিন্ ফারেস** এর দীপ্তিমান সাক্ষী হওয়ার ছিল নিজের সম্মানীত নাম "মাসরূর আহমদ" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামী নাম। ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ইলহাম হয়েছে-
- **ইন্নি মায়াকা ইয়া মাসরূর** 'হে মাসরূর! আমি তোমার সাথে আছি।
- **ইন্নি মায়াকা ওয়া মায়া আহলেকা, আহমিল আও যারাকা** অর্থাৎ আমি তোমার ও তোমার পরিবারের সাথে আছি। আমি তোমার বোঝা বহন করবো॥
- "আমি তোমার সাথে আর তোমার সকল প্রিয়জনদের সাথে আছি।"
- **আজিবাত দাওয়াতুকা**-"তোমার দোয়া গৃহীত হয়েছে"॥
- **সানুরীহিম আয়াতিনা ফিল আফাক্বি ওয়া ফি আনফুসিহিম**-অচিরেই আমরা তাঁকে নিদর্শনাবলী দেখাবো চারপাশ থেকে এবং স্বয়ং তার থেকে (তাযকিরাহ্, চতুর্থ সংস্ককরণ পৃষ্ঠা ৭৪০)।
- **সত্য প্রশ্ন** ঃ শরীফ আহমদকে পাগরী বাঁধা অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম যে, সে পাগরী বাঁধা অবস্থায় আছে। আর দু'ব্যক্তি তার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। একজন শরীফ আহমদ এর দিকে ইশারা করে বললো ঃ "ওহ বাদশাহ আয়া" অর্থাৎ সেই বাদশাহ্ এসেছে। অন্যজন বললো ঃ এখন তো সে কাযী হবে- আভী তো উসনে কাযী বাননা হ্যায়" তিনি (আঃ) বলেছেন, কাযী বিচারককেও বলা হয়। কাযী তিনিই যিনি সত্যের সমর্থন করেন আর মিথ্যাকে দূরীভূত করেন (তাযকিরাহ্ চতুর্থ সংস্করণ, ৬৯১ পৃষ্ঠা)।

  আর যখন তার জন্ম হলো, যে সময় আমি দিব্য-দর্শনের জগতে দেখলাম আকাশ থেকে একটি টাকা অবতীর্ণ হলো আর আমার হাতে রাখা হলো। তাতে লেখা ছিলো-**মুআমারুল্লাহা** (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দীর্ঘ জীবন দেয়া হয়েছে)।
- **আম্মারাহুল্লাহু 'আলা খিলাফিত্তাওয়াক্কু-আম্মারাহুল্লাহু 'আলা খিলাফত্তাওয়াক্কু মুরাদুকা হাছিলুন আল্লাহু খাইরুন হাফিযান ওয়া হুয়া আরহামুর রাহেমীন**- (তাযকিরাহ্ ১ম সংস্করণ, ৬৬৬ - ৬৬৭ পৃষ্ঠা)।

(মাসিক আনসারুল্লাহ্, মে, ২০০৩ সংখ্যা থেকে অনূদিত)।

- আহমদ তারেক মুবাশ্বের

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

কবিতা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) স্মরণে

কে বলে তুমি নেই
জীবন্ত রবে তুমি চিরদিন।
আকাশে বাতাসে কহে সে কথা
হে আমীরুল মু'মিনীন।
রাত্রি নিঝুম আঁখি পাতে নাহি ঘুম
তোমার স্মৃতিকে স্মরি।
আঁখি জলে রচি গাঁথা
জেগে আজ বিভাবরী ॥
যত কাল রবে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা
জল বায়ু পৃথিবীর
গাহিবে সদা তব জয় গীতি
হে চির অমর তাপস বীর!
তোমার স্মৃতি মোরে করেছে পাগল
নিশি জেগে তাই গাহি তব জয় গান।
যাঁর সাধনায় হয়েছে ভুবনে
নবীন সূর্যোদয়॥
জীবন-সিন্ধু মথি ধরা তলে
আনিবারে দীন ইসলামের সেই ঈদ।
দিবানিশী তুমি ছিলে নিমগ্ন
চোখে ছিল নাকো তব নিদ॥
বড় ব্যথা ভরা মনে রচি আমি গাঁথা
হে অমর তাপস!
দক্ষিণা সমীরণ গেয়ে ফিরে সদা
তোমার কৃতী-যশ॥
ভুলিবে না বাংলার মানুষ
আহমদী ভ্রাতা-ভগিণী যত।
হৃদয় দুয়ার খুলে দিয়ে তুমি
মুছে দিয়েছো শোক তাপ দুঃখ বেদনা শত॥
তব স্মৃতি বিজড়িত বাংলার মাটি
ধূলিকণা অণু-পরমাণু বায়ু জল।
ঢাকা, চট্টগ্রাম, বি.বাড়ীয়া, নারায়ণগঞ্জ,
আহমদনগর, উথলী, আরো কত অঞ্চল॥
মনে পড়ে, অত্যাচারী জিয়াউল হকের ফরমান
পদতলে ফেলি তুমি।
আল্লাহ্‌র রাহে করিলে হিজরত
ত্যাগি স্বদেশ ভূমি॥
তাই করুণ কণ্ঠে গাহি জয় গান
বাজে আজি মোর বীন।
যাঁর ত্যাগে ধরাধামে আজিকে
উদিত নবীন দিন॥
কে যেন মোরে ডেকে কয়ে গেল
বাজাও বাঁশরী শুনুক জগজ্জন।
দীনের তরে দুঃখ বেদনা সহি
সেবা জীবন রেখেছে পণ॥
হে আমীরুল মু'সলেমীন!
তুমি চলে গেছ রেখে গেছ স্মৃতি অম্লান
শোধিবারে নহে কভু তব ঋণ।
বাংলার আকাশ বাতাস তরুলতা
নদ নদী বন্দর তীরে।
মর্মবেদনায় শোকাহত আজিকে
তোমার স্মৃতিকে ঘিরে॥

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

প্রিয় বিদায়ী হুযূর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর স্মরণে

হে মহান, উন্নত, পবিত্র বিজয়ী বীর
কে বলে আজ তুমি নেই
নশ্বর এ পৃথিবী ছেড়ে যদিও গেছো চলে
তবুও রয়েছ তুমি কোটি মানুষের অন্তরে
অতি উজ্জ্বল এক চিরস্থায়ী নক্ষত্র হয়ে॥

পারি না তোমায় ভুলিতে আজিও
পারবোও না জানি ভুলতে কখনো
আজও মনে হয় হাসছ তুমি
কইছ কথা সবার সাথে
কৌতুক রস ও প্রশ্নোত্তরে করছো মোদের জ্ঞান দান॥

বিশ্বজ্ঞানে ছিলে তুমি ভরপুর
অক্লান্ত পরিশ্রম করে মোদের তাই দিয়েছো
Revelation Rationality Knowledge and Truth নামে এক বিশ্ব জ্ঞানের ভান্ডার, আরো আছে ওয়াকফে নও, মরিয়ম সাদী ফান্ড তোমারই অবদানে M.T.A অহোরাত্র করছে ইসলামের জয়গান।

তুমি ছিলে একাধারে, সুবক্তা, সুলেখক
সুচিকিৎসক হয়ে করেছ রোগমুক্তি
বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় রোগের
সদা হাস্যোজ্জ্বল তুমি, ছিলে মোদের নয়ণের মণি
তোমায় হারিয়ে নিভে গেছে মোদের প্রাণের বাতি॥

হে বিদায়ী, আজ তোমার বিদায়ে মোদের প্রার্থনা
তোমার প্রিয় বন্ধুর তরে করো মোদের শাফায়াত
আমরা যেন হতে পারি রসূলে করীম (সঃ)-এর উৎকৃষ্ট উম্মত
তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যেন
করি আনুগত্য সর্বদাই, বর্তমান যুগ-খলীফার॥

- আমাতুল মজিদ মণি

এম, টি, এ নাও ঘরে ঘরে

অবক্ষয়ের সাগর থেকে
চারদিকে আজ বান এসেছে,
অজ্ঞানের অন্ধকারে
চলছে মানুষ রাজার বেশে।

অবক্ষয়ের ক্ষয়ের স্রোতে
বিশ্ব আজি যাচ্ছে ভেসে,
অশ্লীলতার মরণ নেশার
ছুটছে সবাই পিছে পিছে।

অশ্লীলতার চ্যানেলগুলো
চলছে সবার পিছু পিছু,
কত মোহের মায়ার ছলে
ডাকছে তারা মিছে।

অবক্ষয়ের কষাঘাতে
সমাজ আজি কাত্‌রে মরে,
যুগ-খলীফা বলছে ডেকে
এম, টি,এ নাও ঘরে ঘরে।

চারদিকে আজ বাজুক যত
শয়তানেরই গান,
অশ্লীলতার বন্দী খাঁচায়
এম, টি, এ মোর প্রাণ।

যুগ-খলীফা ডাকছে মোদের
এম, টি, এ দেখবে চল,
সোনা হয়ে যাবে তোমার সকল ভাবনা
আঁধার হয়ে যাবে আলো।

আসছে ভেসে ঐশীবাণী
আসছে ভেসে মধুর ধ্বনি
শুভ্র মেঘের ভেলায় চড়ে
নির্মল নীল পথে।

এম, টি, এ-এর আলো ছোঁয়ায়
পৃথিবী হচ্ছে জ্যোতির্ময়
অন্ধকার সব যাচ্ছে কেটে
আর তো কোন নেই ভয়"॥

টিকা ঃ

(১) এম, টি, এ ঃ মুসলিম
- টেলিভিশন আহমদীয়া

- নাসের আহমদ আনসারী

ভুল সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর ৩১শে মে ২০০৩-এর সংখ্যাস্থ ৩২ পৃষ্ঠায় চির বাসনায় কবিতার ২য় কলামের ৫ লাইনে 'সংসার' স্থলে 'তোমার' পাঠ করতে হবে। মুদ্রণজনিত এ ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত।

- নির্বাহী সম্পাদক

তেবাড়ীয়া জামাতে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের নও মোবাঈন তা'লীম-তরিবয়ত ক্লাস

গত ৬.৬.০৩ তারিখে তেবাড়ীয়া জামাতে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের নও মোবাঈয়েন তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাস, ২০০৩ এর উদ্বোধনী অধিবেশন খাকসারের সভাপতিত্বে বিকাল ৫.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। ক্লাসে রাজশাহী হতে আগত ১২ জন, তেবাড়িয়া জামাতের ৩ জন, পুরুলিয়া হতে আগত ৩ জন, মোট ১৮ জন নও মোবাঈয়েন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও ২ জন শিশু সহ ৪ জন লাজনা বোন এসেছিলেন। কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ ও সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হলে মৌঃ মোহাম্মদ আমীর হোসেন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। খাকসারের সামগ্রিক আলোকপাতমূলক ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠান মূলতঃ বাদ আছর শুরু হলেও শিক্ষার্থী সদস্যগণ জুমআর নামাযের পূর্বেই অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হন।

৬.৬.০৩ তারিখ বিকাল ৬.১০ মিঃ থেকে এম.টি.এ চ্যানেলে হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা দেখার মাধ্যমে প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী ২ দিন ব্যাপী তালিমী ক্লাস শুরু হয়। ক্লাসের শিক্ষক হিসেবে মৌঃ মোহাম্মদ আমীর হোসেন, ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট তেবাড়ীয়া জামাত, জনাব এস এস আব্দুল হক, মোয়াল্লেম বগুড়া, মৌঃ নঈম আহমদ, মোয়াল্লেম তেবাড়ীয়া অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার্থী নও মোবাঈয়েন সদস্যগণ খুবই আগ্রহের সাথে ক্লাস করেছেন। ক্লাসে কুরআন শিক্ষা, হাদীস শিক্ষা, নামায শিক্ষা, সিলসিলার কিতাব, মাসলা-মাসায়েলসহ ইতায়েতে নেযাম ও বয়াতের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে তবলীগী পকেট বুক দেয়া হয়। ক্লাস শেষে অনুষ্ঠানে যোগদানকারী একজন যেরেতবলীগ বয়াত গ্রহণ করেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

- আবুল কালাম আজাদ
ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক
রাজশাহী আঞ্চলিক তবলীগ কমিটি

তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনার উদ্যোগে আয়োজিত গত ১৪, ১৫ ও ১৬ইং মে কয়রা হালকায় তিনদিনব্যাপী নও মোবাঈয়েনদের নিয়ে তা'লীম ও তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। খাকসারসহ খুলনা জামাতের মোয়াল্লেম ও ২ জন দেহাতী মোয়াল্লেম উক্ত ক্লাস পরিচালনা করে। উক্ত ক্লাসে ২৪ জন নও মোবাঈয়েন ১২ জন জেরে তবলীগ অংশ গ্রহণ করেন। জেরে তবলীগের মধ্যে থেকে ৪ জন বয়াত গ্রহণ করেন।

- আলমগীর হোসেন
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা

একটি ব্যতিক্রমধর্মী সময়োচিত সমাবেশ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ সূফীতত্ত্ব গবেষণা ও মানবকল্যাণ কেন্দ্র আহুত প্রীতি সম্মিলনে বিচারপতি কে. এম. সোবহান বলেছেন- খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ জন পলের উপদেশ উপেক্ষা করে ইরাক আক্রমণের মাধ্যমে বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য নৃশংস বর্বরতম অধ্যায় রচনা করেছে। বুশ-ব্লেয়ারের আচরণে 'চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী' এ কথাই প্রতীয়মান হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণবাদ-আধিপত্যবাদ ও শোষক সুবিধাবাদীদের দৌরাত্ম্য উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। ধর্মীয় উপদেশ উপেক্ষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে বাড়ছে অশান্তি-দ্বন্দ্ব-সংঘাত। খুন ধর্ষণ ছিনতাই সহ যাবতীয় সামাজিক অনাচারের মূলে রয়েছে ধর্মীয় মূল্যবোধের এবং ধর্মের সঠিক চর্চার অনুপস্থিতি। সাম্প্রদায়িকতার মূলে কাজ করছে ধর্মের লেবাসধারী সুবিধাবাদী শ্রেণীর অপতৎপরতা ও আধিপত্য। সম্প্রতি ১২ জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত প্রীতি সম্মিলনে প্রধান অতিথির আলোচনাকালে তিনি একথা বলেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মনজুর মোরশেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মিলনে এফ বি সি সি আই এর পরিচালক এ, এস,এম, কামাল উদ্দিন বিশেষ অতিথি ছিলেন। আলোচনায় অংশ নেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, বিশপ থিওটনিয়াস গোমেজ, ড. জিনবোধি ভিক্ষু, আচার্য নিত্য তত্ত্বানন্দ অবধূত, মিসেস মাজগান সামশি বাহার, ভাই রবী সিং সরদারজী।

মাওলানা আউয়াল বলেন-পরিবার থেকেই শান্তি এবং অশান্তির উৎপত্তি। পরিবারে শান্তি স্থাপনের পর প্রতিবেশীর সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন জরুরী। আর এভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তথা বিশ্ব ব্যবস্থায় শান্তি স্থাপন সম্ভব। জাতিসংঘ শান্তির জন্যে কাজ করছে। তথাপি বিশ্বে আজ শান্তিই সবচেয়ে দুর্লভ। শান্তির জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা দুর্গম নয় বলেই আমরা শান্তির নাগাল পাচ্ছি না। বিশপ থিওটনিয়াস বলেন, শান্তি সকল ধর্ম বিশ্বাসের মূল উপাত্ত। ধর্মকে ধারণ না করে নিজের সুবিধা মত পালন করার প্রতিযোগিতাই অশান্তির উৎস। ক্ষমা শান্তির পূর্বশর্ত। শান্তির জন্য কাঠামোগত প্রয়াসও প্রয়োজন। অনেক দূরের অশান্তি নিয়ে আমরা উৎকণ্ঠিত অথচ নিজেদের ঘরকে করে রেখেছি অশান্তির উৎস। ড. জিনবোধি ভিক্ষু বলেন- পশুপশুত্ব নিয়ে জন্মায়, কিন্তু মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মায় না। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। যুদ্ধ করার চেয়ে ত্যাগ করা কঠিন। বিজ্ঞান মানুষকে বস্তুগত উন্নতি এনে দিলেও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমান ইন্দ্রিয় সাধনার বিজ্ঞান মানুষের মাঝে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করে চলেছে। মৈত্রী, করুণা, সমদৃষ্টি ও প্রীতির মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন সম্ভব। আচার্য নিত্যতত্ত্বানন্দ অবধূত বলেন, সৃষ্টিকর্তাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হবে। মন ও বস্তুর মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। ভৌতিক চাহিদার সমবন্টন প্রয়োজন। শুধু মানুষ নয় পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। নতুবা ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। মিসেস বাহার বলেন- মানুষের বস্তুগত অগ্রগতি বিস্ময়কর কিন্তু নৈতিক অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। মানুষ প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে এখন কিন্তু নিজের পাশবিক স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। মানুষের বিধান ত্রুটি-পূর্ণ কিন্তু ঈশ্বরের বিধানই নির্ভুল। ভাই রবিসিং বলেন- সকল ধর্মই মানবতার কথা বলে। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সর্বত্র বিদ্যমান। আমাদের চিন্তাধারায় তাঁর অস্তিত্ব নেই বলেই বিশ্বময় এত অস্থিরতা। এ. এস. এম. কামাল উদ্দিন বলেন- সৃষ্টিকর্তার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ধর্মীয় বিভেদ তিরোহিত করতে পারে। শান্তির জন্য প্রয়োজন স্বধর্ম নিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। ড. মনজুর মোরশেদ বলেন- সত্যতার অগ্রগতি হয়েছে, বিজ্ঞান মানুষকে স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে। মানবমনের ক্রমাবনতি এসব অগ্রগতি ও স্বচ্ছলতাকে মূল্যহীন করে দিয়েছে। স্রষ্টায় আত্মসমর্পণ ও সৃষ্টিকে ভালবাসতে পারলে শান্তি অর্জন সম্ভব।

বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে শান্তি বিষয়ক প্রীতি সম্মিলনে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-শিখ-বাহাই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধি যোগ দেন। সংবাদ প্রেরক

মুহাম্মদ ইকবাল ইউসুফ
সাধারণ সম্পাদক

২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী

বিশেষ সংখ্যা

পাক্ষিক আহমদী'র গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে

- ৩০শে জুন, ২০০৩ পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার বর্তমান, (২০০২-২০০৩) বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং গ্রাহকগণকে যথা সময়ে চাঁদা আদায় করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
- যাদের চাঁদা ২ বছরের অধিক বকেয়া রয়েছে তাদের নামে ৩০শে এপ্রিল, ২০০৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকা পাঠানো বন্ধ করা হয়েছে। সুতরাং তাদেরকেও যথাসময়ে বকেয়া সহ চাঁদা আদায় করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- পাক্ষিক আহমদীর ৩০ এপ্রিল ২০০৩-এর সংখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ইনতেকালের ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বর্ধিত কলেবরে সুদৃশ্য ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে। এর স্টক অতি দ্রুত নিঃশেষ হওয়ায় আমরা নতুন ক্রেতা বা গ্রাহকদের দিতে না পারায় আমরা সংখ্যাটি পুনঃ প্রকাশ করেছি। গ্রাহক চাঁদা দিয়ে অথবা প্রতি কপি ২০/- টাকার বিনিময়ে আপনার কপি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

গ্রাহকদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ !

জুলাই-২০০৩ থেকে গ্রাহক চাঁদা জমা দিলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর একটি লিগাল সাইজের রঙ্গীন ছবি ফ্রি দেয়া হবে।

যারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর রঙ্গীন ছবি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক তারা ২০ টাকার বিনিময়ে জামাতের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী হতে সংগ্রহ করতে পারেন।

লেখক-লেখিকাদের দৃষ্টি পুনঃ আকর্ষণ করা যাচ্ছে ঃ

- লেখা-কাল কালিতে ফুল স্ক্যাপ সাইজের কাগজের এক পিঠে লিখতে হবে।
- লেখা বিষয়-ভিত্তিক ও নাতিদীর্ঘ হতে হবে।
- আরবী উর্দূ উদ্ধৃতি সঠিক জানা না থাকলে শুধু সূত্র সহ অনুবাদ দিবেন।

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP

Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆24th Issue June 30, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

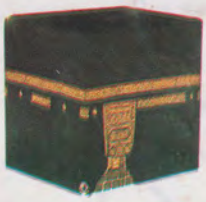

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com